

1007—

(H-9)

হরিশ্চন্দ্র নাটক



২০২ নং করন্থওয়ালিস্ স্ট্রীট হইতে

শ্রীমনোমোহন বসু কলিক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রাস্থল।



কলিকাতা।

৩৩ নং করন্থওয়ালিস্ স্ট্রীট মধ্যস্থ-ঘরে

বেঙ্গল্ পব্লিশিং কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

পৌষ ১২৯৪। ইং জানুয়ারী ১৮৮৮।

All rights reserved.

Acc. No. 10295

H-1

Date- 29.3.96

Item No. B/O-481/1

Don. By "তার-বিজয়" নবন্যাস সম্বন্ধে

সংবাদ-পত্রের অভিপ্রায়।

আমরা এই পুস্তকখানি বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সতিত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলাম। গ্রন্থখানি আধুনিক নবন্যাস না উপন্যাস সাধারণতঃ যে ধরণে লিপিত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

সময়, ২রা আষাঢ় ১২৯২।

এই পুস্তকের ভাষা সরস, গল্পটো মন্দ নয়। ইহাতে যুবক যুবতীর প্রণয়, রাজপুত্রের বীরত্ব, মুসলমান সম্রাটের অত্যাচারের কথা লেখা আছে। এই পুস্তকের জন্ত আট আনা পরস্য ব্যয় করিলে নিশ্চয়ই তাহা রূপা হইবে না।

বর্ধমান সঞ্জীবনী, ৩১এ আষাঢ় ১২৯২।

আমরা এই পুস্তকখানি পড়িয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। লেখার নূতনত্ব ও ভাবের উচ্ছ্বাস আছে, লেখক মধ্যে মধ্যে নিজ গভীর চিন্তার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তারাবতীর রূপ-বর্ণনাটি অতীব সুন্দর হইয়াছে। * * গ্রন্থকার মুসলমান সম্রাটগণের স্বভাব এবং প্রণয়ের ছবিটি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়া সাধারণের দৃষ্টিবাদের পাত্র হইয়াছেন। পুস্তকদেয় আকার অনুসারে মূল্য অতি সুন্দর। এ প্রকার পুস্তকের বহুল বিস্তার প্রার্থনীয়।

সুধাপান, ১৭ই শ্রাবণ ১২৯২।

আমরা এই নবন্যাসখানি পাঠে প্রীত হইলাম। ইহার ভাষা অতি সুন্দর ও সরল; রচনা প্রণালী ভাল এবং জাতীয় শৌর্য ও বীরত্বের পরিমায় পূর্ণ।

সৌমপ্রকাশ, ২রা তাদ্র ১২৯২।

২. ভারতের পুঁস পৌরবের কথা যিনি বিশদরূপে ভারতবাসীর
করিয়া দিতে পেরেন, তিনিই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

প্রকাশক ইচ্ছাশে অনেকটা কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন। ইহার ভাষা সরল এবং ভাবপূৰ্ণ। ভাষা-বিজ্ঞ পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিলাম।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, ২৬এ ভাদ্র ১২৯২।

* * ভারতের রাজপুত জাতির বনবীৰ্য্য ও রমণীর সতীত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া এই নবজ্ঞাস্থানি রচিত হইয়াছে। লেখাটী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সরল বটে। * *
দৈনিক, ২৪এ আষাঢ় ১২৯৩।

The tale is written in a simple and attractive style and is likely to afford interesting reading to Bengali readers of both sexes. *Indian Mirror, 1st July 1885.*

The book is written in chaste Bengali. The author shows considerable insight into human character and has successfully attempted to delineate some of the brightest phases of Rajput character during the Moslem period of Indian history. *Hindoo Patriot, 6th July 1885.*

The style of the book is excellent, its sentiments good and the delineation of characters generally successful. The parts played by Taravati and Bijoy Sing the heroine and hero, seem to us to be very natural and quite romantic. We can safely recommend the book to the public.

Amrita Bazar Patrika, July 30th 1885.

The book is written in an interesting style.

Statesman, April 4th 1886.

এই পুস্তকের দাম আট আনা, মাস্তুল অল্প আনা। সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিম্ন ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু।

উৎসৃষ্ট উপহার ।

প্রণয়ানন্দ মাণ্ডল

শ্রীযুক্ত বহুবাজার-নাট্য-সমাজ-সভা মহোদয়গণ

সমীপেষু ।

প্রিয় সুহৃদ-মণ্ডলি !

প্রণয়োৎসৃষ্ট উপহার নিকৃষ্ট হইলেও প্রেমার্জ-হৃদয় গৌরবে গ্রহণ করিয়া থাকে । সুদ্ধ সেই ভরসাতেই এই বৎসমাগ্ন নাটক খানি আপনাদের কর-কমলে অর্পণ করিতে সাহসী হইতেছি ।

বিশুদ্ধকৃতি ও সমাজ-শুদ্ধির প্রবর্তি বশতঃই যে আপনারা অভিনয় কার্যে লিপ্ত, বঙ্গীয় সমাজের সহৃদয় মাত্রেই ইহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন । নচেৎ এতাদিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার পূর্বক এমন চিত্তবিনোদন অবৈ-তনিক নাট্যশালা স্থাপনের প্রয়োজন কি ছিল ? সেই বহুদোষলব্ধ রঙ্গভূমিতে নাটক নামের অযোগ্য মদীয় “রামাভিষেক” ও “সতী নাটকের” প্রদর্শনও আপনাদের যোগ্যতা গুণে উচ্চ পদবী লাভে সমর্থ হইয়াছিল । এমন প্রশ্রয় পাইলে কোন্ লেখকের আশ্রয় না বাড়ে ? কাহার হৃদয় না কৃতজ্ঞতায় গলে ? সুতরাং আপনাদের বদন হইতে আবার একখানি নাটক প্রণয়নের অনুরোধ হইবা মাত্র সেই হস্তের লেখনী যে ধাবিত হইবে—পাক্ক না পাক্ক, সাধামত সন্তোষ দানে যে চেষ্টা পাইবে, তাহা বিচিহ্ন নহে ! সেই যত্নের ফল স্বরূপ এই মহারাজ “হরিচন্দ্র” আপনাদের সমীপে পৌঁত হইতেছেন, আশানুরূপ স্বগপদ না হইলেও ইনি আপনাদের অত্যাঙ্গ, বেহেতু টাইকে আপনারা আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাউতেছেন ।

নাটকখানি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে কি ? যদি বিনো-দনের গুণ না থাকে, তবে কৃষ্ণ দীর্ঘ সবই সমান ! আর যদি সৌভাগ্যক্রমে অল্পভাগেও মনোরঞ্জক হইতে পারে, তবে দুই এক দণ্ড সময় দানে কি অভিনেতৃ, কি শ্রোতৃ, সদামোদী মাত্রেই কদাচ কাতর হইবেন না । বিশে-ষতঃ আমার জানা আছে, আপনারা নানা রসাত্মক নীতিগর্ভ প্রগাঢ় নাট্য-কাহিন্যেরই পক্ষপাতী—কোনো কোনো বৈতনিক নট মহাশয়দের তা-

চ লঘু আমোদ জন্মাইয়া দেশমধ্যে কেবল হাস পাতুনের

নী নন । এই জন্তই আমি দৈর্ঘ্য প্রস্তের দিগে দৃষ্টি রাখি

নাই—একপাশে শুক বিষয়ে অজ্ঞানি না ঘটে, অথচ বহু সম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত হয়, তৎপক্ষেই প্রয়াস পাওয়াযাই। বাহাইউক, যদি নিতাইউ ক্রান্তিজনক বোধ হয়, তবে অভিনয় কাগে পক্ষম অঙ্কের কোনো কোনো অংশ ছাডিয়া দিলেই হইতে পারিবে। অন্যতঃ দোষগুণ বাহাই থাকুক, পূর্ণের ন্যায় এবারেও প্রশংসনীয় হইবেন, ইহাই আশা, ভরসা, প্রার্থনা।

কলিকাতা।

২০২ নং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শেষ, ১২৮৬ সাল।

চিরবাধ্য

শ্রীমনোমোহন বসু।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এই দ্বিতীয় সংস্করণে নাটকের মূল প্রকৃতি, লৈঙ্গিক বীতি, ব্যক্তি, চরিত্র ও সংলাপস্বভাবের ব্যবস্থা অনেকটা পরিবর্তন ও পরিবর্তন ও প্রায় দুটি নাই, কেবল শেষ অঙ্কের দুই এক ক্ষুদ্র পক্ষমের দ্বারা কিছু হইয়াছে, সে অতি অস্বাভাবিক।

কিছু ভাষান্ত পরিবর্তন ও সংশোধন, যথা :—বহুস্থলে পূর্বভাব সমর্থন-পক্ষক উক্তিবিপুলের সংক্ষেপ এবং মূল প্রকৃতি যেমন উক্তি প্রকৃতি প্রয়োজনীয়রিত্তে বোধ হইয়াছিল, সেগুলির পরিবর্তন হইয়াছে।

অন্য প্রায় প্রথম মুদ্রণকালে গদ্যভাষা যথা স্থানে স্থান না পাওয়া গুলকের শেষে পরিবর্তন ও মুদ্রিত হইয়াছিল, এবারে পরিবর্তিত হইয়া তাহাদের নিজ নিজ স্থানে সংরক্ষিত এবং তদ্ব্যতীত তিনটি নবপ্রাচীরীতও প্রকৃতি হইল।

অন্য করি, কতিপয় পরমাণুদেয় অঙ্কগুলির পক্ষপাতের ন্যম্নে এই দ্বিতীয় সংস্করণে যেমন “সুপরিবর্তন” বলিয়া উপলব্ধ হইয়াছে, সম্ভব সম্ভাব্য পাঠক মহোদয়গণের সদয় ক্ষমতা তৎক্ষণে অতুল্য অভিজ্ঞতা (অন্যতঃ কিয়দংশে) প্রতিফলিত হইয়া কুচিত প্রকৃতির আশাকে (অন্যতঃ কিয়দংশে) সফল করিবে।

কলিকাতা।

২০২ নং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শেষ, ১২৮৬ সাল।

শ্রীমনোমোহন বসু।

অভিনেতা ।

পুরুষগণ।

রাজা হরিশ্চন্দ্র	...	কোশলাধিপতি সম্রাট্।
রোহিতাশ্র	...	সম্রাট-পুত্র ।
খগেন্দ্র	...	তুঙ্গদ্বীপের রাজপুত্র ।
নাগেশ্বর	...	রাজসহচর ও ঐ দ্বীপের মন্ত্রী-পুত্র ।
মন্ত্রী	...	সম্রাটের প্রধান সচিব ।
বসন্ত	...	মন্ত্রীপুত্র ।
বিশ্বামিত্র	...	রাজমি ।
পাতঞ্জল	...	রাজমির শিষ্য ।
নগরপাল	...	রাজধানীর প্রধান শান্তিরক্ষক ।
জগন্নাথ	...	প্রহরী ।
বিহুর	...	রাজকিঙ্কর ।
ভাদো	...	শাসন-চণ্ডাল-রূপী ধর্ম্য ।
মমো	...	চণ্ডাল-বেশী রাজা হরিশ্চন্দ্র ।
রণবৈশী পুরুষ, রুদ্ধ ভ্রাক্ষণ, প্রহরী, অনুচর, রক্ষী, ছত্রধারী, চামরধারী, কিঙ্করগণ প্রভৃতি ।		

স্ত্রীগণ ।

শৈর্যা	...	পাটরাণী ।
কমলা	...	তুঙ্গদ্বীপের রাজকন্যা বা খগেন্দ্রের ভগ্নী ।
মল্লিকা	...	রাজার স্নাতিকন্যা ।
কাকনী	...	রাণীর পরিচারিকা ।

Mahmud-e-Lahori

হরিশ্চন্দ্র নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অগণ্য।

[দ্রুপদ-বেশী রাজা হরিশ্চন্দ্র ও নাগেশ্বরের প্রবেশ]

রাজা। একি? বিদেও বিদ্রো না—এমন তো কখনো হয় না! আ'জ্জ কি হস্ত তুমি এত দুর্বল হ'য়েছ? না, জারোপণের কোনো ক্ষতি ছিল? কার দোষ?

নাগে। কারো দোষ নয় মহারাজ! যোগ হয়, যুগের পায় ভালরূপে লাগিনি—

রাজা। লাগিনি! তাও কি দস্তব! আমার লক্ষ্য বার্থ! এ হাতের লক্ষ্য-ভ্রম কি কখনো দেখেছ?—কখনো শুনেছ?—তা নয় হে, হয় তো কোনো মায়াদির আনাকে লজ্জা দিবার জন্তই আ'জ্জ মায়া-যুগ পেজে এসেছে! যাই হ'ক, এ ভাল নয়—শরাসন ধ'রে অবধি এমন আর কখনই ঘটেনি। আ'জ্জ দেখছি বড় দুর্লভ—এ নিতান্তই কোনো অমঙ্গলের লক্ষণ—না জানি ভাগ্যে কি আছে—ভাবী অন্তত যেন যুগরূপে দেখা দিয়ে কলকলকে বাজ ক'বে গেল!

নাগে । সে কি মহারাজ ! একটা হরিণ পালিয়েছে বলে এত আক্ষেপ—এত অশুভ কল্পনা !

রাজা । সখে, তুমি যথার্থ বীরের হৃদয় জ্ঞান না—তা হ'লে এমন কথা বলতে না ! যার লক্ষ্য চিরকাল অব্যর্থ, তার যে দিন ব্যর্থ হয়, সে দিন যেন তার পুরুষার্থ কে কেড়ে নিলে এমনি জ্ঞান হয় !—ওকি ? এমন ঘোর বনে আত্মনাদ কে করে ? তার আবার বামা-স্বরে—

[(নেপথ্যে করুণস্বরে) রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! রক্ষা কর !]

নাগে । বোধ করি, বন-তরুরেবা কোনো ভদ্র-মহিলার উপর অত্যাচার ক'চ্ছে—যাই হ'ক, আমাদের যাওয়া উচিত—

রাজা । (উচ্চৈঃস্বরে) ভয় নাই ! ভয় নাই ! ভয় নাই ! রে ভরদ ! তুই যে হ'স্, এখনি প্রতিফল পাবি !

[বেগে প্রস্থান ।

নাগে । (স্বগত) একটু অপেক্ষা করে যাই—কাজ কি বাবা ! শুনিছি নিকটে নাকি বিশ্বামিত্রের আশ্রম—তা হয়তো, “যা শত্রু পরে পরে !” আজ তা হ'লে দর্প-চূর্ণ হবেই হবে !—এমন দিন কি হবে ? দেখা যাক !

[মন্দগতিতে প্রস্থান ।

১৩ নীত

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

আশ্রম-সমিহিত তরুতল ।

[যজ্ঞবেদিকায় বিখ্যামিত্র উপবিষ্ট ; পশ্চাতে পাতঞ্জল বিলুপ্ত
নির্ব্বাচনে নিযুক্ত ; রাজা করযোড়ে দণ্ডায়মান ;
পশ্চাতে নাগেশ্বর উপস্থিত]

রাজা । প্রভো ! কমা করুন ; এ দাসের যে অপবাদ, তা ক্ষান্ত
নয় । দাস ক্ষীণ-বুদ্ধি মানব ; কিরূপে জান্বে, প্রভু অবিদ্যার শাসন
ক'ছিলেন ? দাসের ছায় মূঢ়ের মন স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে, অদ্বিত
তপঃ-
প্রভাবে অবিদ্যা-কাপণী নিরাকারা রাক্ষসী, মানবের কণ্ঠস্থ এমন ক'রে
আর্তনাদ ছা'ড়তে পারে । প্রভু তো অশ্বত্থামী ; দাসের মনোগত অভিপ্রায়
প্রভুর অগোচর নাই—প্রভুর আশ্রম যে এখানে, তাও এ দাসের জানা
ছিল না ।

পাত । ইতী মহারাজ, নিত্যন্ত ভণ্ডামির কথা—স্থিলােকের লোক জানে,
আর তুমি দেশের রাজা হ'য়ে জান না, যে, এখানে রাজারি বিখ্যামিত্রের
আশ্রম ?

রাজা । ঋষিরাজ ! সত্যি বলছি, আমি এটা জা'ন্তুম না—জান্বে কি
এমন কাজ ক'র্তে পারি ?

পাত । (সকোপে) এ আশ্রম যে না জানে, সে এ রাজ্যের রাজপুত্র
ধারণের যোগ্যই নয়—আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা !

বিষ্ণু । ওহে তা কেন ! উনি রাজাধিরাজ চক্রবর্তী মহারাজ—বাহু-
বলে সমাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্রা রাজা হ'য়েছেন—শত শত রাজা রাজপুত্র
রাজধানীতে এসে ওঁর সেবা ক'চ্ছে—উনি হ'লেন মর্ত্যের ইন্দ্র ; উনি কি
কিছুক ব্রাহ্মণেরা কে কোথায় থাকে, তার তত্ত্ব বাপুতে পাবেন ?

আ হ'লে যে তাঁর মানের খরচ হবে! এত নীচ কাজ কি মহারাজাকে শোভা পায়! (মহাসা কম্পিত-দেহে ও আরক্ত নয়নে) ভ্রাতৃয়ন! এত বড় স্পর্ধা! এত বড় মদগর্ভ! অহঙ্কারে চ'কে দেপ্তে প'ও না! ঐশ্বর্য্যমদে গুরুজনকে গাফিলত ক'ব না! দেব পুষ্টির তত্ত্ব রাখ না! রাজার প্রধান কর্তব্যো এত হেলা! কে আশ্রিত, কি জ্ঞাত, দয়ার পাত্র কিনা, এসব বিচার না ক'বেই দর্শীক হ'য়ে বাবল দেখাতে বাগ! যে পুরুষ ধর্ম্মবল আর বুদ্ধিবলকে উপেক্ষা ক'বে কেবল ভুলবলেই রাজা শাসন করে, সে কি আর্ঘ্য্যবস্তুর রাজাপত্তি যোগ্য? সে শক পল্লববাদি পাক্ষীয় জঘন্য বহু জাতির অধিপতি হ'য়ে ক'—আজ আমি সেক্ষণ বলগর্ভিত অসার অপদার্থকে এখন ভুলে ক'রে জনপদকে পৈশাচ শাসন হ'তে মুক্ত ক'রোঁ—দেখি তোরা ভুলব'র্গ্য্য, শব কাণ্ড্যুক আর মৈত্র সামন্ত কেমন হোঁতে বক্ষা ক'ন্তে পারে!

রাজা। (ভুলুর্ধন পূর্ব্বক) রাজসি! আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি দ্বিতীয় দাতা—অভিনব সৃষ্টিস্থাপনক্ষম—আপনি কোদ ক'লে বিজ্ঞগৎ দ্রুত হয়—আমি কোন্ কীটাম্বকীট! সত্যই মদগর্ভ পাপ আশ্রয় ঘিরেছে—কিন্তু প্রভু জ্ঞানতঃ নয়, অজ্ঞানতঃ—আপনি দয়া না ক'লে আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিনে—পিতা যেমন অপরাদী পুত্রের গুরু পাপে ও লঘু দণ্ড দেন, প্রভু নিজ গুণে দয়া ক'বে যদি সেইরূপে এ দাসের এই গুরু পাপে কেমনা লঘু দণ্ড বিধান করেন, তবেই দাস মুক্ত হয়।

পাত। আমরা শিষ্য শাখা কোনো দোষ অপরাদ ক'লে হ'তো প্রভু হ'ই দণ্ড বিধান ক'বন, যে, সে দিন আমরাগকে বেশী ক'রে ফুল বিজ্ঞপ্তর তুলে অ'বে হয়।

রাজা। যে আশ্রয়, যদি দ্বাদশ-বাগিনী কোনো কঠোর ব্রত অবলম্বন—যদি প্রভুর আশ্রমে থেকে প্রভুর সেবা পরিচর্যা—যদি অর্থ দ্বারা কোনো যাগ যজ্ঞের আত্মকূল্য—যদি রাজ্য ধন জন সমর্পণেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এ দাস এখন তা ক'ন্তে প্রস্তুত আছে।

পাত। তা আর ক'ন্তে হয় না মহারাজ! তবে যে মুখে ছটো লোকিক ক'ব এত দূর্ব শিষ্টাচার দেখানেন, সেই যথেষ্ট!

রাজা। আপনারা অহঙ্কারী—এ আমার মুখের লোকিকতা

আত্মরিক কথা, তা'কি আপনাদের অগোচর আছে? বরং অল্পকম্পাপূরক পরীক্ষা ক'রেই দেখুন।

পাত। তবে আপনি কমান্ন যোগা বাটেন!

বিশ্বা। মহারাজ! তোমার কাতরোক্তি আর প্রায়শ্চিত্তের অশ্রুপ্রায় শুনে আমি প্রসন্ন হ'লোম—তুমি উপযুক্ত মানসই ক'রেছ; এ প্রাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্ত শুদ্ধ পরিতাপ যথেষ্ট নয়—তোমার কোনোরূপ দণ্ড গ্রহণ করা উচিত।

রাজা। প্রভু যে দণ্ড বিধান ক'রেন, দাস তাতেই প্রস্তুত—

পাত। (স্বগত) উঃ! কি মহৎ ভাব—কি উচ্চ ভাবের কথা! যেমন বড় নাম শুনেছিলাম, ঠিক তার মতই দেখছি!

বিশ্বা। কেমন হে পাতঞ্জল! কি ব্যবস্থা করা যায়?

পাত। আজ্ঞে দণ্ড আর কি, এই বনের মধ্যে যত ঋষি তপস্বী আছেন, তাঁদের শিষ্য শাখা শুদ্ধ সন্ধ্যাইকে এই খানে বসিয়ে চর্যা চোষা লেহ্য পের সামগ্রীতে খাইয়ে দিন—

বিশ্বা। (সহাস্তে) তোমার খাবার বড় ইচ্ছা! হ'য়েছে পাতঞ্জল—
ভাল, আমিই প্রস্তাব ক'চ্ছি, তাতে একে ছুইই হবে!

রাজা। আজ্ঞে করুন।

বিশ্বা। মহারাজ! আমি তোমার যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দণ্ড ক'রোঁ। অর্থাৎ, আমার একটি বহুবায়সাধা মহৎ যজ্ঞের মানস আছে; তাতে বহুবিধ দান, বহু যাজ্ঞিকের দক্ষিণা, বহু ঋষির পূজা চাই—তুমি আমাকে তার উপযুক্ত অর্থ দাও।

রাজা। (উদ্ভিগ্ন করমোড়ে) প্রভো! এ আজ্ঞাতে ধগ্ন হ'লোম! কিন্তু প্রভু, এ অতি যৎসামান্য প্রায়শ্চিত্ত—এ তো অল্পগ্রহ, দণ্ড নয়—এ অল্পগ্রহতো বিনা অপরাধেই হ'তে পা'রোঁ—আমার যে শুক্লতর অপরাধ হ'য়েছে, তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হ'লো কৈ? এতে আমার মন পরিতৃপ্ত হ'চ্ছে না—যজ্ঞার্থ দান, এ তো নিত্য রাজধর্ম, বিশেষ কিছুই নয়! অতএব দয়া ক'রে আমার পাপের উপযুক্ত কোনো মহন্তর ত্যাগস্বীকার হ'ক—

বিশ্বা । (সহাস্তে) মহন্তর দান !—পার্কৈ ? তখন তো কুণ্ঠিত হবে না ?
রাজা । প্রভুর এই সন্দেহে পূৰ্ণ ক্ষোভের অপেক্ষাও অধিক তাপিত
হ'লেম !

বিশ্বা । দেখো, যেন অব্যবস্থিত-চিত্তের মত না বুঝে সত্য ক'রে শেষে
সত্য ভঙ্গ ক'রো না—সত্য লজ্বনের পাপ তো জান ?

রাজা । প্রভো ! আ'জ্জ এ দাসকে এত অপদার্থ জ্ঞান কেন ? আমি
প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি, যা আজ্ঞা ক'র্কেন অবিচার্য্য-ভাবে তাই পালন ক'র্কো !

বিশ্বা । (সহাস্তে) বটে ! তবে তোমার ভূজশাসিত এই সমাগরা
সদ্বীপা ধরা আমি প্রার্থনা করি ! তোমার অধিকৃত যত জনপদ ;
যত ঐশ্বর্য্য ; যত পশু, পক্ষী, মানব সংঘ—তুমি, তোমার রাজ্ঞী আর
তোমার পুত্র ব্যতীত—তোমার ব'ল্গে আর তোমার যত কিছু আছে,
সাম্রাজ্য সহিত সব আমাকে অর্পণ কর !

রাজ্ঞী । যে আজ্ঞে—আ'জ্জ হ'তে হরিশ্চন্দ্র আর রাজ্যাধিকারী নয়—
আ'জ্জ হ'তে ইষ্টদেব আর প্রভুর পাদপদ্ম ব্যতীত হরিশ্চন্দ্রের আর কোনো
সম্পত্তি নাই—আ'জ্জ হ'তে শৈব্যা আর রোহিত্যন্ত ব্যতীত হরিশ্চন্দ্রের
“আমার” ব'ল্গে আর কিছুই থাক'বে না !

বিশ্বা । সাধু ! সাধু !

পাত । (উঠিয়া) অ্যা ! আমি কি জাগ্রত ? (বিশ্বামিত্রের প্রুতি
করযোড়ে) প্রভো ! এ কি সত্য ? তবে কি এ আশ্রমে আর আমাদের
থাকা হবে না ?

বিশ্বা । বাস্তব হ'য়ো না পাতঞ্জল ! ক্ষান্ত হও । (রাজার প্রতি)
মহারাজ ! অত্যন্ত প্রীত হ'লেম, এখন তবে রাজধানীতে যাও ; আমি
তথায় কলাই গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'র্কো ।

রাজা । যে আজ্ঞে ! (নাগেশ্বরের প্রতি) সখে ! এস—

নাগে । (জনাস্তিকে) আপনি অগ্রসর হ'ন । একি সর্কনশ ! এও
কি সহ্য হয় ? মহারাজ ! আপনার বুদ্ধি আপনাতেই থাক', অধিক আর
কি ব'ল্বে ! আপনি গমন করুন ; আমি একবার রাজ্যের চরণে কিঞ্চিৎ
নিবেদন না ক'রে যেতে পারিনে ।

২য় সীত

রাজা । আবার কি নিবেদন ?

নাগে । আপনি যান্না, আমি গহ্বর গিয়ে সাক্ষাৎ ক'চ্ছি ।

রাজা । ভালই ! আমারই বা কোনো তথ্যে আর থাকে কেন ?

[প্রণাম ও প্রস্থান ।

নাগে । (জাহ্নু পাতিয়া করসোড়ে) প্রভো ! আপনি দুর্কলের বল—
অসহায়ের সহায়—নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ! আপনার চরণে এ দাস শরণাগত—
রক্ষা করুন !

বিষা । কে তুমি ? তুমি রাজা হরিশ্চন্দ্রের হ'য়ে অমুনয় ক'র্ষে এলে
নাকি ? সূচহুর কপট রাজা কি মুখে সাধুতা দেখিয়ে কোশলজাণ বিস্তারের
জন্ত তোমায় রেখে গেলেন ?

নাগে । না প্রভো, আমি তাঁর প্রেরিত নই—তাঁর জন্তও প্রার্থী নই—

বিষা । তবে তুমি কে ?—কি জন্ত ?

নাগে । এ দাস ভূঙ্গদীপের রাজপুত্র ।

(উদ্ধ' হইতে—না, না, না, মন্ত্রীপুত্র—
সকলের সবিষ্ময়ে উদ্ধ'-দৃষ্টি)

পাত । এ আবার কি ? (বিষামিত্রের প্রতি) প্রভো ! একি দৈববাণী ?
তবেতো এ ব্যক্তি মিথ্যা ব'লছে ?

নাগে । আজ্ঞে না, আমি কদাচ মিথ্যা বলিনি—আমার পিতা রাজমন্ত্রী
ছিলেন সত্য ; কিন্তু সজয় রাজার যুদ্ধের পর প্রজাবর্গ আর সৈনিকগণের
অমুরোধে তিনি রাজা হ'য়েছিলেন ।

(উদ্ধ' হইতে—না, না, না, প্রভু হনন—রাজ্য হরণ !)

পাত । এ কথা উত্তর দাও ?

নাগে । আজ্ঞে, আমার পিতার শত্রু পক্ষ এই কথা রটায় বটে, কিন্তু
আমি তখন বালক, যেকূপ শুনেছি, তাই জানি ।

পাত । আচ্ছা, তুমি যা জান তাই বল । কিন্তু ইটী জেনো, এ পবিত্র
আশ্রমে মিথ্যা ব'লে পার পাবে না ! এখানে ভ্রান্তি আর প্রতারণা, দুয়েরি
আর বাধক আছে ।

বিষয়। তার পর ?

নাগে। সঞ্জয় বাজার সিংহাসিন আমার পিতার হ'লো—তিনি নিদ্রাপুর রাজ্যে ক'রে লাগলেন। সঞ্জয় রাজ্যের রাজ্যী স্বীয় ভর্তার সহগামিনী হলেন। তাদের একটা বালক পুত্র আর ততোদিক অল্পবয়স্ক একটি কন্যা ছিল। আমার পিতা তাদের প্রতি কোনো প্রতিকূল ব্যবহার করেন নি—

উজ্জ্বল হুইতে—আর কিছু না, অবরোধ, নিরোধ, কারাবোধ।

পাত। (ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) ত'। কেমন ? আর মিছে কথা কবে ?

নাগে। আজ্ঞে, আমি তো শুনেছি, তাদের প্রতি আমার পিতা কিছু মাত্র বিকণ ব্যবহার করেন নি; কেবল তাদের ধাত্মীর ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যেতে দিতেন না, তাতেই বিপক্ষেরা ছল ধ'রে যে, তিনি অপোগণ্ডদের আটক ক'রেছেন। রাজা সঞ্জয়ের সময় যে ব্যক্তি নগরপাল ছিল, তারে পিতা পদচ্যুত করেন, সেই রাগেই নগরপাল প্রধান বিপক্ষ হয়। তারই কুমন্ত্রণায় আর তারই সমভিব্যাহারে ঐ দারী ঐ শিশু ছতীকে নিয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পিতার কাছে আসে। হরিশ্চন্দ্র তখন বালক। তাঁর পিতা সেই ছল পেয়ে আমার পিতাকে আক্রমণ ক'রে স্বীয় সেনাপতি সৌবীরকে পাঠান। সৌবীরের যুদ্ধে আমার পিতা গতাস্থ হন, সৌবীর আমাকে আর আমার জননীকে বন্দী ক'রে কোশল নগরে প্রেরণ করেন, আর তাঁর প্রচুর আজ্ঞাতে আপনি কুমন্ত্রীদের শাসনকর্তা হন। মনোজ্ঞে আমার মাতার পখিনধ্যেই প্রাণত্যাগ হয়।

বিষয়। সঞ্জয় বাজার পুত্র কন্যার কি হ'লো ?

নাগে। তাদের আর কি হবে ? তারা কোশলরাজ্যের অন্তঃপুরেই থাকলো। কোশলরাজ ঘোষণা ক'রে দিলেন, যত দিন না সঞ্জয়-পুত্র পুত্রবৎ হয়, ততদিন সৌবীর তাদের হ'য়ে শাসন ক'রবেন।

বিষয়। তার পর তোমার কি হ'লো ?

নাগে। আজ্ঞে, আমায় কোন্‌দিক্‌ দিক্‌গুণেই দেখাচ্ছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র আমায় আমার প্রাণ একটী বঁচিয়ে, সমস্ত রাজ্যের প্রাণেরও রক্ষা কন আমায়ের অশেষদায়ন।

বিশ্ব। তোমার কি রাজকুমার হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে একজুই বান্ধিত বান্ধিত হয়েছিলেন?

নাগে। আজ্ঞে হাঁ। মিথ্যে ব'ল্‌বো না—রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রথম দর্শনা-বদী আমার প্রতি যথার্থ সৌন্দর্য্যের দোখায় আমুচেন—তিনি আমায় দেখা করে মধ্য ব'লে ডাকেন—আমায় তাঁর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত যথা-যথায় করে থাকি। আমার মনে বড় আশা ছিল, রাজা হরিশ্চন্দ্র, বুদ্ধ রাজার অশ্রাব্যবোধে অস্বাভাব্য হ'লে অবশ্যই আমায় পিতৃরাজ্য আমায় অর্পণ করিবেন—

(উদ্ধ্বাহীতে—হা! হা! হা! পিতৃরাজ্য!)

পাত। একজন, পিতৃরাজ্য বস! আবার বস!

নাগে। আজ্ঞে, কেনই বা না ব'ল্‌বো? যখন ভূঙ্গবীণে আমায় পিঠাই শেষ রাজ্য, তখন নয় কেন? জ্বরায় তথায় রাজ্য হবার আশাও ক'তে পারি। কিন্তু মোড়ের হাত কে এড়াতে পারে? রাজা হরিশ্চন্দ্র কি দেবতা? দেব-তারাও মোড়ের বশ!

বিশ্ব। কেন? হরিশ্চন্দ্র তোমায় কি কিছু আশা দিয়েছিলেন?

নাগে। আজ্ঞে না—তিনি কপট দার্শনিকের ছায়ে দর্শকের নামেই আমায় নিরাশ করে আমুচেন!

বিশ্ব। কিম্বে?

নাগে। আজ্ঞে, তিনি পূর্বে ব'ল্‌তেন “যদিও তুমি আমার প্রাণের মধ্য, কিন্তু তোমার জ্ঞানও অবিচার ক'তে পারিনে—মঞ্জর-পুঞ্জের যথার্থ প্রাপ্য সম্পত্তি কি বিচারে তোমায় অর্পণ করি?”

পাত। এতটী ভাল কথা—এতটী দর্শনিকত—এতে কপট দার্শনিকতা কি?

নাগে। আজ্ঞে, ব'লি নিবেদন করিচ্ছিলাম—পূর্বে পূর্বে ব'ল্‌তেন

সঞ্জয়-পুল প্রাপ্ত-বয়স্ক হ'লেই তারে তার পিতৃরাজ্য দিবেন ; আমি জানি
তব থাকেন ।

বিশ্বা । সে কি অদ্যাপি প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নাই ?

নাগে । আজ্ঞে, বহু দিন হ'য়েছে ।

বিশ্বা । তবে তার রাজ্য সে পেয়েছে ?

নাগে । আজ্ঞে, বয়ঃপ্রাপ্ত হ'তে না হ'তেই বিধাতা তাবে এমন
চিত্ররোগের হাতে মনগণ ক'রেছেন যে, তার দ্বারা রাজকর্মা কি কোনো
সামান্য কার্যও হ'তে পারে না । তাই দেখে আমি আ'জু তিন বৎসর
ক্রমান্বিত প্রার্থনা কা'ছি'য়ে, তবে তো সে রাজ্য আমিই পেতে পারি।
কিন্তু তার উপশমের মিথ্যা স্তোভ দিয়ে আমাকেও বঞ্চিত কা'র'ছেন।
ফল কথা, এমন উল্লর দেশের মারা ভাগ করা বড় কঠিন কথা ।

বিশ্বা । সঞ্জয় পুত্রের ব্যাধি কি ?

নাগে । আজ্ঞে, সে এক পকার পাণের হ'য়েছে ব'লেই হয় ।

[(উদ্ধৃ হইতে করতালির সহিত) —না, না, না, ক'রেছে,
ক'রেছে, ঐ ক'রেছে, ঐ পাপিষ্ঠই পাগল ক'রেছে,
ঐ ধুঁই কি খাইয়েছে !]

নাগে । করতালির সহিত দৈববাণী ! এও কি সম্ভব ? না প্রভু, এ
দৈববাণী নয়—অবশ্যই আমার কোনো বিপক্ষ হবে !

পাত । তোমার বিপক্ষ ধর্ম্ম !

বিশ্বা । সে যা হ'ক, সঞ্জয়-কর্তা কোথায় ?

নাগে । আজ্ঞে, সে শৈব্যা রাণীর অত্যন্ত মেহের পাত্রী হ'য়ে তার
সাক্ষাৎ ছাত্ররূপে কোশল রাজপুরেই আছে । সে এখন পরম রূপবতী
যুবতী । তাই আমি প্রস্তাব ক'রেছিলাম, যখন তার মাতা চক্ৰলমতি
হ'লো, তখন আমার সহিত তার বিবাহ দিয়ে আমাদের উভয়কে উভয়ের
পিতৃসিংহাসনে আরুঢ় করুন !—তাও না !

(উদ্ধৃ হইতে—হা! হা! হা! কি কথা! কি কথা!

অমন পাত্র আর পাবে কোথা!)

পাত্র। চুপ করিয়া দে? বর না? হৃদয়নাথ দৈববাণী হয়, ততবারই তোমার মন যেন আকাশে বুকে যায়, কাণটা কিসে?

নাগে। আজ্ঞে, এ দৈব এক অদৈব বস্তুতে পাঁছ নে! এটা একটু হাস্য; এটা উদ্ভাস; এটা কি দৈব হ'তে পারে? আর এমন পাবএখানে অদৈব সমসাময়িক বা সমুদায়িক, তাও বুঝতে পারবনে!

পাত্র। দৈবও নয়, অদৈবও নয়, এ দেখাচ্ছ তোমারি দৈব! নৈমিত্ত তোমার এত ভর হয় কেন?

নাগে। বিধবানদের প্রতি করযোড়ে—প্রভু যদি এ দায়কে অত্যন্ত দান করেন, তবেই নিস্তার!

বিষা। বৎস! আমার আশ্রমে তোমার চিন্তা কি? ও দৈব! অদৈব যাই হ'ক্, তুমি তাতে ভর পাও কেন?

নাগে। প্রভুর আশ্রমে—প্রভুর সমক্ষে কেনো চিন্তা নাই যত, তথাপি আমরা ক্ষীণমতি মানব—

পাত্র। শুধে, নিষ্পাপ হৃদয় কিছুতেই শঙ্কা করে না—সপাপ হ'লে পাছেই পাতা ন'ড়লেও ভয়!—আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা!—বহুদূর বাগেছ, সব যদি সত্য হ'তো আর যতটুকু বাঁধতে অবশিষ্ট, তাও যদি ধর্মমূলক হ'তো, তবে কদাচ তুমি সশঙ্কিত হ'তে না! আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা! (পরিক্রমণ)

বিষা। সে যাই হ'ক্, সঞ্জয় রাজার কথার সহিত তাঁর সিংহাসন প্রার্থনা ক'লে, তাতে হরিশ্চন্দ্র কি ব'লেন?

নাগে। আজ্ঞে, তিনিতো এমনি জানালেন, যেন তাঁর তাতে অমত ছিল না, কেবল রাজী শৈল্যের অসম্মতি জন্মই পা'লেন না।

বিষা। রাজার অনিচ্ছার কারণ কি?

নাগে। আজ্ঞে, তা জান্বো কিসে? আমার প্রতি তাঁর বিরূপ হবার কারণ তো ভেবে পাইনে, তবে সঞ্জয়-কুমারী কমলা যদি

জনপদেও নানা কথার সন্মেলন করে থাকেন, আর রাজাকেও দিনে
পাকেন তাই বলে গরিব।

বিশ্বা। তার পর?

নাগে। আজ্ঞে, তাঁদের গ্রাম এ পর্যন্ত বুঝলেম, যে, যাদব আমার
পিতৃ-দোষ যথার্থ হয়, আমার অপরাধ কি? তা শুনে রাণী নীদব জিলেন;
রাজা বলেন “সখা, এখন কিছু দিন এ প্রস্তাব স্থগিত রাখা” আমি
নিকপায়। কিন্তু এত দিনে বিধাতা যাক এ অন্যথের প্রতি সদর হ'লেন—
এতদিনে স্বার্থপর রাজার হস্তে মুক্ত করে এই নিরস্ত্রকে বিধাতা দয়াময়
স্বর্গীয় রাজর্ষির পদাশ্রয়ের অধীন করে দিলেন! প্রভো! আজ আমার
নতন আশার উন্নয়নে মন নেচে উঠছে! শুধু আমি বলে নয়, এত দিনে
এই দেশের ভারতর সকল রাজা, সকল প্রজা, সকল সমাজ যে অবিচার
আর ককণা পাবে, ককণাসুদ্ধ ভগবান তারির উপায় করে দিলেন!
নৈলে যে রাজ্য, তুণের ছায় রাজত্ব-পদকে তুচ্ছ ভেবে একবার
সে সব পরিত্যাগ করে ব্রহ্মপাদ গ্রহণ করেছেন, তিনি যে আবার
স্বহস্তে সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তার অর্থ কি? সে কি কেবল
বহুমতীর গাপ, তাগ, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতি ছক্কতি ভারমোচনের
জন্ত নয়?

বিশ্বা। (সহাস্তে) বৎস! তোমার কথায় অত্যন্ত প্রীত হ'লেম;
কিন্তু তোমার ভ্রান্তি হ'য়েছে। আমি সাম্রাজ্যভার গ্রহণ ক'লেম বলে
স্বহস্তে যে রাজদণ্ড ধারণ আর সঞ্চালন ক'লো, ইতি স্বপ্নেও ভেবোনা!
একবার যখন সে মায়া কাটাতে পেরেছি, আর কি তাতে জড়ীভূত
হই? হরিশ্চন্দ্রের শাসনের নিমিত্ত যদিও আমি তার রাজ্য গ্রহণ কর,
আমি কি আর স্বয়ং রাজকাৰ্য্য ক'লো? উপযুক্ত প্রতিনিধিনিয়োগ
দ্বারাই তা দিচ্ছি হবে।

নাগে। (স্বগত) শুধু যে ক্ষুদ্র তুঙ্গদীপের আশা নয়—আশা যে
আরো বাড়ি! (সোৎসাহে প্রকাশে) প্রভো! কিরূপ ব্যক্তির প্রীতি
সেই রূপটি হবে, তা কি এ দাস সাহস করে জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে পারে?

বিশ্বা। (সহাস্তে) কিরূপ প্রতিনিধি, এই তোমার জিজ্ঞাসা

কেন, যে ব্যক্তি জাতিতে ক্ষত্রিয়, মন্ত্রদ্বন্দ্বীয়া, সচ্চরিত্র, যোদ্ধা, রাজকাণ্ড-কুশল—যে ব্যক্তি আমার নিত্যস্থ নশে থাকবে—যে ব্যক্তি হরিশ্চন্দ্রের পক্ষ নয়—যে ব্যক্তি তারে মারিবে ও না, দরও করিবে না; এমন ব্যক্তি হ'লেই হ'লো।

পাত। কেন প্রভো! ব্রাহ্মণে কি রাজকার্য্য চাহিতে পারে না? ব্রাহ্মণ কি কখনো রাজা হয়নি? আপনি রাজর্ষি, আপনার প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ না হ'লে কি ভাল হয়?

বিদ্যা। (সহাস্ত্রে) ত'লে তো ভাল হয়—তেমন ব্রাহ্মণ কৈ?

পাত। আমরা এত শিষ্য শাখা আপনার জন আছি; এর ভিতর কি কেউ পাপীন্দ্রো না? তবে আর কেন ছাই এত কাল রাজনীতি দণ্ডনীতি গুলো পাড়ে মরা গেল?

বিদ্যা। (সহাস্ত্রে) যুদ্ধ কর্ত্তে পারিবে?

পাত। কেন? সেনাপতি তবে কি জ্ঞাত?

বিদ্যা। যদি সেনাপতি ম'রে যায়, কি সেনাপতি নিকটে নাই, এমন সময়ে হঠাৎ যদি কোনো শত্রু এসে চড়াও হয়, তখন কি হবে?

পাত। শত্রু আর কে? ক্ষত্রিয় জাতি তো? তার জন্ত প্রভু ভাববেন না।

বিদ্যা। কেন?

পাত। আজে, তেমন তেমন দেখিতো বেটাদের হাতে গে পৈতে জড়িয়ে প'ড়বে—আমাদের (পবিত্র প্রদর্শন) এই যে অস্ত্র, এ ব্রহ্ম অস্ত্র, এর কাছে এগোয় কার সাধ্য? সে বেটাদের কি নির্য্যাস হবারও ভয় নেই?

বিদ্যা। (সহাস্ত্রে) আর যদি ভেছে শত্রুই হয়—তারা তো ব্রাহ্মণ ব'লে মান্বে না?

পাত। (মুহুরেরে) ও সব না দেবার গা!—(প্রকাশে) প্রভুর যারে ইচ্ছা দিবেন; তবে কিনা, অচেনা লোককে বুঝে শ্রুকে বিবেচনা ক'রে কথা উচিত।

পত্নী মেরূপ প্রতিনিধির কথা আছে ক'ছি'লেন, তেমন

ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চিতম জ্ঞাত কি দেশ বিদেশে ঘোষণা দেওয়া হবে? না, গোপনে কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তি অমুগ্রহাধীন হ'তে পারিবে?

বিশ্বা। যদি সহজে পাওয়া যায়, তবে ঘোষণার প্রয়োজন কি?

নাগে। (কাম্পগঙ্গাদম্বরে করযোড়ে) প্রভু দাসকে অভয় দেন তে—
একটা কথা—

বিশ্বা। স্বচ্ছন্দে বল?

নাগে। এ দাস কি যে কৃপা-কটাক্ষের আশা করতে পারে না?—
এ দাসের জন্ম ক্ষত্রিয় কুলে, এ দাসের পিতা ছত্রবারী—

(উদ্ধ্বাহইতে—হা! হা! হা! ছত্রবারী!)

নাগে। কিছুকালের নিমিত্ত তুমি রাজা ছিলেন বটে; অতঃ পরে মহাভ
তো ছিলেন, সুতরাং এ দাস মহাদেশ্য আশ্রয় হো'তে পারে। তার
পর সচ্চরিত্রতা—তা আমি আর নিজ মুখে কি জ্ঞাপন করি, প্রভুর
সমক্ষেই রাজা হরিশ্চন্দ্র “সখা” ব'লে ডেকে যেনেন, হস্তাক্ষর হ'লে কি
মহারাজা হরিশ্চন্দ্র সেরূপ সম্বোধন করেন?

(উদ্ধ্বাহ—হা! হা! হা!)

হায়্ মরি কি প্রাণের সখা—

সাম্নে চরণ ধূলি মাখা—

সাম্নে বচন “তোমার আমি—

“ম'কৌ আমি, মা'লে তুমি!”

পেছন্ ফিলেই ছোবল মারা—

চোরা বিষের বিষে পোরা!

দুধ কলা হায়! বত খাওয়া;

বিষ দাঁত তত বেড়ে যাওয়া!

নষ্ট নাগের দুই ধারা—

যার খাওয়া তায় প্রাণে নারা!!

নাগে । (ত্রস্ত উচ্চৈঃ) প্রভু, এবার আমি চিনিছি—ঐ ছড়াতেই
এবার ধরা পড়েছে—এ আর কেউ না, সেই থগা—“থাওয়া যাওয়া”
ধরণের বুলি আর কারো না—এ সেই থগা পাগলা !

বিশ্বা । পাতঞ্জল ! দেখ তো, কে কোথা হ'তে একটা ক'চ্ছে ?

পাত । (পরিক্রমণ ও উচ্চৈঃ দৃষ্টিপূর্বক) কৈ ? কোথাও তো কেউ
নেই । (পুনঃ পরিক্রমণ) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ যে—কদম্ গাছের ঐ উঁচু ডালে
মালা গলায় পা মেলিয়ে দিয়া দোল খাচ্ছে বটে !

(উদ্ধ' হইতে)

কদম্ গাছের উঁচু ডালে ;
মুচ্কি মুচ্কি হাসি গালে ;
বন্ ফলের হার ছুলিয়ে গলে,
দোল্ দোলা দোল্ কালা দোলে !
কালীয় নাগকে দ'ল্বে ব'লে,
দোল্ দোলা দোল্ কালা দোলে—
নাগার বন্ এই থগা দোলে ! !

বিশ্বা । পাতঞ্জল ! ওরে অবতরণ ক'ন্তে বল, ভয় দেখিও না—মিষ্ট
কথায় বল !

পাত । (উদ্ধম্বে) ওহে ভাই চিকণ কালা—ওহে ভাই নাগার বন্
থগা—ডাল্ ছেড়ে একবার ভ্রমায় এস দেখি ?

(উদ্ধ' হইতে)

তলায় এখন যাওয়া দায়—
নাগার নিশ্বেস 'লা'গ্বে গায় !

নাগা, তুমি থগা, তবে আর ওরে তোমার ভয় কি ?

(উদ্ধ্বাহিত)

ছোবল ঢাকা, লুকিয়ে থাকা, ঢেলে দেওয়া বিষ !
(সেই) বিষে জরী, জ্যান্তে মরা, কি ছলুনি ঈস !
কেউটের বিসের চেয়ে ওটার কি কুচুটে রিস—
হায়, কি কুচুটে রিস ! !

পাত । (স্বগত) না বলছে তা মিছে নয়—নাগেশ্বরের অকৃতি প্রকৃতি
যা দেখছি, নামের সঙ্গে কিছু মাত্র অমিল নয় ! নৈলে প্রতিপালক সখার
প্রতি এই ব্যবহার ! (প্রকাশ্য) বলি, এখনতো ও লুকিয়ে নেই—তায়
আবার আমরা এখানে আছি—তবে আর তোমার ভয় কি ?

(উদ্ধ্বাহিত)

সাম্নে কি ভয় ? সাম্নে কি ভয় ?

সাম্নে খগা, পাওয়া নাগা, দেওয়া যমালয় !

পাত । তবে আর কি ? নেমে এস—

খগে । (নামিতে নামিতে) এঠতো নামা—ঋষি আস্র, এই তো
যাওয়া—কেন না যাওয়া ? ঋষির কাছে অবশ্যই যাওয়া—সত্যইতো, এখন
তো নাগা লুকিয়ে না থাকা—এখন ওরে চিবিরে খাওয়া—কি বুকের পাটা,
এখানে খগরাজ থাকা, তবু যার ছদ কলা খাওয়া, তারেই ছোবল মারা !

[খগেন্দ্রের অবতরণ, প্রবেশ ও সাক্ষাৎ প্রণাম]

বিশ্বা । গায়েথান কর—কে তুমি ?

খগে । (উত্তিগা) খগেন্দ্র আমি ।

বিশ্বা । তোমার নাম কি সত্যি খগেন্দ্র ?

খগে । নাম ? আমার নাম ? আমার নাম হওয়া—ঐখগেন্দ্রচন্দ্র
নাগাস্তকা !

পাত । (সহাস্ত্রে) নাগেশ্বর আর খগেশ্বর, এ কাব্য মন্দ নয় ! রাজ
রাজ্জাদের সংসারে কত প্রকারই থাকে—বাপ !

খগে । (দোড়িয়া পাতঞ্জলের পদমূল গ্রহণ পূর্বক)

২য় গর্ভাস্ক] হরিশ্চন্দ্র নাটক ।

১৭

যানো হওয়া—আপনি ঠিক বোঝা—(অন্ন নৃত্য ভঙ্গীতে) টিপে না—
বিদ্যাও মিলিয়ে দেওয়া—ঐ নাগেশ্বর আর এই (স্বীয় হাফে) মার করা-
দাত) খণ্ডে! আর এই থানি (বাটীহু অসি নিষ্ক্ষেপ) মার করা চকু
হওয়া—ইইতেই নাগাকে (দন্ত কড়মড়ি ও অসি আঘাত) খণ্ড খণ্ড
করা—খণ্ড খণ্ড করা—গরুড়ের ঠোঁটে মাপের মতন খণ্ড খণ্ড করা—শীঘ্র
করা—শীঘ্র করা—শীঘ্র করা!!

নাগে। (সভয়ে পাতঞ্জলের পার্শ্বে গমন পূর্বক) প্রভু দেখছেন না,
পাগল যে তলোয়ার কাটক—

পাত। (পরিভ্রমণ পূর্বক) ও কি? তা বলে কুমি আমার
কাছে এস কেন? কাটি তোমার কাটুক—তোমার কি লক্ষ্যহত্যারও ভয়
নেই—তোমাকে না বেগে বাদ আমার গায় লাগে?—তোমারতো তলোয়ার
আছে, খোল না কেন?

নাগে। আমি কি পত্নদের সমক্ষে অশিষ্টাচার দেখাতে পারি?

থগে। (দন্ত কড়মড়ি পূর্বক) ওরে ভীক! আজ ভয় না থাকা—তোরা
এখনো কালপূর্ব না হওয়া—বর্দিন দম্মরাজ হরিশ্চন্দ্রের অন্তমতি না হওয়া,
বর্দিন বাঁচা—বর্দিন বাঁচা—তাইতে বাঁচা! তা! হা! হা! (চতুর্দিকে
দৃষ্টি) কৈ? দম্মরাজ হরিশ্চন্দ্র কোথায় যাওয়া? দম্মরাজের তব্বে আসা,
অদম্মরাজের দেখা পাওয়া—রাজ্য নেওয়া—নাগের রাজ্য হওয়া—মার!
মার!—কৈ, দম্মরাজ কৈ?

[বেগে প্রস্থান।]

পাত। জ্ঞানও তো বিলক্ষণ আছে। কেবল বোধ ভালো, এক বিষয়ে
মনকে অনেকক্ষণ গুর রাখতে পারে না।

নাগে। আজ্ঞে, ঐ পাগলের কথা কে আপনি দৈববাণী ভেবেই তো
আমার সর্কনাশ ক'চ্ছিলেন!

পাত। আর তোমার আক্ষেপ কেন? কঠোর তপস্যাতেও যা না
হয়, তুমি অনায়াসে সেই রাজাধিরাজের হরিশ্চন্দ্রের সিংহাসন তো

নাগে। (করযোড়ে) ঋষিরাজ! আপনি অধমের প্রতি পরিহাস ক'চ্ছেন—এত ভাণ্ড কি আমার হবে?

বিষ্ণা। (সহাস্ত্রে) আচ্ছা, তুমি এখন যাও, আমি অবিলম্বে রাজধানীতে গিয়ে যা ভাল হয় ক'রে আ'সছি—বোধ হয় তোমাকেই মনোনীত ক'র্কো!

নাগে। (সাষ্টাঙ্গে অবলুষ্ঠন পূর্বক) প্রভু দয়াময়, প্রভু দীনপালক, প্রভু পতিতপাবন—অধমতারণ! কিন্তু নিজ গুণ দয়া কর্ণে ন তো আর সম্বোধনলে দণ্ড ক'র্কেন না—শ্রীমুখের স্পষ্ট আজ্ঞা শুনে কৃতার্থ হই!

বিষ্ণা। আচ্ছা তোমাকেই—

পাত। আজ্ঞে—আজ্ঞে—এখনি আজ্ঞাটা—নাই বা—

নাগে। আজ্ঞে, না প্রভু, আর বাধা দিবেন না, প্রভু মুখে “তথাস্তু” বাক্য শুন্লেই এ দাসের জীবন সার্থক হয়—

বিষ্ণা। তথাস্তু!

নাগে। প্রভু, আমার এমন বাকশক্তি নাই, যাতে মনের গূঢ় কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি! (প্রণত) কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা ভিক্ষা না দিলে এ রাজ্যলাভও বিফল হয়।

বিষ্ণা। কি বল?

নাগে। আজ্ঞে, সজয়-রাজকুমারী কমলাকে ভিক্ষা দিতে হবে!

বিষ্ণা। সে কথায় আমার কথা কওয়া অমুচিত—তারে সম্মত ক'র্তে পার ভালই! এখন তুমি নগরে যাও—

নাগে। আজ্ঞে, আমার আর রাজপুরে যাওয়া এখন ছকর—ও এমন পাগল নয়, এখনি গে সব ব'লে দেবে! অমুনতি হয় তো এই আল্পমে থেকেই শ্রীপাদপদ্মের সেবা ক'রে জন্ম সফল করি!

বিষ্ণা। তথাস্তু!

পাত। (স্বগত) শেষ থা'ক্লে হয়!

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্তীক।

রাজাস্ত্র:পুর—কমলার গৃহ।

(কমলা পুষ্পমালা গ্রহণে নিযুক্ত।)

কম। (স্বগত) আর সব তো ভালো, কেবল অনঙ্গদেবের শরাসান আর তুণে রঙ্গন ফুলের বাণ কটা শরাতে পা'ল্লেই হয়। মল্লিকে বড় কুড়ে গোটাকত রঙ্গন তুলে আ'স্বে গেছে এ যুগে নয়! কি হয় তো মল্লি-পরা বসন্তের সঙ্গেই বা উদ্যানে দেখা হ'য়েছে—তা হয় তো সঙ্গত—তাকে কেই বা কুড়ে না হয়!—

[মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লি। আনি কুড়ে? তা বটে—

কম। এলে—তবু ভাল! আমি বলি, বসন্তরাজ বুঝি তোমার যথার্থই মল্লিকে ফুল ভেবে উদ্যান থেকে আ'স্বে দিচ্ছিলেন না!

মল্লি। আ'স্বে দিন্ আর না দিন্, আমার এই বা'লে ভৎসনা ক'চ্ছিলেন, “কমলাকে কোথায় রেখে এলে? প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা যেই এই পুকুরের কমল মুদিত হয়, অগ্নি তোমাদের সোণার কমল বন আলো ক'রে বেড়ান, আ'জ্ কেন এলেন না?”

কম। আরে ভাই সেতো মুখের অমুরাগ—লোকে কেবল দূরে থেকেই কমলকে দেখে থাকে, মল্লিকে ফুলকে যেমন গগায় গোঁ পলে, কমলকে সঙ্গে কি তত ঘনিষ্ঠতা?—এখন দাও, রঙ্গনের কণ্ঠেই দাঙ্গ হ'চ্ছে না।

(রঙ্গন ফুল গ্রহণ ও গ্রহণ) এখন বল দেখি, আ'জ্ কি সত্য সত্যই আমার বসন্ত এসেছিলেন?

মল্লি । হ্যাঁ ভাই এসেছিলেন—সতাই তোমার কথা আমি ক'রেই
জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম !

কম । অন্তর্গৃহীত হ'লেম—কিন্তু আ'জ্ ভাই যাই কেনন ক'রে ! আ'জ্
রাজা রাণীর বসন্তোৎসব—নানা উদ্যোগ ক'র্ন্তে হ'চ্ছে বিশেষ ফুলের যত
আয়োজন, আমার উপরেই ভার ; তা ব'য়েনা কেন ?

মল্লি । তা কি আমি বলিনি ? কিন্তু তিনি ব'য়েন, “রাজা তো রাজ-
ধানীতে নাই—কদিন ধ'রে মৃগয়া ক'র্ন্তে গেছেন—উৎসব ক'র্ন্তে কে ?”
একথা তিনি মন্দ বলেন নি, আমিও বিকেল থেকে তাই ভাবছি ।

কম । রাণীর কাছে যে রাজা স্বীকার ক'রে গেছেন, যেখানে থাকুন,
উৎসবের মধ্যে আ'সবেনই—এখনো সময় যায়নি—

মল্লি । ঐ শোন, গীত হ'চ্ছে—হয় তো তিনি এলেন—

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান ।

যাতনা সহেনা, সহেনা ; (সহি)

আশার প্রবোধ আর অবোধ মন মানেনা ।

শুনেছি নিদাঘে সখি,

চাতকী নীরদ-মুখী ;

নিদয় নীরদ নাকি,

ওগো, তথাপি বারি বর্ষে না ! ১ ।

আমার সে নব ঘন,

কভু তো নহে তেমন—

নীতল বারি মিলন—

তাতে, বঞ্চিত কভু করে না ! ২ ।

আ'জ্ সে জীবন-কান্ত,

কেন সখি, হ'লো ভ্রাস্ত ?

তা ভেবে প্রাণ নিতান্ত,

বুঝি, এ দেহে আর রয়ে না ! ৩ ।

মল্লি। ভুলিছি বোঁক! তিনি যদি পিতার মত নিয়ে আমার মন নিতেন, তবে আর এমন হ'তো না ।

কম। তুমি যে ভাই হুংখের সময় হাসা'লে—প্রেম কি না বাপের মতের জগে ব'সে থাকে ?

মল্লি। তাও বটে!—আমার ভাই মাথার ঠিক নাই—দেখ না কেন, যে কথা রা'তদিন জপমালা, তাতেই এই ভুল! সে যা হ'ক, তবে নাকি তুমি প্রেমের তত্ত্ব জান না ?

কম। প্রেমের তত্ত্ব ভাই কে না জানে ? দেখে শুনেও কি জা'ন্তে পারে না ?

মল্লি। এ তো দেখে শুনে শেখার মত কথা নয়, এ যেন ঠিক ঠেকে শেখার মত!—আচ্ছা সখি! তুমি সত্য ক'রে বল দেখি, কারোর প্রতি তোমার যথার্থ প্রেম কি হয়নি ?—চুপ ক'রে রৈলে যে ? (চিবুক ধারণ পূর্বক) কৈ দেখি, চন্দ্রবদনখানি একবার ভাল ক'রে তোলো দেখি—তবে কি তুমিও বাধা প'ড়েছ ?

কম। না—সখি—

মল্লি। আবার “না” কেন ? আমি তোমাকে মন প্রাণ সকলি খুলে দিই—আবার কাছে তোমার লজ্জা !

কম। না সখি, লজ্জা নয়—আমারো মন বাধা প'ড়েছে সত্য—কিন্তু—

মল্লি। “কিন্তু” কি ? যখন বাধা প'ড়েছে, তখন আর কিন্তু টিক নেই ! এখন বল, কোন্ ভাগ্যধরের কপাল প্রসন্ন হ'য়েছে ? এমন অমূল্য নিধি কাস্ কপালে না'চছে, আমতো ঠাউরে পাহানে!—বল, শাস্ত্র বল, কে ?

কম। সখি পুরুষ নয় !

মল্লি। পুরুষ নয় ! সেকি ?—তাই বল যে মাফুস নয়, দেবতা !

কম। না সখি, তা নয়, এই যে ব'লেম পুরুষ নয়—দেবতারাও নো পুরুষ !

মল্লি। পুরুষ নয় ! তবে কি মেয়ে ? সেকি ? মেয়েতে মেয়েতে সহস্র ভাব থাক, তাকে কি প্রেম বলে ?

কম। এ তেমন ভাব নয় সখি, তেমন ভাব নয় ! তুমি যেমন ব'লে—

মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন, সব সমর্পণ—সেই দান, সেই জ্ঞান, সে ভিন্ন জগৎ শূন্য—এ ভাই সেই প্রেম! ফল কা' মণি, আমি পুরুষের জন্তে জন্মাই নি; পুরুষের সম্পর্ক রাখবো না—পুরুষকে যে ভালবাসতে হয়, তা কখনই জা'নবো না; ভিনিই আমার সব—আমি তাঁতেই আপনার আশ্রকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি—আমি তাঁর চরণেই জন্মের মত বাধা প'ড়েছি। যদি তাঁর কাছ থেকে বল ক'রে কেউ আমাকে বিচ্ছিন্ন করে, তবে বারিহীন মীনের যে দশা দেখেছ, আমার ঠিক তাই হবে!

মল্লি। (নাসাগ্রে অশ্লীলদানপুষ্পক) অবাক! তুমি বে ভাই অবাক ক'লে! এমন কখনো শুনিও নি—কেউ কখনো অনাবরণ না! তুমি বীর কথা ব'ল'ছো; এখন তা বুঝেছি; আগে ভাবতাম তাঁর তুমি গুব ভাল বাবা এই পয়সা; কিন্তু এমন অসম্ভব ভাবাবাসনা, তা স্বপ্নও ভাবান!

কম। (সহাস্তে) কে বল দোখ?

মল্লি। আর কে, শৈব্যা রাণী, না?

কম। বুঝেছ, আর ব'ল'বো কি! এ আমার বড় গুপ্ত কথা—এ তুমি ব'লেই শুভ পেলে, আর কারোকে কি ফুঁতে পার? ফুঁতে লোকের হয় পাগল ব'ল'বে, নয় ভাব'বে, ইনি বড় লোকের মনযোগানে কথা ব'লে বশ ক'ঠে চান।

মল্লি। তা আর তোমাকে কারো ব'ল'তে হ'চ্ছে না—অন্ত হ'লেও এক দিন শোভা পেতো! ভাল, তোমার বে হ'লো কি ক'লে?

কম। বে? আমার আবার বে' কার সঙ্গে? আমার বে রাণীর চরণের সাঙ্গাই!

মল্লি। কমল! তুই বলিস কি? বে ক'র্কিনে?

কম। কদাচ নয়—এ ভ্রমে তো কখনই নয়!

মল্লি। আচ্ছা, যদি এমন হয়, যে, তোমার বর তোমাকে রাণীর কাছ থেকে ছাড়াবন না, তবুও কি বে কর না?

কম। তাতেও না! আমি যখন স্বামী প্রাপ্তি পূর্ণ মাত্রায় মন প্রাণ দিতে পা'কোঁ না, তখন স্বামী গ্রহণ করা তাঁর প্রতি প্রতারণা মাত্র!।

মল্লি। কিছুতেই বে ক'র্কো না?

কম। না, রাজা আসেন নি—তা হ'লে অমন ভাবের গান হ'লে না—রাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হ'য়ে। আপনার মনের ভাবের মত গান গাইতে হয় তো গায়কাদের আদেশ ক'রেছেন, তাই স্নান গান হ'চ্ছে। যাই হ'ক্ (সহাস্যে) রাজা যদি নাই আসেন, তবে আমাদের আয়োজন বিফল হবে না—তবু আমরা “মল্লিকা-বসন্তোৎসব” ক'র্ত্তে পার্কোঁ!

মল্লি। নেও মেনে ভাই, মিছে কথায় জালিও না। (দীর্ঘ নিশ্বাস) একে মশ্য-পোড়ায় গুড়ে ম'চ্ছে—মড়ার উপর খাড়ার ঘা দেও কেন! বলে “কোথায় বা কি, পাত্তা ভাতে দি!”

কম। কেন গরম ভাতের আর অপেক্ষাই বা কি?

মল্লি। না অপেক্ষা আর কিছুই না—কেবল চা'ল্ আর আগুন নেই! খাটবে দিতে পা'ন্তে, যা হ'চ্ছে ঠাট্টা ক'ত্তে শোভা পেতো!

কম। আমি আর কি ক'কো ভাই? রাণীকে যতদূর বলবার তা বলিছি—তিনিও স্বীকার পেয়েছেন, মন্ত্রী মহাশয়কে এবার নিজে অনুরোধ ক'রে দেবেন!

মল্লি। ব'লতে পারিনে, রাণীর কথাতে যদি হয়, নৈলে হবার তো কোনো লক্ষণই দেখিনে!

কম। তাই তো, কি আশ্চর্য্য! তোমার জায় সর্বাঙ্গ-সুন্দরী, সঙ্গপুণে গুণবতীর সঙ্গে ছেলের বে দিতে পার এত আপত্তি যে কেন, কিছুই বুঝতে পারিনে। তুমি এর কিছু নিগূঢ় পেয়েছ?

মল্লি। (দীর্ঘনিশ্বাস) এত দিন পা'হিনি, আ'জ্ পেয়েছি—আ'জ্ বসন্তের মুখ দে ব্যস্ত না কারে ছাড়িনি—

কম। কি শুনলে?

মল্লি। যা শুনলেম, শুনে ঘূণার আর প্রাণ রা'খতে ইচ্ছা করে না!

কম। এত দূর? কি বল দেখি শুনি?

মল্লি। ওরে ভাই, শুনবে আর কি? বুঝতে পা'চ্ছে' না—আমি রাজার একজন ছুখী জ্ঞাতির মেয়ে বৈ তো না, আমার সঙ্গে বে দিলে রাজা যদিও ধন রত্ন দেন, একটা রাজ্য পণ তো দেবেন না! সৌবীর এখন তোমার বাপের রাজ্যের রাজা ব'লেই হয়; বিশেষ তুঙ্গবীপের কাছাকাছি

আমার একটি রাজ্যও নাকি সৌবীরের হ'য়েছে। মন্ত্রী মহাশয়ের মনেও
ভাব, সৌবীরের মেয়ের সঙ্গে বে দিয়ে বসন্তকে সেই দেশের রাজা ক'রে
দেন—বসন্ত তার ঘোর প্রতিবাদী, স্পষ্ট “না” বলেছেন, বাপের পায় ধ'রে
দিশ্বর কঁদেছেন ; মাকে দিয়েও কত বলিয়েছেন ; তবু তাঁর দৃঢ় পণ !

কম। কিন্তু রাজা—

মন্ত্রী। রাজা এত কথার কিছুই জানেন না, বিশেষ মন্ত্রী আর সৌবীর
হুজুরের অমরোপদে প'ড়েছেন—

কম। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চিত ব'লছি, রাণী সে অমরোপদে
রাখতে দেবেন না—সে বিবাহ কখনই হ'তে দেবেন না !

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক) একজন কবি লিখেছেন, “আশা
বড় বন্ধু অসময় !” তুমিই দয়া ক'রে সেই অসময়ের বন্ধুর সঙ্গে আমার
আলাপ পরিচয় ক'রে দিচ্ছ—এখন সেই ছরাশার উপরই আমার মরণ
বাচন নির্ভর—দেখি, তুমি আর তিনি হুজুরে অভাগিনীকে ক'দিন আর
বাঁচিয়ে রাখতে পার ? •

কম। সখি ! তোমার কথা শুনে বে গা কঁপে উঠে—তবে কি সখি,
প্রেম এমি ভয়ানক বস্তু ?

মন্ত্রী। সাক্ষাৎ বিষধর—সাক্ষাৎ অপদেবতা ! আহা ! আহা ! তোমার
শাই মা গল্প ক'রেছিলেন শোননি ? তাঁর স্বামী ভূতের ওবা ছিলেন, ছ
তিনটে ভূত তাঁর পোষা ছিল—তাদের যখন যা ক'র্ত্তে ব'লতেন, তারা
তখন তা ক'র্ত্তে—তাদের স্তনে তাঁর নাম, যশ, সুখের সীমা ছিল না !
কিন্তু দৈবাৎ একদিন আত্মসংসার ভুলে অমানবদান ছিলো, অমি তিন
টেতে প'ড়ে তাঁর ঘাড় মুড়ড়ে খিড়কা পুতলা প'ড়ে গ'লো—হুজুর
গিছলো ! প্রেমেও তেঁজ ভা'লো—সেই হ'লেই হ'লো—হুজুর
জন্মে বা'ন্বের যত জন্মেই হ'লো, সেও হ'লো—অমরোপদে ক'রে
রাখে ; কিন্তু একটু আত্মসংসার ভুলে অমানবদান হ'লেই হ'লো
ভেঙে দেয় !

কম। তোমাদের পক্ষে তা বাঁটলো কৈ—তোমরা তো আত্মসংসার
ভোলনি ?

কম। কিছুতেই না—

মল্লি। তবে নাগেশ্বরের দশা কি হুপে?

কম। এইবার আমি এ ঘর থেকে চ'ল্লেম!

মল্লি। না, না, না—বলি রাজা যদি নিজে অনুরোধ করেন?

কম। তিনি তা ক'লেন না—ক'ল্লেও সে অনুরোধ থাকবে না! রাজা যদি বলেন মর, তা এখনি পারি, কিন্তু উটী পা'ক্কে না!

মল্লি। আচ্ছা, রাণীই যদি বিশেষরূপ অনুরোধ করেন?

কম। কখনই না—তিনি যে দিন তা ক'লেন, আগুনও সে দিন শীতল হবে!

মল্লি। ভাল, কথার কথা ব'লুছি, যদিই তিনি বলেন?

কম। তবে ক'লো—কিন্তু বা'চবো না!

মল্লি। ও মা সেকি? এমন তো কখনো শুনিনি—

কম। চুপ কর ভাই, রাণী আ'সছেন!

মল্লি। কৈ পায়ের শব্দ, কি গহনার শব্দ, কি ধূলোটি নড়ার সাড়া শব্দও পা'চ্ছিনে, তবে কেমন ক'রে জানলে রাণী আ'সছেন?

কম। কান এখনো শুন্তে পা'চ্ছেনা, কিন্তু আমার প্রাণ টের পেয়েছে!

মল্লি। তুই পাগল হ'লি নাকি?

কম। আচ্ছা, দেখই না কেন, রাণী এখনি আসেন কিনা? যেই এখানে আসবার জগ, তাঁর ঘর থেকে তিনি বেরোন, আমি আমি টের পাই—এখনো তিনি মাঝামাঝি পথে!—না সখি, বুঝি আবার কিরে গেলেন!

মল্লি। কিসে জানলে?

কম। আমার জুপিও আগে যত কা'পছিল, এখন তত নয়—ইহুতেই বুঝ্লেম!

মল্লি। কীপে কেন?

কম। কে জানে ভাই? “মাথার টনক নড়ে” এই যে একটা কথা আছে, এ ঘেন তিক্ত তাই! আমি যেখানে থাকি না কেন, রাণী আমার কাছে আসবার আগে থেকেই আমার বুক ঘেন কেমন করে—ভয়ে নয়,

অল্প ভাবেও নয়, উৎসাহে কি আত্মদে যেমন হয় তেমনি—আবার রাণী যখন আমার কাছ থেকে চলে যান, তখন প্রাণে যেন টান পড়ে—চুষুক পাপর আর লোহাট যেন আকর্ষণ শুনেছ, এ যেন ঠিক তাই ! তিনিও তো দেখতে পাও, আমায় কত স্নেহ দয়া ক'রে থাকেন ! ফল কথা, হৃৎকনের অন্তরের ভাবে কেমন এক রকম আশ্চর্য্য মিল, কেমন এক রকম যে কি, তা বলতে পারিনে—কিন্তু কিছুতেই তার অদ্ভুত শক্তির হাত এড়াবার যো নেই !

মল্লি। সাংঘ্য নাকি ?

কম। আমি যত মিথ্যা বলবার লোক, তা কি তুমি জান না ?—ঐ তিনি আবার আ'সছেন !

মল্লি। কেন, আবার তোমার বুক কি তেমনি ক'রে কাঁপছে ?

কম। ই্যা—ক্রমেই বা'ড়ছে ; তিনি এলেন বলে—কাঁপে ! ক, কেমন এক রকম করে তা বুঝতে পারিনে ! আবার তিনি প্রকুল কি অপ্রকুল মনে আসেন, আমি আপনার হৃদয়ের বেগে তা পর্য্যন্ত টের পাই !

মল্লি। আচ্ছা, এখন স্থখী কি দুঃখী হ'য়ে আ'সছেন বল দেখি ?

কম। অত্যন্ত দুঃখিত মনে আ'সছেন !

মল্লি। আচ্ছা, আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা ক'রে এর পরক দেখছি ।

[রাণীর প্রবেশ]

রাণী। কিসের পরক মল্লিকে ?

মল্লি। আমাদের একটা পরক আছে—আচ্ছা, আপনি একবার এট দিগে আ'সতে আ'সতে পথ থেকে কি ফিরে গিচ্ছিলেন ? না, একেবারেই আ'সছেন ?

রাণী। না, আ'সতে আ'সতে একবার ফিরে গিচ্ছিলাম ।

মল্লি। ওপো ! কমল তবে মানুষ নয়—ও অন্তর্গামী—ওরে আমার চিস্তে পারিনে !

রাণী। কেন ?

মল্লি। আপনি এখানে আসবার জন্তে যখন আপনার ঘর থেকে

পা বাড়িয়েছিলেন, ও তখনি তা টের পেলে; আবার আপান মার পথ থেকে যে ফিরে গেলেন, তাও ও ব'ল্লে; আবার এই-যে এবার এলেন, তাও স্পষ্ট ব'লে দিলে! ও বলে কি, যখন আপনি ওর কাছে আসেন, দূর হ'তেই আত্মাদে ওর বুকের ভেতর কেমন কর্তে থাকে—তাইতে নাকি ও টের পায়! আবার যখন আপনার ভাবনা চিন্তে থাকে, কি মন স্বচ্ছন্দে থাকে, তাও আপনার আত্মার আগেই নাকি জা'ন্তে পারে—

রাণী। এখন আমার কি ভাবে আসা তাও কি কমল ব'লেছে?

মল্লি। ওতো ব'ল্লে আপনি খুব চুখিতা আছেন!

রাণী। কমল রে! তবে তুই সত্যিই আমার বাপার বাণী—আমার প্রাণে যে কি হ'চ্ছে, তা অন্তর্যামী গুরুদেবই জানেন, আর দেখছি তুই কেবল বুদ্ধিসু!

৪৩ সীত

মল্লি। কেন? বসন্তোৎসবের জ্ঞা? আমিও তাই ভাবছিলাম, কিন্তু কমল বলে রাজা এখনো এলেও আ'ন্তে পারেন।

রাণী। না, রাজা আ'সবেন না, উৎসবও হ'বে না; তা নাই হ'ক, তাতে আর কি এসে যায়? উৎসব আমোদ এখন মাথার উপর, তিনি যে পত্র পাঠিয়েছেন, তা প'ড়েই আমি হতজ্ঞান হ'য়েছি—কমল! তোমার মত বুদ্ধিমতী দেখিনে—এর ভাব কি বল দেখি?

কমল ও মল্লি। পরে লেখা কি?

রাণী। লেখা, আশ্চর্য্য নূতন কথা—পত্রখানির আগা গোড়া যেন চুখ-মাথা—পত্র প'ড়ে ভয়ে আর সন্দেহে আমার বুক কাঁপছে! আমাকে যে সব রহস্যের পাঠ লিখে থাকেন, এতে তার চতুর্ভুজ—অসাধারণ চুখ নৈলে সহজে কি এমন ঘটে?—তাও যা হ'ক, মূল কথা লেখা এই;—(পত্র পাঠ) “যখন রাজপুরী নিশ্চল হইবে, তখন প্রাণাধিক রোহিতাশ্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তুমি পুষ্পাদ্যানেব গুপ্তদ্বারে আসিবে; তোমার কি রোহিতাশ্রের সঙ্গে যেন অধিক কোনো অলঙ্কার, কি বহুমূল্য বস্ত্রও না থাকে; বরং রজনীর হিমালীর হস্তে রক্তা পাঠবার নিমিত্ত তোমাদের শরীর যেন মূল বসনে আবৃত রয়। তুমি ইচ্ছা করিলে কমল ও মল্লিকাকে সঙ্গে আনিতে পার; কিন্তু তাহারাও যেন সামান্য বসন ভূষণে সজ্জিত।

থাকে ; আমি সেই গুপ্তদ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিব—সাক্ষাতে বিশেষ বলিব।”

মল্লি । বোধ করি, ছদ্মবেশে ভ্রমণের ইচ্ছা—

রাণী । তা হ’লে রোহিতাস্ত্র কেন ? বসন্তোৎসবের এত উদ্যোগ, তা ফেলে কি এরূপ ভ্রমণের সাধ হ’তো ? তা হ’লে রাজপুরীতেই বা তিনি আ’সবেন না কেন ?

কম । ও কথা ছেড়ে দিন—যা নয়, মিছে তার কল্পনা ক’রে সময় নষ্ট করার ফল কি ? আপাততঃ আপনাকে একটা প্রবোধ দেবার জন্তেই পিদমখী ও কথা ব’ল্ছেন ; কিন্তু যা ঘোর চিন্তার বিষয়, তাকে একে-বারে উড়িয়ে দেওয়াও উচিত নয়।

রাণী । কমল ! আমার পাণ কেমন ক’চ্ছে—আমি আর দাঁড়াতে পারিনে, আমার মাথা ঘুচ্ছে, (উপবেশন) এ যে কি কাণ্ড কিছুই বুঝতে পা’চ্ছিনে ; অথচ মহারাজ স্বয়ং যখন উপস্থিত থাকবেন, তখন বিপদই বা কি, ভয়ই বা কি, তাও ভেবে পাইনে—কমল ! তুমিই আমার বন বৃদ্ধ সব, এর ভাবখানা কি বল দেখি ?

কম । আপনাকে আর আমি কি ব’ল্‌বো—ভাল ভাব কোনো মতেই মনে লাগে না ! কিন্তু মন্দ যে কি, তাও বুঝতে পা’চ্ছিনে—কিছু পরেই যখন মহারাজের সঙ্গে দেখা হবে—তার নিজ মুখেই যখন সব স্তম্ভে পাওয়া যাবে, তখন আর উতলা হ’য়েই বা কি হবে ? চলুন আমরা গোপনে প্রস্থত হইগে—কেউ যেন কিছু টের না পায়—আমি রোহিতাস্ত্রকে কোলে ক’রে নে যাব ; তার ধাত্রীকে কোনো কাজে পাঠিয়ে আমি তার কাছে থাকিগে—দ্বারের চাবিটে নেবেন !

রাণী । তবে আমার ঘরে এস।

কম । চলুন ; আর কিছু ভাব’ছিনে, আমার দাদা যে কোথায় গেছেন, তাও জাস্তে পা’ল্‌লেন না।

[সকলের প্রস্থান ।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

অযোধ্যা নগরী ।

চত্বর—পতাকা মঞ্চ ।

[মশস্ত্র প্রহরীদ্বয় উপস্থিত ।]

প্র, প্র। ও কি ? কে না টেঁচা'চ্ছে ? না গান গা'চ্ছে ? এমন বাড়ি
বিস্তি বজ্রবাঘাতের বেতেও গান গায়, এর আনন্দ তো কম নয় !

দ্বি, প্র। রা'ত্ কি আর আছে ? ছজ্জুগ না হ'লে শুকতারি
অনেকক্ষণ দেখা যেতো। আর ছজ্জুগই বা এখন কি দেখ'ছো ? তপ্ত
রা'ত্ থেকে ক্রমাগত যে কাণ্ড হ'য়ে গেল, এখন তো তার দশ ভাগের
এক ভাগও নেই। আমার পোড়া কপালে সেই সময়েই পাহারার পালা
পা'ড়লো। উঃ ! কি ছজ্জুগই আ'জ্ হয়ে গেল—আমি বেঁচে কি ম'রে
ছিলাম, তা বল'তে পারিনে—মাকাল বলে ভেঙে পড়ি, পরন দেবতা
একেবারে উপস্থান মুক্ত দাঁরে পাখবা যেন তোলপাড় ক'চ্ছিল—কি
কড়'কড়' হড়'হড়' করে বাজ' পা'ড়'ছিল—ঐ দেখ, অত বড় জ্যান্ত
গাছটাও জ'লে গেছে !

প্র, প্র। এখন বা কম কি ।

দ্বি, প্র। এখন ? 'আমি বা ভূগিছি তার কাছে এ তো কিছুই নয় ;
তোমার কপাল ভাল, সেই তোমার পাহারার সময় এলো, দেবতাও
অগ্নি দয়া ক'রে ঠাণ্ডা হ'য়ে আ'স'ছে। 'সে যা হ'ক্ ভাই, একটাবড়
আশ'চর্য দেখিছি ; সেই ছজ্জুগে শাল কুকুর বেরতে পারে না, এক জন
ভদ্রনোক পরিবার সঙ্গে কেমন ক'রে যে নগর ছেড়ে গেল, তাই দেখে
আমি অবাক হইছি !

ধি, প্র। না হেঁটে না ; আপনি ঘোড়ার ওপর আর মেয়ে নোক এক খানা নধা কয়েল গাড়ীতে ।’ তা হ’ক হেঁটে যেন নয় ; কিন্তু বে ঝড়, বিষ্টি, বজ্ররাবাত, তাতে ঘর মাথায় থা’কলেও রাস্তায় বেরুতে পারে না ; এতো কাপড়ে-ঘুরা গাড়ী’। তায় আবার তার মধ্যে ছেলেও ছিল ; কেননা ছেলেটা ডেকে ব’লে “বাবা, গাড়ীর ভেতর জল প’ড়ছে !” পুকখটা খুব কাতরানির গলায় উত্তর ক’ল্লেন “কি ক’র্কে বাবা চুপ কর !” গলার স্বরেই বুজলুম, তাঁরা বড় নোক—

প্র, প্র। এমন নোক এমন ভয়ানক রেতে নগর ছেড়ে গেলেন, এও তো সামান্যি আশ্চর্য্য নয় ! বিদেশী হ’লে, আমাদের রাজার এমন ব্যবস্থা নয়, যে, থাকবার স্থান পাবে না ;—আব স্বদেশী এমন নিষ্ঠুর কে যে, তেমন ছজ্জুগে মেয়ে ছেলে নিয়ে ঘর থেকে বেরুবে ?

ধি, প্র। কে জানে ভাই ?—সে যা হ’ক, যার গানের কথা তুমি ব’ল্ছিলে, ঐ যে সে চোঁচা’তে চোঁচা’তে এই দিগেই আ’স্ছে—না, গান না, কেমন ধারা সুর ক’রে চীৎকার ক’ছে, আর কি ব’ল্ছে—

প্র, প্র। চুপ কর, কি ব’ল্ছে শোনা যা’ক—

[নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে—উঠ, উঠাও ; নগরবাসি ! জাগ, জাগাও ; অযোধ্যাবাসি ! খাঁড়া ধর, অসি ধর, ধনুক ধর, উঠ, উঠ, শীঘ্র উঠ ; সর্বনাশ হওয়া ; রাজা যাওয়া ; রাজার রাজ্য যাওয়া ; সর্বনাশ হওয়া ; জাগ, সব জাগ ; উঠ, সব উঠ ; উঠাও, সব উঠাও, উঠাও, উঠাও, শীঘ্র উঠাও !]

ধি, প্র। একি ভাই ? এর মানে তো কিছুই বুজতে পা’চ্চিনে ?

প্র, প্র। ও বুঝি—এ সেই তুঙ্গবীপের রাজপুত্রুর খগা পাগলা । আহা কি হুঃখ, এমন নোকের ছেলে, এমন নন্দীর ভাই, নিজেও এমন সাহসী স্বজন ছিল, ওদের দুই ভাই ব’নকে রাজ্যি শুদ্ধু কে না ভাল বাসে ! ভগবান এমন নোকেরও এমন করেন ? এত বড় রাজপুত্রুর কিনা খগা পাগলা হলো !

দ্বি, প্র। ভগবানের দোষ কি? শত্রুরে পাগল ক'রে দেবে, তা ভগবান কি ক'রেন?

প্র, প্র। শত্রুরে? সে কি? এমন শত্রুরই বা ও'র কে?

দ্বি, প্র। সে অনেক কথার কথা; সে তখন এক সময় ব'ল্‌বো—
কিন্তু ভাই, আমি ও'র বেদ জানি; উনি যখন পাগল হ'ন, তখন আমি ও'র সঙ্গে কতবার শীকার ক'তে গিছি—আঃ কি চমৎকার স্বভাবই ছিল—ও'র কত কড়িই থেইছি! উনি পাগল হবার পরও আমি নিতাই প্রায় দেখতে যাই; কৈ চীৎকার মীৎকার, দৌরাতিয় টৌরাতিয় তো কক্ষণে কিছু দোখনি—যা কেবল আপন মনে বকা, আর নাগেশ্বরের নাম হ'লেই চ'ক' রাঙিয়ে খটমটিয়ে চাওয়া, কি তলোয়ার থানা থোলা—

প্র, প্র। তবে বুঝি নাগেশ্বরই ও'র শত্রুর?

দ্বি, প্র। চুপ কর—হ্যাঁ তাই বটে। সে যা হ'ক, কি ব'ল্‌ছিলাম?

প্র, প্র। ঐ যে, তলোয়ার থোলা—

দ্বি, প্র। হ্যাঁ, এ বৈ ও'র তো আর কোনো উৎপাত নেই। তবে কেন আ'জ্জ এমন ক'রে উনি চেঁচা'চ্ছেন, এর অবিশি কিছু হেতু আর মাহেতু থাক'বে। র'সো আমি ডা'কছি—ও রাজপুত্র! ও খগেন্দ্র যুবরাজ! একবার এই দিগে আমুন!

[খগেন্দ্রের প্রবেশ]

খগে। আর আসা! কেও জগন্নাথ! জগন্নাথ! সর্কনাশ হওয়া—রাজা যাওয়া—সেই পাপিষ্ঠ রাজ্য নেওয়া—সর্কনাশ হওয়া—(সোপান দ্বারা মঞ্চ উঠিতে উঠিতে) সর্কনাশ হওয়া—রাজা যাওয়া—রানী যাওয়া—আঃ! ভগ্নী যাওয়া—আঃ ভগ্নী! কমল! সোণার কমল! কোথা যাওয়া? হায়! কোথায় যাওয়া? হায়! তোর দাদাকে ফেলে কেন যাওয়া? হায়! সর্কনাশ হওয়া—কোথায় যাওয়া? (মঞ্চোপরি দাঁড়াইয়া বাহু বিস্তার পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে) হা নগরবাসি! হা অগোধ্যবাসি! উঠ, উঠাও; জাগ, জাগাও; থাড়া ধর; অসি ঝোল; বাণ ছাড়; সর্কনাশ হওয়া; রাজা যাওয়া, রানী যাওয়া, পাপিষ্ঠ

নাগেশ্বর রাজা হওয়া ! ভগ্নী যাওয়া—হা ভাগ্ন ! ভাগ্ন, ভাগ্ন, ভাগ্ন, হা ভাগ্ন !
কোথায় যাওয়া ? হা রাজন্ ! হা রাজ্জি ! হা ভগ্নি ! কোথায় যাওয়া ? নগর-
বাস ! উঠ, উঠাও ! জগন্নাথ ! নগরপালকে ডাকো—সখা বসন্তকে ডাকো—
শাশ্ব যাও—শাশ্ব যাও— . . .

জগ। (প্রথম প্রহরীর প্রতি) শোনো ভাই, আমি এঁরে বেস
জানি, আর সেই কপট নাগেশ্বরকেও বেস জানি, ইনি প্রাণ পেলেও মিছে
বলবার নোক নন—আবার রাজা রাণী আর এঁর ভগ্নী কমলার কোনো
বিপদ হয়ে থাকবে—যাদও ভাই, ভেতরের কথা ভাল ক’রে বুজতে
পারিচেন, আর ঝড় জলে আমি যেন মর মর হইছি, তবু আমি নিশ্চিন্তি
হয়ে ঘরে ঘেঁতে পারিনে ; তোমার পাহারার সময়, তুমি পাহারা দাও ;
আমি ওঁর কথামত নগরপাল মশাইকে আর বসন্তদেবকে এখানে
ডেকে আন।

প্রহ। তাঁরা পাগলের কথায় আশ্বেন ?

জগ। এই দেখ না, তাঁরা পাগলকে বিশ্বাস করেন কিনা ? (খগেন্দ্রের
প্রতি) রাজপুত্র ! তবে আমি নগরপাল মশাই আর বসন্তদেবকে ডেকে
আনিগে, আপনি এখানে থাকুন—

খগে। যাও, যাও, শাশ্ব যাও ; এখনি আনো, এখনি আনো—

[জগন্নাথের প্রস্থান ।

(উচ্চৈঃস্বরে) হা নগরবাসি ! উঠ, উঠাও ; জাগ, জাগাও ;—অসি ধর,
চাপ ধর, খাঁড়া ধর, বহুস্বাণ ধর—

[অনুচর সঙ্গে নগরপালের প্রবেশ]

নগর। একি ? তুঙ্গরাজপুত্র খগেন্দ্র এমন গোলে ক’ছেন কেন ?

প্রহ। মশাই ! উনি ব’লছেন রাজা, রাণী আর ওঁর ভগ্নী কোথায়
গেছেন ।

খগে। (উচ্চৈঃস্বরে) নগরপাল ! সর্জনশ হওয়া ; রাজা যাওয়া,
রাণী যাওয়া, ভগ্নী যাওয়া—হা কমল ! হা ভগ্নি ! হায় রাজপুত্রী শূচ
হওয়া—এই চ’কে দেখে আসা—

নগর। এ যে অসম্ভব কথা ; অথচ খগেন্দ্রের মুখে একপ বৃথা প্রলাপও তো অসম্ভব। মহারাজ তো মৃগয়ায় গেছেন ; আজ বসন্তোৎসব, তাঁর নিশ্চিত আসবার কথা, কৈ তাও তো তিনি রাজধানীতে আসেন নি। তা বিপদ হয়, বন মধ্যে মহারাজারই হাতে পাবে, রাণী আর কমলার কেন হবে ? এ যে কিছুই বুঝতে পারিনে !

[জগন্নাথের সঙ্গে বসন্তের প্রবেশ]

খগে। বসন্ত ! হা বসন্ত ! সর্বনাশ হওয়া—সর্বনাশ হওয়া—রাজা যাওয়া, রাণী যাওয়া, কমল যাওয়া—হা কমল ! হা ভয় ! হা রাজন ! হায় রাজ্য যাওয়া, পাণিষ্ঠ নাগেশ্বর রাজ্য নেওয়া !

বস। সখে ! কিসে রাজ্য যাওয়া ? বিষে, না অসিতে ?

খগে। না, বিষ না, অসিও না ; ঋষি, ঋষি, ঋষি, বিশ্বামিত্র ঋষি, পাণিষ্ঠ নাগেশ্বরকে রাজ্য দেওয়া—বিশ্বামিত্র দেওয়া—তাই রাজ্য যাওয়া, রাণী যাওয়া, সোণার কমল যাওয়া, তোমার মল্লিকেও যাওয়া, রাজপুত্র যাওয়া, হায় রাজপুত্রী শূত্র হওয়া ! (বসন্তের গ্রীবা বেঠেন পূর্বক) হা বসন্ত ! প্রাণ যায় ! কমল নাই—রাজ্য নাই—রাণী নাই—মল্লিকে নাই—রোহিতান্ত্র নাই—রাজপুত্রী শূত্র ! হায় রাজপুত্রী শূত্র ! দেখে আসা—সব শূন্য—সব শূত্র !

বস। ভাল সখে ! বিশ্বামিত্র কি অভিশাপ দিয়েছেন ?

খগে। না, অভিশাপ না ; অভিশাপ না ; রাজ্য মৃগয়ায় যাওয়া, কি অপরাধ করা—হা কমল ! কোথায় যাওয়া ?

বস। তাইতে ঋষি কি রাজাকে—

খগে। রাজ্য ঋষিকে বলা, যা চাওয়া তাই দেওয়া—ঋষির রাজ্য চাওয়া—রাজ্য রাজ্য দেওয়া—রাজ্য চ'লে আসা—পাণিষ্ঠ নাগেশ্বর ঋষির স্তব করা—রাজ্য চাওয়া—এই চ'কে দেখে আসা—এই কানে শুনে আসা (সহসা অসি মোচন ও আক্ষালন) সেই পাণিষ্ঠ খেরে প'রে মাহুষ হওয়া—রাজ্য নেওয়া—মার, মার, মার, (লক্ষদান পূর্বক পতনোদ্যত ও বসন্ত কর্তৃক ধরু) মার, পাণিষ্ঠকে মার—খোল, খোল, সব অসি খোল—নগর-বাসি ! উঠ, উঠাও ; জাগ, জাগাও ; মার, মার, অসি খোল—

বস। (নগরপালের প্রতি) মহাশয়! সকলি বুঝা গেল; সর্বনাশ হ'লো—মহারাজ যুগয়ায় গিয়ে বিশ্বামিত্র ঋষির আশ্রম না জেনে সেখানে হয় তো কোনো অপরাধ ক'রে থাক'বেন; শেষ ঋষিকে সাস্থনা করবার জন্য তিনি বিনয় ক'রে হয়তো এমন ব'লেছিলেন, আপনি যা ব'ল'বেন তাই ক'রো—যা চা'বেন তাই দিব! তিনি তো বিশ্বামিত্র ঋষি, সাম্রাজ্যই দান ল'য়েছেন; হয় তো তার পর নাগেশ্বর কোনোরূপে তাঁরে প্রসন্ন ক'রে সেই সাম্রাজ্যের আধিপত্য ঋষির কাছে ভিক্ষা ক'রে নিয়েছে—রাজা হয় তো মনের দুঃখে, অভিমানে, লজ্জায় কারুকে না ব'লে রাণী, নপুত্র, কমলা আর মল্লি—প্রভৃতিকে ল'য়ে রাত্রেই চ'লে গেছেন—

খগে। যাওয়া, যাওয়া—রাত্রেই চ'লে যাওয়া! হায় কোথায় যাওয়া—কোথায় যাওয়া?

নগর। কৈ মহারাজ তো নগরে আসেন নি?

বস। হয় তো গোপনে এসেছিলেন—

নগর। আঃ! এখন আমার চৈতন্য হ'লো—এখন আমার এক প্রহরীর কথা সম্পূর্ণ সত্য ব'লে বোধ হ'চ্ছে। কি সর্বনাশ! তখন যদি তা বিশ্বাস ক'রে ছুটে যাই, তবেই হয় তো মহারাজের দর্শন পাই! হায়! হায়! কেন তারে পাগল ব'লে উড়িয়ে দিলেম!

বস। প্রহরী কি ব'লেছিল?

নগর। যখন বড় ছুঁয়োগ, তখন একজন প্রহরী ছুটে এসে আমায় ব'লে যে, একখানি গোশকটে কয়েক জন জ্বীলোক আর সেই সঙ্গে এক জন অস্বারোহী নগরের বাইরে গেলেন। তার পর সে চুপি চুপি ব'লে “যিনি ঘোড়ায়, তিনি ঠিক মহারাজের মত!”

বস। তবেই ঠিক—কোন্ দিকে?—কোন্ তোরণ দে?

জগ। (করঘোড়ে) অমুমতি হয় তো, আমিও যা দেখেছি—

বস। বল বল—শীঘ্র বল?

জগ। বড় হুজুগের সময়, এই মঞ্চের নীচে দে, ঐরূপ এক জন ঘোড়ায়-চড়া এক খান বয়েল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন; বদিও আঁধারে ভ্রম ক'রে দেখতে পাইনি, কিন্তু তবু তিনি যে একজন মহাশয়

তার আকার প্রকারে বেস বোধ হ'লো। সেই সময় গাড়ীর মধ্যে একটা বালক কাঁদছিল; তারে দু'তিনজন স্ত্রীলোক ভুলোচ্ছিলেন, তাঁদের গলার সুরেও বুজ্জলম তাঁরা সামান্ধি ঘরের মেয়ে নন!

বস। তবেই সব দিকে মিলেছে—হায়! 'অযোধ্যায়' কাল কি কাল রাত্রিই এসেছিল! আকাশে যেমন, আমাদের অদৃষ্ট-আকাশেও তেঁয়ি দুর্যোগ ঘ'টেছে! হা রাক্ষি! হা কমল! হা রোহিতাত্ত! (মুহুরে) হা মল্লিকে! হায় তোমরা কি অসহ্য কষ্টই পা'চ্ছে! ৫৩৪

নগর। যা হবার হ'য়েছে, এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভা'বলে কি হবে? চলুন, মন্ত্রী মহাশয়ের নিকটে সকলে যাই—

বস। নগরপাল মহাশয়! আপুনি পিতাকে ব'লে তাঁর প্রহরমতি ল'য়ে সেনাপতির নিকট যা'ন, তিনি তাঁর সৈন্য সমাবেশ করুন, রাজধানী রক্ষা ক'র্ত্তে হবে—সিংহের আসনে শৃগাল ব'সবে, আর আমরা হাত ঘোড় ক'রে সেই শৃগালের কাছে দাঁড়াব—তার আজ্ঞা পালন ক'রোঁ, এতো কখনই হবে না! হ'য়ে কেন মলুম না!

নগর। চলুন, আমরা আপনার মাননীয় পিতা মহাশয়ের কাছে যাই; এ অবস্থার যা ভাল হয়, তিনি তার অবশ্যই বিধান ক'রবেন।

বস। না, আমি রাজ্যহুমসরণে যাব, আপনার আমার নাম ক'রে পিতাকে ব'লবেন, সূর্য্যবংশের প্রধান মন্ত্রী হ'য়ে কখনই খদ্যোতের আলোকে মুগ্ধ না হন!—মুগ্ধ! যারে গৃহে রাখলে গৃহীর প্রাণ নশ—যারে পদতলে দলিত ক'র্ত্তেও স্থগা করে, সেই খদ্যোতের আলোতে আবার মুগ্ধ! যারা বাহুড়, চাম্চিকে আর নিশাচর, তাঁরাই তারে পেয়ে সুখী হ'ক'ঙ্গে—গরুড় অবধি চড়া পর্য্যন্ত, যারা সূর্য্যালোকেই ক্ষুর্তি পায়, তারা কি তারে গ্রাহ করে? আমার এই কটা কথা পিতা মহাশয়কে জানাবেন! তাঁরে কিছুই জানাতে হবে না, তবু জানাবেন। আর আর সকল মন্ত্রী, সকল কর্মচারী, সকল সেনানায়ক, সকল প্রকৃতি বর্গকে ব'লবেন, যে, যদি ব্রহ্মশাপে রাজ্য স্তম্ভ ভস্মীভূত হ'য়ে যায়, সেও ভাল, তবু সেই মিত্রজ্যোহী, প্রতিপালক-জ্যোহী, গুরু-জ্যোহী, উপকারী-জ্যোহী, অধিক কি, রাজজ্যোহী নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ পামরাধমকে রাজা ব'লে কেউ যেন রসনার

অবমাননা, আর্থ্য নামে শিকার আর কোশল রাজ্যের নামে ছুরপনের চির কলঙ্ক না রাখিবে। আমার আর অবসর নাই, নৈলে, এখনি আমি নগরের পথে পথে এইরূপ দাছ পদার্থে আগুন জ্বেলে বেড়াতেম—অযোধ্যাবাসীর ঘৃণা আর কোষাঘাতে আমাদের মহারাজের আদিপুরুষ স্মৃতিদেরকে পর্য্যন্ত তাগিত ক'রে তুল্তেম !

নগর । একবার দেখা ক'রে গেলে কি ভাল হ'তো না ?

বস । না, যতক্ষণ মহারাজ কোথায়, কোন্ পথে, কিরূপে গেলেন—যতক্ষণ তাঁদের সঠিক অনুসন্ধান না পা'চ্ছি—যতক্ষণ মহারাজের সমুখে রোগের প্রকৃতি কিরূপ—এই অশ্রুতপূর্ব্ব ঘোর অত্যাচারের চরম সীমাই বা কোথায়, তা নিষ্কারণ ক'র্ত্তে না পা'চ্ছি ; ততক্ষণ আমার প্রাণ স্থির হ'চ্ছে না—কাজেই আপনাদের উপর ভার রেখে আমায় ছুটে যেতে হ'লো—এখন প্রভাত হ'য়েছে, আর বিলম্ব ক'র্ত্তে পারিনে—জগন্নাথ ! তুমি শীঘ্র যাও, আমার মন্দুরায় যাও, বলগে বাছের বাছ ভাল দুটি অশ্ব চ'ড়ে দুজন অশ্বপাল যেন হস্তিনার পথে ছুটে আসে ; আমরা ততক্ষণ পদত্রয়েই চ'ল্লেম !—

[জগন্নাথের প্রস্থান ।

প্রিয়সখে খগেন্দ্র ! এস ভাই, আমরা যাই, তোমার প্রাণের ভয়ীর সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে তো এস, শীঘ্র এস, ছুটে যাই এস ! তোমার অসি আছে তো ?—আচ্ছা বেস !

[খগেন্দ্রের হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান ।

নগর । (স্বগত) মন্ত্রীপুত্র বসন্ত বড় বুদ্ধিমান, অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধি সাধ্যো এখনি ~~বিশ্বামিত্রের পুত্র বিশ্বামিত্রের~~ আমার তো ও'র উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে—উনি যা ব'ল্লেন তাই কষ্টব্য । (প্রকাশে) যাই, মন্ত্রী আর সেনাপতির নিকট গিয়ে রাজধানী রক্ষার উপায় দেখিগে—

[বিশ্বামিত্র, পাতঞ্জল ও নাগেশ্বরের প্রবেশ]

বিশ্ব । সেনাপতির নিকট গিয়ে রাজধানী রক্ষার উপায় ক'রে কে ? (কম্পিতদেহে প্রণাম পূর্ব্বক নগরপাল করযোড়ে দণ্ডায়মান) তুমি কে হ'য় বাপু ? তুমি কি রাজকর্ম্মচারী ? তোমার কোন কর্ম্মের ভাব ?

নগর । আজ্ঞে, এ দাসকে মহারাজ দয়া ক'রে নগরপালের কর্মভার দিয়ে প্রতিপালন ক'চ্ছেন ।

বিশ্বা । উত্তম ! কিন্তু এখন কি কোনো বৈরী পক্ষ উপস্থিত যে, রাজধানী আর রাজপুরী রক্ষার উপায় ক'র্ত্তে বা'চ্ছিলে ?

নগর । আজ্ঞে, সবিশেষ জানিনে—

বিশ্বা । সবিশেষ জাননা ? অথচ রক্ষার উপায় করা কর্ত্তব্য বোধ হ'য়েছে ! আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ?

নগর । (সকম্পিত) আজ্ঞে, একজন অপ্রকৃতিস্থ, ক্ষীণ-মস্তিষ্ক ব্যক্তির মুখে মন্ত্রীপুত্র শুন্লেন যে, মহারাজের অগ্নে পালিত কোনো অকৃতজ্ঞ নাকি মহারাজের রাজ্য হরণে উদ্যুক্ত হ'য়েছে, তাই—

বিশ্বা । (সকোপে) “একজন অপ্রকৃতিস্থ ক্ষীণ-মস্তিষ্কের মুখে শুন্লেন !” তোমরা কি এইরূপে রাজ্য ক'রে থাক ? তোমাদের মন্ত্রীপুত্র অপ্রকৃতিস্থ লোকের কথায় তোমাকে রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত নিয়োগ ক'ল্পেন ?

নগর । আজ্ঞে, সে ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ বটে, কিন্তু জানা আছে, মিথ্যা কথা বা প্রলাপ বাক্য কখনই কয় না !

বিশ্বা । “সে মিথ্যা কয় না—প্রলাপ কয় না !” তবে কি ক'য়েছে ? সে কি ব'লেছে, সেই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি সৈন্ত সমাবেশ ক'রে রাজ্য হরণ ক'র্ত্তে আ'সছে ?

নগর । না ততদূর নয়—সে যে কি ব'লেছে, আমি তা ভাল বুঝতে পারিনি, কিন্তু মন্ত্রীপুত্র—

বিশ্বা । মন্ত্রীপুত্র ? কেন মন্ত্রী কি গতাস্থ হ'য়েছেন ? এখন কি মন্ত্রীপুত্রের কথাতেই রাজ্য চলে ?

নগর । আজ্ঞে, তেমন নয় ; তিনি এই সংবাদটা শ্রীর পিতাকে জানাতে ব'লেছেন, আর সেনাপতি মহাশয়কেও সাবধান হ'তে ব'লে দেছেন—জনরবটা যাই হ'ক, সতর্ক থাকার দোষ কি ?

বিশ্বা । “সতর্ক থাকার দোষ কি ?” এ সব কি ছদ্ম কথা ন্যূন ? এই ব্যবহার আমার সঙ্গে ? ভাল দেখা যা'ক ! কৈ, যিনি তোমাকে আজ্ঞা দিলেন তিনি কৈ ? সেই বড় বিজ্ঞ, বড় বীর, বড় ধীর মন্ত্রীপুত্র কৈ ?

নগর । আজ্ঞে, তিনি রাজ্যহুমসরণে গেলেন—

বিশ্বা । “রাজ্যহুমসরণে ?” কেন তোমাদের রাজ্য কোথায় ?

নগর । শুস্তে পা’চ্ছি, মহারাজ নাকি গোপনে রাজধানী ত্যাগ ক’রে গেছেন ।

বিশ্বা । “রাজধানী ত্যাগ ক’রে গেছেন ?” গোপনে ! এখনি ! তবে যেন যা দান ক’রেছেন, তা সন্তোষে নয় ! তবে যেন দান কার্য্যটা তাঁর গজ্জাকর হ’য়েছে ! তাঁকে দেখতে পেলে আমি ব’ল’তাম, তাঁর এমন দান আমি চাইনে ! তাঁর উচিত ছিল, তাঁর বিজ্ঞ আর বীরত্বাভিমानी রাজপুরুষবর্গকে ব’লে যাওয়া—আর কিছু বলুন না বলুন, তাঁর দান-করা সম্পত্তিতে কেউ আপত্তি না করে—দুঃখী ব্রাহ্মণ দেখে কেউ বলপূর্ব্বক তাড়িয়ে না দেয়, অন্ততঃ এই একটা ইঙ্গিত দিয়েও তাঁর গমন করা উচিত ছিল !

নগর । আজ্ঞে, সিংহাসন ত্যাগ করাতেই প্রকারান্তরে তাঁর বলাই তো হ’য়েছে !

বিশ্বা । বলাই হ’য়েছে, এমন বোধ কর ? ভালই—ভাল, তাঁর সঙ্গে গেল কে কে ?

নগর । আজ্ঞে, শুস্তে পা’চ্ছি, আর কেউ না—কেবল মহিষী, রাজপুত্র আর মহিষীর দু’একটি সহচরী মাত্র ।

বিশ্বা । সহচরী ? সহচরী কি কোনো সহচরের উপর তাঁর অধিকার তো তিনি রাখেন নি !—যাক্ সে কথা তোমাদের কাছে বলা বৃথা—

নাগে । সহচরী কে কে ?

(নাগেশ্বরের প্রতি নগরপালের ঈষৎ রোষ-কষায়িত বক্রদৃষ্টি ও অসিতে হস্তদান)

পাত । (জনান্তিকে নাগেশ্বরের প্রতি) সহচরী সহচরীর কথায় এখন তোমার কাজ কি ? প্রকৃত কথা কওনা ! আগে ধনাগার টনাগার রক্ষার উপায় গে দেখ না ! তার পর ব্রাহ্মণ-যাগের আয়োজনটাও ক’ন্তে বলনা !

বিশ্বা । (সহাস্তে) কেন, নগরপাল ! উনি যা প্রশ্ন ক’রছেন, তার

উত্তর না দিয়ে, কেবল আড়ে আড়ে কোপদৃষ্টি ক'রে যে?—উনি কে
এখনো কি জা'ন্তে পারনি?—

[জগন্নাথ ও অন্যান্য প্রহরীর সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর প্রবেশ]

এই যে, তোমাদের প্রধান মন্ত্রীই স্বয়ং এসেছেন, এখন তুমি জ্ঞান পেলে !

মন্ত্রী। (অবলুণ্ঠনাস্তে করষোড়ে) আজ বড় ভাগ্য, প্রভুর পদার্পণে
অযোধ্যা বহু হ'লো ! কিন্তু রাজপথে—চত্বরে কেন ? রাজপুরী বা দীন-
দাসের কুটীর কি পবিত্র হবে না ?

বিশ্বা। (সহাস্তে) এখন নিত্য হবারি সম্বন্ধ হ'য়েছে—তোমরা
রা'খলেই হয় !

পাত। (স্বগত) নিত্য সম্বন্ধ ! তবে কি প্রতিনিধি নয়—স্বয়ং ? তা
হয়তো বেস হয় !

মন্ত্রী। প্রভো ! ভ্রাস্ত মানব পদে পদেই অপরাধী—সামান্য সম্পত্তি-
পদের লালসা তাদের পরম পদ লাভের ঘোর বিবাদী—তারা কি দেব
ঋষিদের সহিত যথোচিতরূপে সম্বন্ধ রা'খতে সমর্থ হয় ? নিতান্ত নির্মূলতা
—একান্ত লোভ-রাহিত্য বাতীত কি দেবতা আর ঋষিদের সঙ্গে নিকট
সম্পর্ক রাখা সম্ভব ? সেরূপ নির্মূল, সেরূপ নির্লোভ, সেরূপ নিরভিমান
ইহলোকে কে ? কাজেই সেই প্রার্থনীয় পবিত্র সম্বন্ধ রাখা এক প্রকার
অসাধ্য ব্যাপার ! তবে যদি দেব দ্বিজ মহাশয়েরা দয়া ক'রে নিজস্বগে
আমাদের অপরাধ উপেক্ষা ক'রে সম্বন্ধ রাখেন, তা হ'লেই রয়, নৈলে প্রভো,
আমাদের সাধ্য কি ?

বিশ্বা। তোমাদের সাধ্য কি ? তোমাদের সাধ্য—ভক্তি ! এই দেখ,
তোমাদের মহারাজ কেবল ভক্তি-গুণেই ত'রে গেলেন, নৈলে ব্রহ্ম-কোপা-
নলে রাজ্য সূক্ষ কা'ল দগ্ধ হ'তেন !

মন্ত্রী। কেন প্রভু ! এমন হ'য়েছিল কেন ? আমাদের মহারাজ তো
এমন আচরণের অযোগ্য, যাতে ব্রহ্ম-কোপানল প্রজ্জ্বলিত হ'তে পারে ?
তবে যদি অজ্ঞানকৃত কোনো অপরাধ হ'য়ে থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা !

বিশ্বা। জ্ঞানকৃত হ'ক, অজ্ঞানকৃত হ'ক, অপরাধ তো হ'য়েছিল—

মন্ত্রী । তবে কি প্রভু, অজ্ঞানকৃত অপরাধেও দণ্ড আছে ? অজ্ঞানকৃত দোষও কি ব্রহ্ম-কোপানলের ইন্ধন হয় ?

বিশ্বা । স্থল বিশেষে—বিষয় বিশেষে হয় বৈ কি, নৈলেই বা হ'লো কেন ?

মন্ত্রী । অজ্ঞানকৃত অপরাধের যখন এত দণ্ড, তখন প্রভু, জ্ঞানকৃত পাপের তো প্রায়শ্চিত্ত নাই ?

বিশ্বা । আ'জ্ আমি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে আর ধর্মের বিচার ক'র্ত্তে আসি নাই—আ'জ্ কেবল তোমাদের জানাতে এসেছি, তোমাদের আর তোমাদের রাজ্যের মস্তক যিনি, তিনি যখন অজ্ঞানকৃত পাপের জগু তাঁর পৈত্রিক আর স্বোপার্জিত এত বড় সাম্রাজ্যটি দিতে বাধিত হ'য়েছেন, তখন তাঁর হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যারা, তাঁরা যেন সাবধান হন—তাঁরা যেন জ্ঞানকৃত অপরাধে ব্রহ্ম-কোপানল জ্বলে সবংশে ছারখার হ'য়ে পুড়ে না মরেন ! কেমন বুঝেছ তো ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে, বুঝা আর বুঝানো কি ? বিচার ক'র্ত্তে যখন আসেন নি, তখন বিচারে হ'ক্ অবিচারে হ'ক্, প্রভুর ইচ্ছামতই আদেশ হ'ক্ ; কেবল শ্রবণ আর পালন করা আমাদের কর্তব্য কাজ বৈ তো না, আমরা তৎপক্ষেই যত্নবান থাকি !

বিশ্বা । উত্তম ! সূর্য্যবংশের প্রধান মন্ত্রীর উপযুক্ত কথাই ব'লেছ ; বৈধাৰ্বেধ, কিছুই তোমাদের বিচার ক'রে কাজ নাই—ক'ল্লৌও ভাল হবে না—তোমাদের মহারাজ যা ক'রে গেছেন, আর আমি যা বলি, অবিচার্য্যরূপে তাই পালন করাই তোমাদের একমাত্র কর্তব্য আর শ্রেয়ঃ । তবে আর যথা সময় কি বাক্য ব্যয়ের আবশ্যকতা কি ? মূল কথা শুন ;—রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁর সাম্রাজ্য সহিত সমুদায় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ; স্থাবর অস্থাবর ; সজীব নির্জীব সম্পত্তি আমাকে দান ক'রেছেন—কেবল তাঁর নিজের দেহ, পত্নী আর পুত্র ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁর অধিকার নাই ! কেমন এতে তোমাদের কোনো সন্দেহাপত্তি আছে ?

মন্ত্রী । যার বস্তু তিনি দান ক'বেছেন, আমাদের আর আপত্তি কি ?

বিশ্বা । উত্তম ! তার পর শুন,—এই সাম্রাজ্য এখন আমার,

বটে তো ? ভাল ! যখন ইটী তোমাদের রাজ্যের ছিল, তিনি কি এর সকল বিভাগ আপনি শাসন কর্তেন ? না, বহু স্থলে প্রতিনিধি শাসন কর্তা নিয়োগ দ্বারাই প্রজাপালন কর্তেন ?—শেষেরটা অবশ্যই হ'তো—ভাল ! আমিও তেমনি প্রতিনিধি দ্বারা শাসন কর্তে চাই—এই নাগেশ্বর আমার প্রতিনিধি-পদে নিযুক্ত হ'লেন—

সকলে । নাগেশ্বর ?

বিশ্বা । হাঁ, নাগেশ্বর—(সদর্পে ভূমে পদাঘাত পূর্বক) হাঁ, নাগেশ্বর—আবার বলি—হাঁ, নাগেশ্বর—কে না বলে বলুক ! হাঁ, ইনিই কোশলের সিংহাসনে আমার স্বরূপ ভ'য়ে রাজত্ব আর রাজধানী রক্ষা কর্কেন—অধীন রাজ্য সমূহে ইনিই প্রতিনিধি প্রেরণ বা এঁর ইচ্ছামতে পূর্ব প্রতিনিধি আর রাজগণকে পদস্থ রাখতে পার্কেন ! ফল কথা, রাজা হরিশ্চন্দ্র যা যা কর্কেন, ইনিও তাই কর্কেন । কেমন, এতে তোমাদের কোনো অমত আছে ?

মন্ত্রী । আপত্তি থাক্লেই বা প্রভুর সাক্ষাতে ব্যক্ত কর্তে কে সাহসী হবে ?

বিশ্বা । কি আপত্তি, তবু একবার শুনি ?

মন্ত্রী । অভয়দান পূর্বক অহুমতি করেন তো—

বিশ্বা । ভাণ—একবারের নিমিত্ত অভয়—

মন্ত্রী । তবে প্রভু ! এই আপত্তি—প্রভু প্রশ্ন কর্কেন, আমাদের মহারাজা কি সাম্রাজ্যের বহু অংশ প্রতিনিধি দ্বারা শাসন কর্কেন না ?

বিশ্বা । তা কি নয় ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে তাই বটে ; কিন্তু যে প্রতিনিধি যে ভূভাগের নিমিত্ত মনোনীত হ'তেন, সে দেশের অধিকাংশ প্রজারা যদি তাঁকে না চাইত, তবে আমাদের মহারাজ তাঁকে (আপনার পরম বন্ধু হ'লেও) আর তথাকার জন্ত নিয়োগ-পত্র দিতেন না ! কিহা তাঁরে সে পদে আর রাখতেন না !

বিশ্বা । সে ব্যক্তি নির্দোষী হ'লেও এরূপ কর্কেন ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে হাঁ ; কেননা, মহারাজ বলতেন, যখন দেশের অধিকাংশ

প্রজা এত দূর অনিচ্ছুক বা প্রতিকূল, তখন আমাদের চক্ষে এ ব্যক্তি নির্দোষী হ'লেও সে অঞ্চলের পক্ষে অবশ্যই অযোগ্য ! মহারাজার সংস্কার আছে যে, রাজা প্রজাতে পিতা পুত্র সম্বন্ধ ; রাজা যদি স্নেহ আর ভ্রাতৃ-পূর্বক শাসন করেন, তবে শাসিত দেশের লোক আপনা হ'তেই অরশ তাঁর বশীভূত—অবশ্যই তাঁর অমুগত—অবশ্যই তাঁর পদমর্যাদা সমর্থনার্থ লাগায়িত হয় ; সুতরাং, অধিকাংশ প্রকৃতিপুঞ্জ যার প্রতিকূল বা বিদ্রোহী, সে ব্যক্তি কখনই যোগ্য রাজা বা যোগ্য শাসনকর্ত্তা নয় । সুদ্ধ নিরপেক্ষ ভাবে রাজনীতি পালন ক'লেই সুশাসক হয় না, প্রজার প্রতি বাৎসল্য-বিরহিত হ'লে সোণার শাসনও লৌহময় কুশাসনের আকার ধারণ করে ! আমাদের রাজসংসারে এইরূপ প্রথাই চ'লে আ'স্ছে, প্রভুকে সেইটী জানানো আমার উদ্দেশ্য—প্রভু না জান'লেই বা ব্যবস্থা ক'রেন কিরূপে ? এখন নিবেদন ক'রে নিশ্চিত হ'লেম, যা ভাল হয় বিধানাজ্ঞা হ'ক ।

দিশা । তবে যেনুতোমার মতে আমার প্রতিনিধি নাগেশ্বরের প্রতি এ রাজ্যের সকলে প্রতিকূল ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে, এ দাসের মতামতে কি এসে যায় ? রাজ্যসুদ্ধ প্রজার অভিমতি গ্রহণ ক'লেই সমস্ত বিদিত হবে !

দিশা । তবে কি আমাকে বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়া'তে হবে, যে, “হ্যাঁগা, তোমরা কি আমার প্রতিনিধিকে ভাল বাস না ? হ্যাঁগা, তোমরা কি আমার প্রতিনিধির প্রতি অমুগত নও ?” তোমাদের মহারাজা কি ইই ব'রে বেড়া'তেন ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে, না প্রভু, তা কিছুই ক'র্ত্তে হবে না—

দিশা । তবে কি ?

মন্ত্রী । প্রভু সেই পূর্ব প্রথার পক্ষপাতী আছেন, ইটী জা'ন্তে পা'লৈ প্রজারা আপনারাই এসে শ্রীপাদপদ্মে মনের অভিপ্রায় নিবেদন ক'রে যাবে, কি তাদের মনোগত অভিপ্রায়মূলক প্রার্থনা-পত্র পাঠিয়ে দেবে !

পাত । (রাজষির প্রতি করযোড়ে) আপনার তপ জপ বিস্তর আছে, আপনি তো দেখছি সাবকাশ পাবেন না ; তা অমুমতি হয় তো, আমি দিন

কতক রাজধানীতে থেকে, প্রজাদের অভিপ্রায় আর প্রণামী টুণামী সংগ্রহ ক'রে ল'য়ে যাই ?

বিধা । ছি পাতঞ্জল ! অর্থে তোমার এত লোভ ! ধনে যদি এত লালসা, তবে গ্রাম্য উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন না ক'রে তপোবনের ক্লেশ স্বীকার ক'চ্ছে কেন ? গ্রাম্য অধ্যাপকের শিষ্য হ'লে সর্বদা ক্রিয়া কশ্মের বিদায় প্রভৃতি প্রচুর দাতব্য তো পেতে পা'র্ন্তে !

পাত । আজ্ঞে তা নয়—এ দাস নিজের জ্ঞাত কিছু মাত্র ব্যস্ত নয়—প্রভু একটা মহা যজ্ঞের সংকল্প ক'রেছেন, তার দক্ষিণার জ্ঞাত প্রচুর ধন তো চাই ; রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেন, কিন্তু তিনি তো এখন নিঃস্ব হ'য়ে প'ড়লেন ; তাই ব'ল'ছিলাম, 'নলি আবার কোনো রাজা রাজ্জার ঘাড়ে না চাপিয়ে অথবা কারোর কাছে ভিক্ষা না চেয়ে, আপনাদের নিজের রাজ্য মধ্যেই একটা মাথট্ টাথট্ বসিয়ে সংগ্রহ ক'ল্লেই বা হা'ন্ কি ? নিজের রাজ্য থা'ক্লে পরের কাছে হাত পাতা কি ভাল ?

নগর । হায় ! হায় ! হায় ! ওর চেয়ে এই পাতঞ্জল ঠাকুর যদি প্রতিনিধি হন, তাও উত্তম !

পাত । তা হ'লে আমি এক দিনেই (আড়ে আড়ে ঋষির প্রতি দৃষ্টি) অমর একশটা যজ্ঞের দক্ষিণা সংগ্রহ ক'রে তপোবনে পাঠিয়ে দিই !

বিধা । (সহাস্তে) পেলে ? প্রজার কেমন সুহৃদ রাজা দেখলে ?

পাত । সে কি প্রভু ? সাপও ম'র্কের লাঠিও ভাংবে না—দক্ষিণাও উঠবে, প্রজারাও টের পাবে না ! এ না ক'র্ন্তে পা'র্ন্তে আর রাজবুদ্ধি কি ? প্রজাপীড়ন ক'রে দক্ষিণা সংগ্রহ ! তাও কি হয় ? তেমন রাজত্ব কি আমি করি ?

নগর । উনি যদি রাজা হন, আমি প্রতিভু থা'ক্ছি, প্রজারা আপনায় ইচ্ছা পূর্বক সন্তোষে যদি রাজকর কি রাজর্ষির যজ্ঞাদির যত ব্যয় সব না দিয়ে যায়, তবে আমি যত কথা ব'ল'ছি সব মিছে !

পাত । (মৃদুস্বরে) তবে আর কি ? অযোধ্যার নগরপাল নিজে যার প্রতিভু, আর প্রজারা নিজে যারে চায়, তার হবে না ; কিন্তু যার

প্রতিভু নাই, যার প্রতি প্রজার মন নাই, তার হবে ; এর বাড়ী আশ্চর্য্য আর কি ?

বিশ্বা । বা'ক, বুঝা কথায় সময় ফেপণ করা উচিত নয় । শুন মন্ত্রী ! এ রাজ্য এখন আমার ; আমি নাগেশ্বরকে প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত ক'ল্লে'ম ; আমি তোমার দ্বারা এই রাজ্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবল্লোককেই জানাচ্ছি, যদি তাদের ইহপারলৌকিক মঙ্গলের বাসনা থাকে, তবে যেন কেউ আমার ইচ্ছার প্রতিবাদী না হয় ! যে দিন শুনবে, তোমাদের বর্তমান মহারাজা এই নাগেশ্বরের পদমর্যাদা ও ক্ষমতার বিরোধে কেউ উখিত হ'য়েছে—কেউ চুঁশকটী ক'রেছে, সেই মুহূর্ত্তেই জান্বে তার সর্বনাশের দ্বার মুক্ত হ'লো ।

পাত । (স্বগত) জানাই আছে—বা'ম্নে কপাল পাথর চাপা !

বিশ্বা । আর আমি ইচ্ছা করি, তোমরা যে যেমন কন্ঠে নিযুক্ত আছ, সে সেই কন্ঠে থেকেই রীতিমত রাজকাৰ্য্য নিকাহ ক'র্ত্তে অগুনত্র শিথিল-যত্ন না হও !

মন্ত্রী । (করযোড়ে) প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য ! কিন্তু কন্ঠ করা, না করা, তাও কি কন্ঠচারীদের স্বাধীন প্রবৃত্তির অধীন থা'কবে না ? যদি কারো রাজকন্ঠে আর প্রবৃত্তি না থাকে, যদি বয়স কি রোগ জন্ম কেউ কন্ঠে অপারগ হয়, কিম্বা অত্র কোনো কারণে কারো যদি নূতন প্রভুর সেবার অভিক্রি না জন্মে, তথাপি কি তাকে বাধ্য করা হবে ?

নাগে । (ঋষি সমক্ষে জালুপাতন পূর্ব্বক করযোড়ে) প্রভো ! এ বিষয়ে এ দাসের একটা নিবেদন আছে ; অনিচ্ছুক কন্ঠচারীর দ্বারা কাৰ্য্য-হানি বৈ কাৰ্য্য-সাফল্য সম্ভবে না । রাজকাৰ্য্য অত্যন্ত গুরুতর কাজ ; রাজার নিজের বিশ্বাসী ভৃত্য ব্যতীত অন্ত্রের উপর ভার থা'কলে, প্রজাপালনে নিতান্তই ব্যতিক্রম ঘটে । অতএব বিনীত প্রার্থনা, এ দাস যেন স্বীয় মনোমত কন্ঠচারীগণকে মনোনীত ক'র্ত্তে পারে, দাসের প্রতি এইরূপ আশ্রা হ'ক ! বিশেষতঃ কন্ঠচারী প্রাপ্ত পক্ষে এ দাসের কিছুমাত্র অপ্রভুলতা নাই—আমার স্বর্গীয় পিতার মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, শরীর-রক্ষক প্রভৃতি সৈনিকগণ সকলেই বহুদিন হ'তে এই নগরেই বাস ক'চ্ছে । রাজা

হরিশ্চন্দ্র আমার পিতৃরাজ্য আমায় দেবেন ব'লে তারা প্রত্যাশায়িত হ'য়ে কষ্ট সহ্য ক'রেও কালহরণ ক'চ্ছে—সন্বাদ পাবা মাত্র তুমি এখনি এসে এ দাসের আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হবে ।

পাত । (স্বগত) “যেমন দেবতা যিনি, তেমনি স্বরূপা তিনি, সেই মত ভূষণ বাহন !” এ সব ভাল লোক ভাল লাগ'বে কেন ? চোরের সঙ্গী চোর, কথাই আছে !

বিশ্বা । উত্তম ! তবে তাই হ'ক । আমি এখন চ'ল্লেম—তোমার অভিষেকের একটা উত্তম দিন দেখে ব'লে পাঠাব, তুমি তার আয়োজনে থাক ; চতুর্দ্বিগের রাজা আর ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ কর, রাজকাষ্যও সাবধানে বধ্যারীতি নির্বাহ ক'র্তে থাক ; অভিষেকের দিন আমি এসে সমারোহ-পূরক সে শুভ কার্য সম্পন্ন ক'রে যাব । (পাতঞ্জলের প্রতি) এস পাতঞ্জল, আমরা যাই—তুমি ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছ ; রাজা হরিশ্চন্দ্র এখনো যে প্রতিশ্রুত দক্ষিণার ধন দেননি—এসো দেখিগে তার কি হয় !

• [বিশ্বামিত্র, পাতঞ্জল ও ঋগেশ্বরের প্রস্থান ।

মন্ত্রী । তোমরা জান, বসন্ত কোথায় গেছেন ?

নগর । আজ্ঞে, তিনি ঋগেশ্বকে সঙ্গে ক'রে রাজাহুসরণে গমন ক'রেছেন ।

• মন্ত্রী । ভালই ক'রেছে—আমাদেরও তাই কর্তব্য—এ শূন্য নগরে আর এক তিলও থা'ক্কে ইচ্ছা নাই ; ঋষির শাপের ভয়ও করি না—কেবল আমি গেলে দুষ্ট কুচক্রীরা আরো প্রশ্রয় পাবে—আরো হুংরী লোককে পীড়ন ক'র্বে—অন্ততঃ বসন্তের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা বা'ক—চল, আমার বাটীতে গিয়ে সকলে পরামর্শ করি !

[সকলের প্রস্থান ।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক ।

নদী তীর—তরুণ ।

[কমলার প্রবেশ]

কম । (স্বগত) বাঃ ! এই যে দিব্য রমণীয় স্থানটী—সহকার আর মধুরক্ষ অঙ্কচন্দ্রাকারে যেন দাঁড়িয়ে আছে ; প্রত্যেকের শাখা প্রশাখায় কেমন ঘন পল্লব ; তার নব বসন্তের কচি কচি পাতা ; কি মনোহর দৃশ্য ! সহকারের মুকুল আর ফুটন্ত মধুপুষ্পের গন্ধে চার্ দিক্ কি আমোদই ক'রেছে ! আ ! ভ্রমরের কি চমৎকার ঘুম-পাড়া'নে গুন্ গুন্ শব্দ ! রাজা রাণী যেমন ক্লান্ত হ'য়েছেন—ফাস্তনের প্রথর রোদ্রে সকলেই যেমন দগ্ধ প্রায় হ'য়ে উঠেছি, বিশ্রামের তেজি স্থানই পেয়েছি । নদী দূরে নয়—বারি-কণা-সিক্ত শীতল বাতাস কেমন ফুর্ ফুর্ ক'রে আ'স'ছে ! আ, শরীর জুড়ুলো ! আবার রাজপথও দূরে নয়, চাই কি শকট থানা আর একটু সরিয়ে আ'ন'লে এখান থেকে দেখাও যেতে পা'র্কে—এই স্থানেই তাঁদের ডাকি । (প্রকাশে উন্নত স্বরে) প্রিয়সখি ! এই দিকে—সখি মল্লিকে ! এই দিকে—রোহিতাশ্রু আর দেবীকে এই দিকে ল'য়ে এস, বড় রম্যস্থান পেয়েছি !

নেপথ্যে । পেয়েছ—ছায়া আছে তো ?

কম । ছায়া, বাতাস, মৌরভ, সুদৃশ্য, সব আছে ; আর বিলম্ব ক'রো না, দেবীর বড় কষ্ট হ'চ্ছে । মহারাজকেও আ'স'তে বল ; আমি স্থান পরিষ্কার ক'চ্ছি, বিহরকে শয্যা আ'স্তে ব'লে দাও । (স্বগত) আ ! কি শয্যাই বা আ'ন'বে ? ভাগ্যে রাজার ইচ্ছামত কথানা স্থল আস্তরণ আমরা গায় দিয়ে এসেছিলেম, তাই দেবীর স্নানার্জিত কোমল শরীর শকটের অপরিষ্কৃত কঠিন শয্যার হাতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পা'চ্ছে—হায় হায় ! হ্রস্বত দৈব না পারে এমন কর্ণই নেই—আ ! রাজচক্রবর্তী হরিশ্চন্দ্র

আর তাঁর পাটরাণী শৈব্যার একখানি পাতকির স্তম্ভও অরণ্যে রোদন ক'র্ন্তে হ'লো! ধিক্ দৈব, ধিক্ তোমাকে! ধিক্ নরলোকের গুরুকে! ততোধিক্ শত ধিক্ আমার অদৃষ্টকে!—হায়! আ'জ্ যদি আমার তেজস্বী পিতা থা'ক্তেন—পিতা না থাকুন, আ'জ্ যদি পিতার রাজ্যও দাদার থা'ক্তো, তবে রাজ্য রাণীর বিপদ হ'লোই বা! আ'জ্ কেন আমি তাঁদের নে আনার পিতৃভবনে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করি না! এখন সে রাজ্য মহারাজের নিজের অধীনে আছে ব'লেই না নিষ্ঠুর স্বাধির আধকারভুক্ত হ'লো! হায়! দাদা যদি স্বভাবে থা'ক্তেন, তবুতো আপনাদের স্বই বুকে নিয়ে অনায়াসে রাজ্য রাণীকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে পূজা ক'র্ন্তে পা'ষ্টেম! দক্ষ বিধি তাতেও বিবাদী হ'লো—সে সুখেও বঞ্চিত ক'র্ন্তে! এমন হরদৃষ্ট কি কারো হয়? (রোদন) হায়! দাদা যে কোথায় রৈলেন—আমাকে না দেখে যে কি ক'র্ন্তেন, কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়া'চ্ছেন, তাও জা'ন্তে পা'ষ্টেম না—পাগল হ'ন্ আর যাই হ'ন্, সঙ্গে থা'কলেও তো এ'দের লোক-বল হ'তেন—

[শৈব্যা ও শিশু-ক্রোড়স্থা মল্লিকার প্রবেশ]

শৈব্যা। (শশব্যস্তে কমলার গ্রীবাবেষ্টন পূর্বক অঞ্চল দ্বারা মুখ মুছাইতে মুছাইতে) ও কি কমল! তুমি কেঁদে কেঁদে আত্মহত্যা ক'র্ন্তে নাকি? কি ক'র্ন্তে বল—অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে? মহারাজ এত হিতোপদেশ দিলেন, তবু যদি আমরা এমন ক'রে কাতর হই, তবে তাঁকে অত্যন্তই কষ্ট দেওয়া হবে! চুপ কর, দিদি চুপ কর—মহারাজ আ'সছেন; এসো আমরা মনের আশ্বিন চেপে রেখে বস পারি হেঁসে থেলে তাঁকে সুস্থ রাখবার চেষ্টা করি। বিধাতার মনে বা ছিল, হ'য়েছে; এখন এই কটা প্রাণিতে আর বিচ্ছেদ না ঘটে।

কম। হা দেবি! এই সঙ্গে যদি দাদাকে পেতেন, তবে আপনি যেখানে থাকুন, আপনার চরণ দেখেই আমি স্বর্গ-সুখ জ্ঞান ক'র্ন্তেম—

শৈব্যা। কমল! তোমার দাদা অকস্মই আ'সবেন। মহারাজ এইমাত্র আমাদের ব'ল্ছিলেন, আমরা একটা স্থানে গিয়ে স্থির হ'তে পা'ষ্টেম

তোমার দাদার তত্ত্বে বিছুরকে পাঠিয়ে দেবেন—তাকে না পাওয়া পর্য্যন্তই লোকালয়ে থাক।—থগেন্দ্র এলেই মহারাজ নির্জনে বনবাসের উদ্যোগ কর্কেন। (রোদিন)

মল্লি। ওকি ? আপনিও যে চ'কের জল ফেলেন—এই না আপনি কনলকে ব'ল'ছিলেন ?

কম। (স্বয়ং অঞ্চল দ্বারা রাণীর নয়ন মুছাইতে মুছাইতে) দেবি ! আমি সকল সৈতে পারি, আপনার চ'কের জল দেখতে পারিনে—আপনার চকের এক বিন্দু জল আমার মাথায় যেন এক একটা বজ্রাঘাত বোধ হয় ! কিন্তু হায়, সে জল মুছাবার প্রবোধ কিছুই নাই, লোকের শোক দুঃখের সময় আপনার জন্যে কত কি ব'লে প্রবোধ আর আশা দিতে পারে, কিন্তু আপনার দুঃখে প্রবোধ দিই এমন কিছুই ভেবে পাইনে—আপনার দুঃখের পার নাই—আপনার দুঃখের তুলনা দেখিনে ! এর পূর্বে জগতে এমন কারো যে ঘ'টেছে, তা তো কোনো শাস্ত্রে কোনো পুরাণে লেখে না ! বরং আ'জ্ অবধি সংসারে আপনাদের কথাই তুলনার জন্তে থাকিলো—আ'জ্ অবধি যার অত্যন্ত দুঃখ ক্রেশ হ'বে, লোকে আপনাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়েই তারে সাব্বনা কর্কৈ। হায়, এর চেয়ে দুঃখবহু নবলোকে আর কি হ'তে পারে ? কিন্তু তবু আপনাকে ধৈর্য্য ধ'ন্তে হবে ; মহারাজ বেঁচে থাকুন, সোণারচাঁদ রোহিতাস্ত্র বেঁচে থাকুক, তাঁদের জন্তেই আপনাকে স্থির হ'তে হবে ; তাঁদের মুখ চেয়েই আপনাকে ছুণো বল ক'ন্তে হবে ; তাঁদের মঙ্গলের জন্তেই আপনার কান্নার চ'ক্কে ও হাসা'তে হবে ! আপনাদের নিষ্পাপ জীবন, কখনো কারোকে দুঃখ দেন নাই, সুখই বিতরণ ক'রেছেন, ভগবান কখনই আপনাদের চির দুঃখ-মাগরে ভাসাবেন না, এই অশ্রুতেই আপনাকে শক্ত ক'রে বুক বাঁধতে হবে ! চুপ্ ককন—পায়ের শব্দ পাচ্ছি, মহারাজ বুঝি আস'ছেন—

[বিছুরের প্রবেশ ও তৎকর্তৃক আন্তরগ বিস্তার]

শৈব্যা। আর আন্তরগ কেন ? দূর্য্যার গা'ল্চে আর পাতার আসন, এই তো এখন অভ্যাস ক'ন্তে হবে ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

[রাজার প্রবেশ]

রাজা। মহিষি!—না, আর মহিষী ব'লে সম্বোধন করাটাও ভাল নয়—যত দিন লোকালয়ে, তত দিন তো নয়ই! শ্রীমো!—না তাও না—সামান্ত গৃহস্থেরা যে পদ্ধতিতে চলে, তাই করা উচিত!—শৈব্যা!

কম। হায় মহারাজ! আমরা কি ব'লে ডাকবো?

রাজা। তোমরা?—তোমাদের—“দেবী” ব'লে—না তাও না—“কর্ত্তী” ব'লে—না তাও না—“রোহিতাশ্বের মা” ব'লে ডাকাই ভাল!

শৈব্যা। (সজল নয়নে) কি “দিদি” ব'লে—

রাজা। হ্যাঁ, কমল তাই ব'লবে; আর মল্লিকা “বধু দিদি” বা “বউ দিদি” ব'লে ডাকবে!

কম। আর আপনাকে কি ব'লে ডাকবো মহারাজ?

রাজা। আমাকে?—আমাকে?—মল্লিকে তো “দাদা” ব'লেই ডাকবে। আর তুমি—তাই তো!—যা হয় একটা—না হয় এখন কিছু দিন ডেকেই কাজ নাই, তার পর যা হয় হবে!

কম। তা বা হ'ক, মহারাজ!—

রাজা। কমল! আবার মহারাজ?—

কম। এ প্রান্তর, কে আছে মহারাজ? মুখ দে যে আর কিছু বেরোর না মহারাজ!—“মহারাজ” না ব'লে যে বুক ফেটে যায় মহারাজ!—

রাজা। তা যা হ'ক, কি না ব'ল'ছিলে কমল?

কম। ব'ল'ছিলাম এই—মহারাজ সারা রাত্ আর এই এত বেলা পর্যন্ত কেবল ঘোড়ার উপরেই এসেছেন, মৃগয়াতেও ক দিন এইরূপে গেছে, এক তিলও বিশ্রাম করেন নি—আমরা তবু গাড়ীতে শুয়ে ব'সে আ'সছি, অত রোদ্দ লাগেনি; এখন আপনি একটু বিশ্রাম করুন, বিহীন আপনার পদসেবা করুক। দেবীও ঐ আন্তরণে শয়ন করুন, আমি তাঁর পদসেবা ক'ছি; আর মল্লিকেও রোহিতাশ্বকে নিয়ে শয়ন করুক!

রাজা। (সহাস্তে) পদসেবা! হা কমল! তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তথাপি বালিকা! এখনো পদসেবা—শুভ্র উদরে পদসেবা—যার উদর-

সেবার যোত্র নাই, তার আবার পদসেবা ! ও কথাও কি আর বলতে আছে ? তোমাদের কি ক্ষুধা হয় নাই ? বৎস রোহিতাশ্রকে সেই প্রাতে বিহুর এক গ্রাম থেকে একটু ছপ এনে দিচ্লো—

শৈব্যা । ভায়, বাছা! আমার এতক্ষণ কতবার খায় !

রাজা । হার কমল ! তাও কি তোমার মনে নাই ? আমার আবার পদসেবা ! আমাকে কি এখনি উদরাম্বের জন্ত ভিক্ষায় বেরুতে হবে না ?

শৈব্যা । কেন মহারাজ ! আপনি যাবেন কেন ? যতক্ষণ আমার অঙ্গে এই ক খানা অলঙ্কার আছে, ততক্ষণ চিন্তা কি ? ঐ দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে ; বিহুর এ শুলি ল'য়ে যাক্ ; এই মণিময় অলঙ্কার দিয়েও কি কিছু দিনের মতন ক জনের খাদ্য সামগ্রী পাবে না ?

রাজা । হা ! (অদ্যোমুখে মৌন)

মল্লি । (জনান্তিকে) দেবি ! মহারাজকে আর অত শুনিয়ে কাজ কি ? বিহুরকে চুপি চুপি দেওয়া যাক্—

রাজা । হা ভাগ্য ! শেষে কি এই ক'ল্লে ? স্ত্রীর গার গহনা বেচিয়ে খাওয়াবার জন্ত কি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এত যুদ্ধে বাঁচিয়ে রেখেছিলে ? জগতে এই কৌতুক দেখাবার জন্তই কি কাল তারে কাল মুগয়ায় পাঠিয়েছিলে ? (শৈব্যা কর্তৃক স্বীয় অলঙ্কার মোচন ও বিহুরের প্রতি ইঙ্গিত)

মল্লি । (মুহূর্ত্তের) অত কেন ? আপনার যেমন তেমন এক খানাতেই হুমাসের পক্ষে যথেষ্ট হবে !

কম । ওকি দেবি ! অত মূল্যবান অলঙ্কার কেন ? আমার হাতে যে এই সামান্য বলয় আছে, এগুন ইহাতেই হবে ! (বলয় মোচন)

শৈব্যা । না, তা হবে না, কমল ! তা কখনই হবে না ! বিহুর, এই দিকে—

কম । না বিহুর, এই দিকে—

বিহু । (করযোড়ে) দেবী ! এ দাসের একটা নিবেদন শুন্ ; আপনাদের কারোরই অলঙ্কার দিতে হবে না । মহারাজ যখন শকটের জন্তে আদেশ করেন, আভাসে এ দাস তখন কতক বস্তুতে পেরেছিল ; তাই কিঞ্চিৎ আহারের সামগ্রীও সঙ্গে করে এনেছি ; গাড়ীর পেছনে

সিন্দুকের মতন একটা স্থান আছে, তাতেই সে সব র'য়েছে। এখন তাতে মা, ছ তিন দিন তো বেস চ'লবে। অমৃত হযগে আনি—

রাজা। আ! বিহর! এ গুণের পুরস্কার তোরে কি দিব? হায়! এখন আশীর্বাদ বৈ অস্ত্র পুরস্কার দানের ক্ষমতা আর নাই! ক্রি থাদ্য বিহর?

বিহ। আজ্ঞে, আটা, ঘৃত, শর্করা আর ডা'ল্—

রাজা। রন্ধনের উপায় কি বিহর?

বিহ। আজ্ঞে মহারাজ, বাঁটলো দুটো আর তাওয়া একটা আছে, আগুন ক'রে আটা মেখে দিই, হ'তে কতক্ষণ?

রাজা। (সহাস্ত্রে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক) আজ্ঞা, তবে তাই হ'ক! (রাগীর প্রতি) তোমরা ততক্ষণ বিশ্রাম কর, বিহর আয়োজন করুক; আমি নদীতে স্নান তর্পণ ক'রে ত্বরায় আ'সছি।

[রাজা ও বিহরের প্রস্থান।

শৈব্যা। (শয়ন পূর্বক) বিধাতার চক্র বড়ই বাঁকা, অধিক আর কি ব'লবে! কমল, তুমিও শোও; মল্লিকে রোহিতাজকে আমার কোলে দে তুমিও শোও। (রোহিতাজ ও মল্লিকার শয়ন)

কম। না, আমি শোব না। ওদিকে অনেক শুকনো কাঠ ছড়িয়ে আছে দেখছি, ততক্ষণ ব'সে থেকে কি ক'রোঁ, কুড়িয়ে আনি। (পরি-ক্রমণ) সখি মল্লিকে! ভাই গোটাকতক ঘোড়ার পায়ের শব্দ পা'চ্ছি—হয়তো তোমার বসন্ত আ'সছেন! আ! দাদাকে যদি সঙ্গে ক'রে আনেন, তবে কি না হয়!

মল্লি। (উঠিয়া) কৈ ভাই কোন্ দিকে?—না, ও বে নাগেশ্বর আর চার পাঁচ জন অচেনা অস্বারোহী!

শৈব্যা। তবে আমরা আর শোয়া হ'লোনা—সুধু নাগেশ্বর হ'লেও বা হ'ক। বোধ হয়, নাগেশ্বর অস্বীয়তা ক'র্বে আ'সছে, কিন্তু তবে এত লোক সঙ্গে কেন? কমল, তুমি এদিকে স'রে এস। ঐ না সকলে দাঁড়া'লো? ঐ না নাগেশ্বর আর একজনের সঙ্গে ঘোড়া থেকে না'ম্লে? ঐ না এই দিকেই দুজনে আ'সছে?—নাগেশ্বর বথার্থই ব্যথার ব্যথীর বতন কাজ ক'র্মে—রাজ্যের এত লোক, দেখ আর কেউতো এলো না?

মল্লি। কেউ তো এখনো টের পায়নি; নাগেশ্বর মহারাজের সঙ্গেই বনে ছিলেন কিনা, তাই উনি জা'ন্তে পেরেছেন। কিন্তু এ ছুঃখের সময় উনি হা'সুতে হা'সুতে আ'সুছেন কেন?—

[কমলার নিকট নাগেশ্বর ও জনৈক রণবেশী
পুরুষের প্রবেশ]

ওকি? কথা না, বাকী না, দৌড়ে এসেই কমলের গায় হাত দেয় কেন? ওকি? বল ক'রে ধরে যে—নে যায় যে—(উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ! মহারাজ!

[ডাকিতে ডাকিতে বেগে নদী অভিমুখে প্রস্থান ।

কম। (চীৎকার স্বরে) দেবি! মল্লিকে! দেখ! দেখ! একি? আমার ধ'রে নে যায়—সর্বনাশ হ'লো—তোমরা এস গো—মহারাজ! মহারাজ! মহারাজ! পাপিষ্ঠ আমার ধ'রে নে যায়—মহারাজ এ সময়ে কোথায় রৈলেন? হায় মহারাজ! রক্ষা করুন—দাসীকে রক্ষা করুন!

নাগে। সে কি জীবিতেশ্বর! তোমার জীবিতনাথ তোমায় ল'য়ে যাচ্ছে, তাতে এত চীৎকার কেন? তাতে আবার অস্ত্রে রক্ষা ক'রো কি? তর কি?—এস—

[কমলাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান ।

শৈব্যা। (চীৎকার পূর্বক) মহারাজ! মহারাজ! সর্বনাশ হ'লো!

(নেপথ্যে মল্লিকার চীৎকার—মহারাজ! মহারাজ!

রক্ষা করুন!)

শৈব্যা। হায়! হায়! কি হ'লো? কেন এমন হ'লো—(উন্নত স্বরে) নাগেশ্বর! ও নাগেশ্বর! আমি শৈব্যা রাণী—আমি তোমায় আদেশ ক'চ্ছি, ছেড়ে দাও—কমলকে ছেড়ে দাও, এখনি ঘোর শাস্তি পাবে—এখনো ছেড়ে দেও—

রোহি। (রাজার অসি গ্রহণ পূর্বক ধাবমান) কমল মালীকে নে যায়, এত বড় স্পর্ধা—ওরে কেটে ফেলবো।

৩য় অঙ্ক] হরিশ্চন্দ্র নাটক ।

৫৩

শৈব্যা । (নিবারণ পূর্বক) ও বাবা ! তুমি কোথায় যাবে ? যেয়োনা, বাবা, যেয়োনা—

রোহি । আমি অবশ্যই যাব—আজি ওরে কা'টবো ; আমার কমল মাসীকে ধরে নে যায়, ওরে কেটে ফেলবো !

(নেপথ্যে—ভয় নাই, ভয় নাই, আমি যা'চ্ছি—বিদূর !

আমার তুণ ধনুক—শীঘ্র !)

শৈব্যা । মহারাজ ! সর্বনাশ হ'লো ! মহারাজ ! ঘোড়ার উপর তুলে কমলকে নে ছুটে পালান'লো—

[রাজার প্রবেশ]

রোহি । এই নেন বাবা, এই আপনার আস—আপনি না এলে আমিই কা'টতাম বাবা !

রাজা । (পুত্র-মুখচূষন ও অসি গ্রহণ পূর্বক) কৈ কোন দিকে ? ব্যক্তিটা কে ? এত দূর ছঃসাহস কার ? কার মুঠা আসন্ন ? কৈ কোন দিকে ?—

রোহি । ঐ ওদিকে—ঐ দিকে বাবা—

শৈব্যা । আর কে ? তোমার সখা নাগেশ্বর !

রাজা । নাগেশ্বর ! আ ! এমন !—বিদূর ! শীঘ্র আমার ঘোড়া নিয়ে পশ্চাতে এস—

[বেগে প্রস্থান ।

[অপর দিক্ হইতে বিদ্বান্মিত্র ও পাতঞ্জলের প্রবেশ]

বিদ্বা । (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ ! প্রত্যাশ্রয় হও ; মহারাজ ! প্রত্যাশ্রয় হও ; মহারাজ ! যেয়োনা—যেয়োনা—এখনো এস বা'লুছি—এখনো বিদ্বান্মিত্রের কথা রক্ষা কর, এখনো এস, নচেৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও তোমার অধোগতি নিবারণ ক'র্ত্তে পারেন না !—এস, আমি সব বিহিত ক'রো—

(সপুত্র রাণীর প্রণাম)

এস. না এস—জন্ম এরোদ্রী হও—শতগুণে ধর্ম্মে মতি হ'ক ! কেন মাঝে ! রাজা এমন ক'রে যা'চ্ছিলেন ?

[মল্লিকার প্রবেশ ও প্রণাম]

শৈব্যা। প্রভু, আর এদাসীকে রাজ্ঞী ব'লে ডাকা কি উচিত ? ও নাম, প্রভু, এখন পরিহাসের নাম হ'য়েছে !

বিধা। মা ! আমায় এ তিরস্কার ভুগি ক'ঠে পার ; কিন্তু মহারাজই স্বেচ্ছায় ইটী ঘটিয়েছেন !

শৈব্যা। না প্রভু, আমি তিরস্কার কি আক্ষেপ ক'রেও বলিনি—যিনি ঘটান তাতে খেদ কি ? কিন্তু ও নাম আর কেন, এই কথাই ব'লছি !

পাত। কেন ? আক্ষেপই বা নয় কেন ? হায় ! একি সামান্য কথা, যে, শৈব্যাঙ্গীকে আর রাণী বলবার যো নাই ! (স্বগত) গোড়া কেটে আগায় জল ! আমার গুরুর ব্যবহার তাই ! (প্রকাশে) মাগো ! তোমার এ অবস্থা দেখে, কঠোর তপস্বী যে আমরা, আমাদেরও বুক কেটে যা'চ্ছে—আমার তো যা'চ্ছে, (ঋষির প্রতি বক্র দৃষ্টি) অন্যের কথা বলতে পারিনে !

[রাজার প্রবেশ ও প্রণাম]

বিধা। চিরঞ্জীবী ভব ! চিরঞ্জীবী ভব !—মহারাজ, এত ক্রুদ্ধ বেশে এত রৌদ্রে দ্রুত কোথায় যা'চ্ছিলেন ?

রাজা। এক রাক্ষসকে এত কাল দেবতা জ্ঞানে বৃকে ক'রে পোষণ ক'রে আ'স্ছিলেম—সে যে এমন অকৃতজ্ঞ পিশাচ হবে, স্বপ্নেও জা'ন্তেমন না—অকৃতজ্ঞ নরাদম আ'জ্ আমার যে অপমান ক'রেছে, রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী হ'য়েও আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে তার শোণিত দর্শনের প্রতিজ্ঞা করি। এত বড় স্পর্ধা ! কর্দমে পতিত হস্তীর প্রতি ভেকের যে আচরণ প্রসিদ্ধ আছে, এই কপট নরাদম তাই আ'জ্ সপ্রমাণ ক'ল্লে ! প্রভুর নিষেধ, কি করি ! নচেৎ তার কি দশা হ'তো এখনি দেখতেন ।

বিধা। কে ? ব্যক্তিটা কে ? ক'রেছে কি ?

রাজা। প্রভু ! তুঙ্গদ্বীপের রাজপুত্রী আমার পরম আত্মীয়া—আমার নিতান্ত রক্ষণীয়া—আমি নানে গিয়েছি—সেই অবসরে ছুরাঘা কিনা তারে হরণ ক'রে ল'য়ে গেল ! একটু চক্ষু'জ্জাও ক'ল্লে না ?

বিধ্বা। কে? ব্যক্তিটা কে?

রাজা। আপনি জানেন্ তারে—সেই যে কা'ল্ আমি চ'লে এলে, আমার পশ্চাতে আপনার আশ্রমে যে দাঁড়িয়েছিল—সেই নাগেশ্বর—এখন বোধ হ'চ্ছে যথার্থই নাগেশ্বর!

পাত। হঁ! আমিও তাই ভাব'ছিলাম—বলি, এমন মহাত্মা আর কে হবে? (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! চতুর্দিকে যার নামে এত দী দী শব্দ, এত প্রতিষ্ঠা, সেই হ'লো প্রতিনিধি!—দিব্য প্রতিনিধিটা হ'য়েছে বটে!—রাজা বুঝি এখনো তা টের পাননি—জুনিয়ে দিতে হ'লো! (প্রকাশ্যে) ও বাবা! যিনি এখন রাজ্যে মহারাজ, তিনিই?

রাজা। প্রভু! ব'ল্‌তে লজ্জা করে—আমি তারে সখা ব'ল্‌তেম; এমন প্রকৃতি, আগে তা তো জা'ন্তেমনা—

শৈব্যা। কিন্তু মহারাজ! আমরা অবোধ অবলা হ'য়েও তারে চিন্তে—আপনি দাসীদের কথা কাণে নیتেন না।

বিধ্বা। নাগেশ্বর? কমলাকে নাগেশ্বর ল'য়ে গেল?

রাজা। প্রভুর সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় হ'য়েছে নাকি?

পাত। (স্বগত) পরিচয়! সাধের প্রতিনিধি! টেরটা পাবেন!

বিধ্বা। হাঁ, কতকটা বটে—তার অবস্থাস্থরের কথা কি মহারাজের শোনা হয় নাই?

রাজা। আমি তারে প্রভুর আশ্রমে রেখে এসেছি, সেই পর্য্যন্ত, আর কিছুই জানি না—

বিধ্বা। নাগেশ্বর এমন কাজ ক'র্কে?

পাত। প্রভু-হস্তার ছেলে, সে আবার কোন্ কাজ না পার'কে! নিজের যে প্রভু-পুত্রকে বিধ খাইয়ে পাগল ক'রেছে, সে যে প্রভু-কন্যাকে ধ'রে নে গে বে ক'র্কে, তাও কি বড় কথা হ'লো! ক'র্কে না কেন? বা'মনের মত পাতর-চাপা কপাল তো নয়! যে যত ধর্ম্মপথে থাকে, তার কপালে ততই ছাই পড়ে!—দেবতা ঋষিদের দয়া কেবল ভক্তবিটলে-দের উপর বৈতো না! যে যত পরস্বাপহারী, পরকন্যাহারী, প্রভু-দ্রোহী, প্রতিপালক-দ্রোহী, রাজ-দ্রোহী, অকৃতজ্ঞ—যে যত কেন লোকের অগ্রিয়

হ'ক না, মিষ্ট মিষ্ট কথায় গোটাকতক মধুর হরিতকী ঢাল'তে পা'ল্লেই তারে আর ঠাকুরদেব অদেয় কিছুই থাকে না!—কপাল! সব কপাল! পূর্ন জন্মে স্কন্ধাত ক'রে এসেছে, তাই জানা নেই, শুনা নেই, যেমন ছোটো স্তব স্ততির বুলি ছেড়ে গাড়িয়ে প'ড়েছে, অগ্নি যা প্রতিনিধি হ'গে যা—যা মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের তক্তে ব'স'গে যা! আর যারা চিরকাল পদসেবা ক'রে মরে, তারা বা বনে প'ড়ে থাক'গে বা—যা তারা কেবল কুশাবধপত্রের কাঁটা কুটে ম'র'গে যা—

বিশ্বা। শুন পাতঞ্জল, যদি আপনার ভাল চাও, তবে যেখানে সেখানে অধিক বাচালতা ক'রো না!

পাত। (স্বগত) তা তো জানাই আছে, বা'ম্নে কপালে ওদিকেও ছাই, এদিকেও ছাই! এত বড় আশা ভরসাটায় জল দিলেন, তা ছাই ছোটো আপশোষ কল্লারও যো নাই! চুলোয় যা'ক—রাজতও যে পথে গেছে, অভিমানও সেই পথে যা! (প্রকাশ্যে) আজে, বাচালতা আর কি? প্রভু আদেশ ক'রেছিলেন, অদৃষ্টের ফলাফলটা মাঝে মাঝে গ'ণে ট'নে দেখা ভাল, তাই একবার দেখছি! আর ভা'বছি, বলি তাইতো, নাগেশ্বর রাজা হ'য়ে এমন চৌর্যাকাধাটা ক'ল্লে!

বিশ্বা। ক'রেছে তা তোমার তাতে কি? আর ক'রেছেই বা কি? ক্ষত্রিয় বীর কর্তৃক ক্ষত্রিয়-কন্যা হরণ, এতো আবহমানের প্রথা।

রাজা। আজে, সে স্বয়ম্বর কালে—যখন সকল ভূপাল সমবেত হন, তখন কোনো তেজস্বর ক্ষত্রিয় বীর আপনার ভূকবীৰ্য্য দেখিয়ে সকলের সাক্ষাতে সেই স্বয়ম্বর কন্যাকে যদি হরণ ক'রে ল'য়ে যেতে পারে, তবে তার পৌরুষ বটে! এতো প্রভু সেরূপ হরণ নয়, এ অপহরণ—এ চৌর্য্য—এ অতি দুর্কাৰ্য্য। আমি তার প্রতিকল দিতেই যা'চ্ছিলেম; প্রভুর আদেশ, ঐ করি প্রত্যাগমন করছি। এক্ষণেও অনুমতি পেলে—

পাত। (স্বগত) সে অনুমতি আর দিতে হয় না—নির্দোষীকেই কেবল দণ্ড দিতে জানেন। লোকে ব'ল্লেই বলে “বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি!” সব উল্টো—বিধাতার সৃষ্টিতে পুকুরে জল, ও'র সৃষ্টিতে গাছে জল! এই ধৃষ্ট কপটকে সকলে ঘৃণা করে, উনি তাকে সূবর্ণচক্ষে দেখলেন!

বিশ্বা । এখন আর গিয়ে কি ক'র্কো মহারাজ ? এতক্ষণ সে বহু দূর গিয়ে প'ড়েছে—অবশ্যই অশ্ব-পৃষ্ঠে এস থা'কবে—তুমি যেতে-যেতে তারা রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হবে, সুতরাং তাদের অনুসরণ ক'র্ত্তে হ'লে তোমাকেও সে পর্য্যন্ত যেতে হয়, তবেই যে অজ্ঞ তোমার গোপনে নগর পরিভ্রাণ করা হ'য়েছে, সেই কারণই ঘটে !

পাত । তাতে এখন নাগেশ্বর তো দেশের রাজা, মৈত্র সামন্ত সব তাঁর হাত, মহারাজ একা গিয়ে আর কি ক'র্কেন ? হয়তো নগর-তোরণে প্রবেশ ক'র্ত্তেই পাবেন না—

রাজা । নাগেশ্বর এখন দেশের রাজা ?

বিশ্বা । (পাতঞ্জলের প্রতি সক্রোধে) সে রাজা হ'ক্ না হ'ক্, সে কথায় তোমার কাজ কি ?

পাত । আছে না, যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন আর আমার কাজ কিছুই নাই ; তবে কিনা ইনি না জেনে একা গিয়ে পাছে বিপদে পড়েন, সেই আশঙ্কাতাই—

রাজা । (সহাত্রে) ঠাকুর ! তুমি ব্রাহ্মণ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের বাণশিকার কিছুই জান না, তাই তোমার এত আশঙ্কা ! আপনি যা ব'ল্লেন, কোনো ক্ষত্রিয়ের মুখে এমন কথা আমার সহ হ'তো না !

বিশ্বা । ভাল জালায় ঠেকলেম ! আরে তোমার এত আশঙ্কা হবারি বা প্রয়োজন কি ? উনি বিপদ দেখিয়ে দেবেন তবে লোকে আপনার বিপদ দেখবে ! তোর বুদ্ধির কপালে আগুন ! এখনো ব'ল্ছি চূপ ক'রে থা'ক !

পাত । যে আছে, এই মুখ বুজলেম ! (মুখের ভঙ্গী বিশেষ)

বিশ্বা । মহারাজ ! তোমার স্মরণ করা উচিত, তোমার প্রতিজ্ঞা আছে, রাণী শৈব্যা আর রাজপুত্র রোহিত্য্য ব্যতীত আর কিছুতেই তোমার স্বত্বাধিকার থা'কবে না । তা যদি হয়, তবে মহিষীর পূর্ক্ সহ-চরী আর তোমার নিজের পূর্ক্ হৃত্যকে সঙ্গে ক'রে আসা কি তোমার বৈধ হ'য়েছে ?

রাজা । প্রভু নিশ্চিত জা'নবেন, হরিশ্চন্দ্র যেমন প্রতিজ্ঞা করুক

তৎপালনে সে অণুমাত্র শিথিল-সংকল্প হবে না ! এ দাস দেহের পিঙ্গল-বাস
ব্যতীত ত্যক্ত ঐশ্বৰ্য্যের কিছুমাত্র গ্রহণ করেনি ; মতিধীর সহচরী ভাবেও
কারোকে আনা হয়নি ; তবে যে সেই কমল, কি এই মল্লিকা সঙ্গে এসেছে,
তার বিড়ম্বন হেতু—

বিশ্বা । কি হেতু মহারাজ ?

রাজা । সম্পদ, বিপদ, ঐশ্বৰ্য্য, দারিদ্র্য, এই সমস্তই ফলিক—এই আছে
এই নাই—কাল রাজা আ'জ্জ ভিকারী, এ অধীন তার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত
হল ! তাতে প্রভু এ দাস ক্ষুণ্ণ নয়—অণুমাত্র কাতর নয়—

পাত । সাধু ! সাধু ! সাধু ! হায়, এমন লোকেরও এমন হয় !

বিশ্বা । এই বুদ্ধি তোমার মুখ বোজা ?

পাত । আঞ্জে না, এ সেরূপ কথা না—এ খুব ভাল কথা—এতে মন
নেচে উঠে—যা হ'ক এগারে এই একবারে বুজ্জগেম । (মুখের ভঙ্গী
বিশেষ)

রাজা । কিন্তু প্রভু, অবস্থা যার যেমন হ'ক, আপনার স্ত্রীপুত্র পরিজনর
লজ্জা সন্মম আর ধর্ম রক্ষার জন্ত পুরুষ মাত্রকেই সাধ্যমত যত্ন ক'র্ত্তে হয় ।
কমল আর মল্লিকা আমার তদ্রূপ পরিজন—যেমন শৈব্যা আর রোহিত্য
আমার রক্ষণীয়, তাদের যেমন কেবল আমিই আশ্রয় ; রাজা হই, দরিদ্র হই,
তাদের প্রাণ আর মান রক্ষার্থ যেমন প্রাণপণ ক'র্ত্তে হবে, কমল আর মল্লি-
কাও আমার তেমনই অবশ্য রক্ষণীয়—তাদের আমি বৈ আর গতি নাই ।
সুতরাং প্রভু, শৈব্যার আমোদ আহ্লাদ, সুখ সেবার জন্ত তিনি তাদের
আনেন নি ; তারা নিরাশ্রয়, তাদের আর কেউ নাই, তাদের না আ'নুল নয়,
সুতরাং তারা এসেছে—তারা আপনারাই এসেছে ; নচেৎ প্রভু, এই বন-
বাসে আপনার জনকে সাধ ক'রে কি কেউ আনে ? না, তারাই আসে ?

বিশ্বা । আর এই যে ঘোটক, বলদ, শকট আর ভূত্যাতি দেখছি ?

রাজা । হ্যাঁ, পশু আর শকট আপনার বটে ; আপনার যেমন ইচ্ছা !

বিশ্বা । মানুষটা ?

রাজা । উটীও আপনার প্রজা ; কিন্তু—

বিশ্বা । “কিন্তু” কি ? মনের অভিশ্রাব স্পষ্ট বলাই উচিত ।

রাজা। অর্থে ক্রীত দাস বাতীত অল্প যত লোক, তারা বোধ করি নিজে নিজ ইচ্ছার স্বাধীনতায় স্বত্ববান হ'তে পারে। ওই ইচ্ছা হয় যাক; আমি নিজে বলপূর্ব্বক ওরে আনি নাই—রাখতেও চাইনে—এই পয়াস্ত্র ব'লেতে পারি।

বিশ্বা। মহারাজ! এককালে আমিও রাজা ছিলেম বটে, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা—একণে আমি রাজসভার বাক-কোশল আর আশ্চর্য্য তর্ক-চাতুরী সব ভুলে গিচ্ছিলাম, আজ তোমার এই কথায় স্মরণ হ'লো।

রাজা। প্রভুর সমক্ষে এ দাস রাজসভার বাকচাতুরী প্রকাশে অসমর্থ, আমার ছউণ্ডা জুই প্রভু যা মনে করুন। যা নিবেদন ক'লেন তা কি সমস্তই সত্য নয়? কোনো ভুক্তি তর্কিততা দ্বারা কি সত্য নিকৃত হ'লো?

বিশ্বা। মহারাজ! এক কথায় তোমার কথার উত্তর দিব;—তুমি যা ব'লে, এ যদি জাযা বিধি হয়, তবে রাজধানী ত্যাগ করা বৈ তোমার আর কিছুই ত্যাগ ক'র্ত্তে হয় না! তোমার মন্ত্রী, সেনাপতি, অস্ত্রাধী কৰ্ম্মচারী; তোমার সমুদয় প্রজা; আত্মীয় বন্ধু বান্ধব; সকলেই তো স্বেচ্ছার স্বাধীনতা-সঙ্গে স্বত্ববান—সকলেই তো তোমার নিকট আ'স্মিতে ইচ্ছুক হ'তে পারে—তুমি সকলকেই তো এই কথা ব'লে এই যুক্তিতে গ্রহণ ক'র্ত্তে পার—তুমি বনে গেলেও তোমার বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিবাসী দ্বারা তুমি ত্রিরাশি মধোই পূর্ব্ববৎ পরিবৃত্ত হ'তে পার; স্মতরাং স্থান ত্যাগ বৈ তোমার আর কিছুই ত্যাগ ক'র্ত্তে হয় না! স্মতরাং আমার যে রাজ্য দান ক'রেছ, সে রাজ্য নয়, দুদিনেই তা বন হবে। আর তুমি যে বনে যা'চ্ছে, সে তো বন নয়, দুদিনেই তা জনকোলাহলপূর্ণ মহারাজ্য হ'য়ে উঠবে! কেমন, এই তোমার রাজ্যদান করা, না? এইরূপে কি তোমার সূর্য্যবংশীয় রাজারা সত্য পালন ক'রে থাকেন? আমি সেইটা কেবল তোমার মুখে একবার শুন্তে চাই, তা হ'লেই আমি প্রবোধ-পাই। আমি এমন দান চাইনে—কদাচ চাইনে—তোমার রাজ্য তুমি এখন প্রতিগ্রহণ কর—(ক্রোধে কম্পবান)

রাজা। প্রভুর সঙ্গে দার্ষের উত্তর প্রত্যুত্তর শোভা পায় না। প্রভুব না ইচ্ছা, তাই হবে—আমার আর অধিক নিবেদন নাই।

শৈব্যা । (সরোদনে) কিঙ্ক নাথ ! কমল—

বিশ্বা । ঐ ধৰ্ম ; প্রভুর ইচ্ছা অনিচ্ছায় আর ফল কি ? ষাঁদের ইচ্ছায় সংসার চ'লে আ'সছে, তাঁদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করা তোমাদের সাধ্য কি ? আর আমার এখানে তিলমাত্র থাকা উচিত নয় । (গমনোদ্যম)

পাত । সূধু ওঁরা ব'লে কেন—দেবতারাও তো, প্রভু, দেবীদের কথা শুনে থাকেন ? দেবতা মাছুষ সবদি ঐ দশা, তবে আর প্রভু একা মহা-রাজার উপরই বা রাগ করেন কেন ?

রাজা । (সকাতে দেবতার পদ ধারণ পূর্ব্বক) প্রভু ! কোপ ত্যাগ করুন—যা অল্পমতি ক'র্ষেন, তাই হবে ! “হরিশ্চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে প্রীতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্ত্তে পারেনি” জগতে এ কলঙ্ক কদাচ থাক্তে দিব না । আর আমি নিশ্চিত জানি যে, যে ত্যাগ-স্বীকারে হরিশ্চন্দ্রের সত্যপালন নির্দোষরূপে পূর্ণ হবে, সে ত্যাগ-স্বীকারে পতিপ্রাণা শৈব্যা কদাচ কাতরা হবেন না !

বিশ্বা । তবে মহারাজ ! ও সব বাক্যকৌশল ছেড়ে দাও ; যা দান ক'রেছ, তা অকপট চিত্তে অর্পণ কর ; এক জনের ছল পেয়ে রাজা সূদ্ধ তোমার অমুগমন ক'র্ষে, তা কদাচই হ'তে পার্বে না—তাতে তোমারও দান অসিদ্ধ, আমারও ঘোর অতৃষ্টি ! অতএব মহারাজ ! তুমি স্ত্রী, পুত্র বাতীত জন প্রাণীকেও সঙ্গে ল'য়ে যেতে পার্বে না—তুমি কমলের মারা ত্যাগ কর ; তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাকে বিবাহ না ক'র্ত্তে পারে, তদ্বিধান করা আমার ভার ! এখন এ রাজ্য আমার, যাতে অবিচার হবে, তেমন কাজ কি আমি ক'র্ত্তে দিই ? তাতে কি আমার অধর্ম্ম আর অপঘল নয় ? তুমি দান করা অশ্ব শকটাদি যা কিছু ল'য়ে এসেছ, সে সব আমাকে প্রত্যর্পণ কর—তোমাকে এখন এ সব ছেড়ে যেতে হবে ! ঐ মল্লিকা, ঐ ভৃত্য, এরা কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না—তুমি স্ত্রী পুত্র ল'য়ে পরম স্নেহে যদুচ্ছা গমন কর, আমি এদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ক'র্চ্ছি ।

মল্লি । (সরোদনে) হা দেবি ! হা রাজি ! তোমার এ অধিনী কোথায় যাবে ? হায়, অভাগিনীর যে আর কেউ নেই ! ওগো এ জনম-জখিনী যে তোমাদের বৈ জগতে আর কারোকেই জানে না—ওগো আমি

আর কোথায় যাব ? (বিঘামিত্রের পদে পতিতা) প্রভু আমার দশা কি হবে ?

বিধা । মহারাজ ! তোমার জ্ঞাতি-পিতৃব্য-কন্ডা একজন আছেন শুনিছি, ইটা কি সেই ?

রাজা । আজ্ঞে হাঁ—

বিধা । কেন ? তবে এঁর জন্ম চিন্তা কি ? আমি শুনিছি মন্ত্রীপুত্র বসন্তের সহিত মল্লিকার সম্বন্ধ হ'য়েছে !

রাজা । সে কি প্রভু ? সৌবীরের কন্ডার সঙ্গে তো মন্ত্রীপুত্রের বিবাহের প্রসঙ্গ শুনিছি—

বিধা । সেটা পিতায় পিতায় ; কিন্তু যুবক যুবতীরা কি পিতা মাতার সম্বন্ধের অপেক্ষায় ব'সে থাকে ? আমি এতদূর জানি, তুমি এদের সর্ব-মর কন্ডা হ'য়েও জাননা মহারাজ, এইটাই আশ্চর্য্য ! হয় নয় জিজ্ঞাসাই কেন কর না ?

রাজা । (শৈব্যার প্রতি) মহিষি ! একি সত্য ?

শৈব্যা । কমলের মুখে এইরূপ শুনিছি বাটে—

বিধা । কেন ? মল্লিকার নত বদন দেখেও কি মহারাজ ! তোমার সন্দেহ যা'চ্ছেনা ?—স্বন্ধ তোমাদের ভাবনা দূর করীর জন্মই আমার এত কণা বলা !

রাজা । তা হ'লে তো এক বিশেষ দায়েই মুক্ত হই ; কিন্তু বোধ হয় মন্ত্রী সম্মত হবেন না—

বিধা । মন্ত্রীকে তুমি পত্র লিখে দাও ; ঐ শকটে ক'রে মল্লিকাকে ল'য়ে এই ভূতা চ'লে যা'ক—কুমারী কন্ডা ভূতোর সঙ্গে একা না যায়, পাতঞ্জল ঐ অশ্ব-পুষ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে যাবে—আনিও পশ্চাদ্গামী হ'চ্ছি । তোমার পত্র, পুত্রের ইচ্ছা, আমার অনুরোধ ; মন্ত্রী অবশ্যই সম্মত হবেন—

রাজা । প্রভুর আজ্ঞা শিরোদার্য্য । কিন্তু এখন আর মন্ত্রীকে পত্র লিখনে আমার কত দূর অধিকার তা জানি না !

বিধা । আমার অনুমতিতে—আমার নাম ক'রে—কোনো হানি নাই—

রাজা । যে আজ্ঞে—কিন্তু লিখনের উপকরণ—

বিশ্বা। (সহাস্তে) মহারাজ! যার যাতে অরুচি, সে তাতে পদে পদেই আকাশ দেখতে পায়! মল্লিকাকে ছেড়ে যাওয়ার মন নাই, স্মৃতির নানা ছল!—পাতঞ্জল! খুঁজি থোলো তো!—অলঙ্কর, ভূর্জপত্র, বংশ-লেখনী দাও তো—

[পাতঞ্জল কর্তৃক ঐ সমস্ত দান ও রাজার পত্র লিখন-
কালে শৈব্যা ও মল্লিকার পরিক্রমণ পূর্বক দূরে
অবস্থিতি এবং রোদন, প্রবোধদান,
বিদায়গ্রহণ ইত্যাদি]

রাজা। বিদূর! এই পত্র লও—বৃদ্ধ মন্ত্রীকে আমার অভিবাদন জানিয়ে
এই পত্র খণ্ড দিও—আর বলো—(নিস্তর)

বিদূ। (সরোদনে) মহারাজ! এত দিনে এ দীন দাসের পরমায়ু শেষ
হ'লো! (লুপ্তিবস্থায় হা হ'তোমি)

(রাজা কর্তৃক বিদূরকে সহস্তুে তুলিয়া আলিঙ্গন)

পাত। (দরোদনে) প্রভু! রাগ ক'র্কেন না—আমি কিছুতেই চ'কের
জল নিবারণ ক'র্ত্তে পা'চ্ছি'নে! হায়! মহারাজা হরিশ্চন্দ্র! মহারানী
শৈব্যা! এমন সুকুমার রাজকুমার! হায়! এঁরা আজ যথার্থই পণের
কাঙাল হ'লেন! প্রভু! একটা ভিক্ষা—

বিশ্বা। ভাল আলাবটে—কি? কি? তোমার আবার ভিক্ষা কি?

পাত। প্রভু! এ অবস্থায় রাজার কাছে আর যজ্ঞের টাকা চাই-
বেন না—এ দাসের এই ভিক্ষা! প্রভু নাকি একরূপ ভয়-দেখা'নে কথা ব'লে
এলেন, এই জন্তেই এ দাস—

বিশ্বা। ওহো, ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছ—আমি ভুলে গিছ'লেন!
পাতঞ্জল! চিরজীবী হও! (রাজার প্রতি) মহারাজ! সব তো হ'লো,
আমার যজ্ঞ দক্ষিণার প্রচুর অর্থ দিতে যে প্রতিশ্রুত আছ, তা কৈ?

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক) প্রভু! এ দাসের তো এই
অকিঞ্চৎকর দেহ বৈ আর। কিছুই নাই!

১৮ মার্চ ১৯৩৮

পাত । ও প্রভু ! ও কি ? (জনান্তিকে) হায়, হায় ! তবে ! কি আমি পাগলার সাঁকো নেড়ে দিলেম ? (স্তব্ধ উভয় গাঙে চপেটাঘাত) হায় কি ক'ল্লে'ম ! হায় কি ক'ল্লে'ম ! হায় আমি হ'য়ে কেন মলুন না !

বিধা । মহারাজ ! সুধু নিষ্ঠ কথায় যদি অস্বীকৃত দান সিদ্ধ হ'তো, তবে জগতে অসীম ধনদাতার সংখ্যা করা যেত না !—না মহারাজ, সুদ্র বাক্যের কণ্ন নয় !—কিরূপে কোণা হ'তে দিবে, তা আমি কি জানি ?—তা আমার জানবার প্রয়োজনই বা কি ? আমার অর্থ ল'য়ে বিষয় ; দাও ভাল, না দাও প্রতিজ্ঞা লজ্বনের পাপ আর ব্রহ্মশাপ অবশ্যই তোমার ভাগ্যে আছে—এখন তা দেখতে পাবে !

শৈব্যা । মহারাজ ! এক হ'লো যদি এও হবে, এই সামান্য বিষয়ের জন্য মলিন হ'চ্ছেন কেন ? যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আপনার ধর্মপালন করুন—আমার সঙ্গে এটি সে অলঙ্কার, এও তো মহামূল্য (অলঙ্কার মোচন ও প্রদান) এই ল'ন, ক্ষয়িত্র পাদপদ্মে এই গুলি সমর্পণ ক'র সত্যে মুক্ত হ'ন !

পাত । সাধু ! সাধু ! সাধু ! (উর্দ্ধবাহু নৃত্য) আঃ ! বাঁচা গেল ! তবে আর কি ? তবে আর কি ? মা আমার সাফাৎ লক্ষ্মী ! “পথে নারী বিবর্জিতা” এ কথা যে শাস্ত্রে আছে, সে শাস্ত্র পুড়িয়ে ফেল—পুড়িয়ে ফেল—সাধু ! সাধু ! সাধু !

বিধা । (সহাস্তে) তা নিষেধ ! হা পাগল ! কি সাধুতাই দর্শন ক'ল্লে' ! পরধনে অমন সাধুতা তুমিও ক'র্তে পার !

পাত । পরধনে ?—রাজ্ঞী যে প্রভু, নিজের গা থেকে এই গুলে দিলেন !

বিধা । আরে এ অবোধকে বুঝানই যে ভার—আরে রাজা যখন সমুদয় স্বাবর অস্থাবর তোমারি সাঁকাতে আমাকে দান ক'রেছেন, তখন এই গুলি কি সেই স্বাবর সম্পত্তি হ'তে স্বতন্ত্র ব'লে উল্লেখ ছিল ?

পাত । আছে, এতো রাজার নয়, এ যে মার নিজের স্ত্রীধন ।

বিধা । হাঁ একপ কণ্ট আপত্তি ব্যবহারাজীবী দুষ্ট লোকেরা ক'রে থাকে বটে !—আরে ভ্রষ্টবুদ্ধি ! এইটে বুঝতে পার না, অদম্যমূলক লোকাচারে আর রাজদ্বারের ব্যবহাতে স্বামী-ধন আর স্ত্রীধনে ভিন্নতা

যাই থাকুক, কিন্তু ধর্ম্যতঃ স্ত্রী আর স্বামীর সম্পত্তি কি স্বতন্ত্র ? কদাচই নয়। (রাজার প্রুতি) তুমিই বল দেখি মহারাজ ! এই অলঙ্কার গুলি তোমার পূর্নকার দান করা ধন কিনা ? যদি তা হয়, তবে দান করা ধন প্রত্যাহারণ ক'ল্লে যে মহা লাপ, সেইটী স্বীকার না ক'ল্লে আর এই গুলি দিয়ে কদাচ প্রতিশ্রুতি ঋণে মুক্ত হ'তে পার না !—আমি এসে অবদিয়ে নেন ক'চ্ছি আমার অলঙ্কার গুলি কি ব'লে রাণী এখনো আমাকে দিচ্ছেন না ? ব'লতে কি মহারাজ, আমি লজ্জায় কেবল চাইতে পা'চ্ছি'লেম না ; কিন্তু রাজ্যে পরমা বুদ্ধিমতী, আপনা হ'তেই সে গুলি মোচন ক'রে দিলেন। (অলঙ্কার গ্রহণ ও স্বীয় বসনে বন্ধন করিতে করিতে) মহারাজ ! এ তো হ'লো, এখন যজ্ঞের অর্থের কি তা বল ?

রাজা। (সকাতরে) প্রভো ! দাসের দেহ আছে, আর কিছুই নাই। দায়িত্ব প্রভৃতি শারীরিক শ্রমে কোনোরূপ উপার্জন ব্যতীত উপায় দেখিনে— যদি দয়া ক'রে কিছু সময় দেন, তবে ঋণোদ্ধারের চেষ্টা পাই।

পাত। অঁা, শেষ কি এই হ'লো ? ও হরি !

বিধ্বা। “চেষ্টা পাই !” চেষ্টার কর্ম নয় মহারাজ ! দ্বিপক্ষ সময় দিলেম। আজ হ'তে ত্রিশং দিবসান্তে আবার সাফাৎ ক'র্কো, সেই কালে দিতে পার ভালই, নচেৎ যা হবে বুঝতেই পা'চ্ছে'ী, প্রকাশ ক'রে বলা বাহুল্য ! এখন আমরা চ'ল্লেম—উঠ গো, কথো—চলছে বিজুর ! শকটে ক'রে ও'রে ল'য়ে যাও—পাতঞ্জল ব'সে রৈলে যে ? অশ্বে উঠগে না—

পাত। প্রভু ! অন্ততঃ সময়টা আর ছ এক মাস দিলে কি হয় না ?

বিধ্বা। তাতে আর কি হবে ? চল, এখন চল—

[রাজা, রাণী, রাজপুত্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী সারেঙ—তাল টিমে তেতুলা ।

ভানু কৃষাণু তমু ধরিল !

দিগো দিগন্ত, দহে নিতান্ত, জলাশয়ো শুধিল !

হইয়ে ক্রান্ত মনো, শ্রান্ত পাস্থ জনো, পথভ্রমণো, সবে ত্যজিল—

তরুচরণো সারো করিল ! ১ ॥

ভুলিয়ে নব তৃণ, গোবৎসো হরিণো, ছায়াতে লীনো, যেন হইল !

জলে মহিষো দলো ঝাঁপিল ! ২ ॥

নীরবো সারী শুকো ; খুলি চক্ষু মুখো, যত শাবকো, জলো যাচিল !

দীনো চাতকো মেঘে ডাকিল ! ৩ ॥

কম্পিতা ধরা যেন, দৃশ্য হয় হেন, বহি বহনো, করে অনিল !

জলো অনলো সম তাতিল ! ৪ ॥

ভীষণো হেন দিনে, কে গো নারী সনে, নদীপুলিনে, ধীরে চলিল—

হেরে নয়নো মনো মোহিল ! ৫ ॥

সুরেন্দ্র শচী যেন, ভূমে করে ভ্রমণো, কোলে নন্দনো রূপে উজ্জল !

আহা ! কমলো মুখো শুকালো ! ৬ ॥

চতুর্থ অঙ্ক ।

কাশী—মণিকর্ণিকার ঘাট ।

[পুঞ্জ-ক্লেড়ম্বা শৈব্যা নিদ্রিতা এবং করতল-গণ্ড

রাজা উপবিষ্ট]

রাজা । (স্বগত) হা সুখময়ী রজনী ! তুমি এখনি গেলে ! এত ক'রে বিনয় ক'ল্লোম, তবু একটু থা'ক্লে না ! তা থা'ক্বে কেন ! ভাগ্য-
হীনের কথা জগতে কে কবে শুনে থাকে ? হায় ! এই যে প্রভাত আ'স্ছে,
যত প্রাণী সকলেরি সুখের, কেবল এই অভাগারি নিত্যন্ত দুঃখের কাল—
সাক্ষাৎ কালরূপী কাল ! হায়, রাত্রি কালে তবু একটু চিন্তার শমতা
হয়—নিদ্রার কুহকে প্রিয়া আমার তবু অজ্ঞানে প'ড়ে থাকেন—ক্ষুৎপিপা-
সার যাতনা তত জা'ন্তে পারেন না—অন্ততঃ এই অভাগার চক্ষে তা প্রকাশ
পায় না—অন্ততঃ অন্ধকারে তাঁর আর প্রাণাধিক রোহিতাস্তের মলিন মুখ
ছথানি দেখতে পাইনে, তাতেই তত বুক কাটে না !—হায় প্রভাত ! তুইও
এলি, আর এই ছুটি চাঁদ মুখকে অনশন-রাহগ্রস্ত দেখে অভাগা হরিশ্চন্দ্রের
প্রাণে যা হ'চ্ছে, তা অন্ত্যামী ভগবান বৈ ব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ জা'ন্তে পারে
না ! (পুরাভিমুখে) হা অরুণদেব ! হা সূর্য্যবংশের আদ পুরুষ ! তুমি
উদয় হ'চ্ছো, হও—অত লোহিত কেন ? অকৃতী অধম সন্তানের অযোগ্য-
তায় রাগ ক'রে ? না, বংশধরের হৃদশার অপমানে ? হা পিতৃদেব !
এই অপরিমিত দুঃখরাশি আর কারে দেখাই ? তুমি বংশের পিতা, তুমিই
দেখ—তোমার বংশধর হ'য়েও এ অধমের কি দশা হ'য়েছে, একবার স্বচক্ষে
চেয়ে দেখ—তোমার বংশ তোমার তুল্যই চিরকাল তেজীয়ান—চিরকাল
শ্রীমান—সেই তেজীয়ান শ্রীমান কুলের কুলবধু আজ কেমন মণি-পালকে

শুনে আছে, একবার দৃষ্টি কর! হায়, তোমার বংশে এমনি কুলান্নার
 জন্মেছে যে, অত্যাশ্চর্য্য তোমার কুলবধু আ'জ্জ কাশীর ঘাটে পাষণ-
 সোপানে গড়াগড়ি দিচ্ছে, সে তা অনায়াসে দেখছে—অনায়াসে সহ্য
 ক'চ্ছে! কিম্ব হে আদিপুরুষ আদিত্য! আমি যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে এ
 দশায় পতিত হই নাই—ব্রাহ্মণের ভুলেই দুর্বল কাণ্ডবধু হ'য়েছি—কিম্ব
 যাকই হই, এতে তোমার কলঙ্ক বৈ নামোজ্জ্বল হবে না! তবে তাত,
 কি বলে আমরাগিকে অন্ধকারে লুকিয়ে না রেখে, তোমার উজ্জ্বল আলোকে
 আমাদের অবস্থা লোককে দেখিয়ে দিচ্ছ? হাপিতঃ! তোমার কি-এই
 বিবেচনা, যে, তোমার পুত্রবধু মলিন বেশে এলেকেশে অতি দীনোর ভাষা
 অনশনে প'ড়ে আছে, আর তুমি জগদ্বিতাসক দীপ্তিতে দিব্য ঐশ্বর্য্যময়
 কাণ্ডিতে জ্যোতির্ময় রথে হা'স্তে হা'স্তে উদয় হ'লে? এতে কি দেব-
 লোকে তোমার যশ হবে? আ'জ্জ কি তোমার উদয় হওয়া উচিত ছিল?
 যত দিন তোমার পুত্র আর পুত্রবধুর হয় ছুঃখ দূর, নয় মৃত্যু না হ'চ্ছে, তত
 দিন কি তোমার উদয় হওয়া উচিত? তা দূরে থাক, অশ্রু দিনের চেয়ে
 আ'জ্জ বেন আরো শীঘ্র—আরো মগোরবে দেখা দিচ্ছ! তুমি কি এই দৃশ্য
 দেখবার জন্তই এত ব্যটিতি আ'জ্জ উদিত হ'লে? হা পিতৃদেব! তুমি
 ইটী ভা'ব্লে না, যে, তোমার উদয়ে এখনি শত শত লোকে মণিকর্ণিকা পূর্ণ
 হবে—এখনি কোতুকদর্শী শত শত চক্ষু তোমার বধুকে উপহাসের দৃষ্টিতে
 দেখবে—তোমার পুত্রকে উদ্দেশ্য ক'রে উপহাসের হাসি হা'সবে! তাই
 বলি, পিতৃদেব! হয় এখনি শতভানুর কৃপাণময় তরুতে এ অশ্বন তরুজকে
 দগ্ধ কর, নয় এখনো ফিরে যাও!—তোমার প্রতিগমনের আর একটা গুরুতর
 কারণ আছে, সেটা স্মরণ করা উচিত—তোমার উদয় হ'লেই সেই কঠিন-
 হৃদয় নিতান্ত নির্দয় ঋষি বিশ্বামিত্রের উদয় হবে—সর্ব্বনেশে ঋষির সর্ব্বনেশে
 উদয়! হায়, আ'জ্জই যে সে দিন!—আ'জ্জই শোণিত-শোষক সেই এক-
 ত্রিংশ দিন—কি অশুভকণ্ঠেই, পিতৃদেব, আ'জ্জ তুমি উদয় হ'লে—হায়
 আ'জ্জ হরিশ্চন্দ্রের কি অশুভ প্রভাত!—হায়! আমি কোথায় যাই? কি
 করি? কিসে এই নরকবস্ত্রপাকপী ঋগদায়ে মুক্ত হই? হা ঋষিরাজ! কি
 ক'ল্লে! কি ক'ল্লে! রাজ্য, ধন, যান, বাহন, আত্মীয়, স্বজন, সব নিলে,

তবু কান্থ নও ! (জন্মে যা কখনো জানিনে—যে ঋণের কথা শাস্ত্রে পড়িছি, বিচারাসনে ব'সে শুনেছি, অধমর্ণের ঘোর চিন্তা-ক্লিষ্ট বদনে যার যন্ত্রণা-চিহ্ন ধর্ম্মাধিকরণে দেখিছি—যার মত আততায়ী শত্রু আর দ্বিতীয় নাই শুনিছি, হায় আমি সেই ঋণ-জালে জড়িত—অপ্রতিবিধেয় ভয়ানকরূপে জড়িত হ'য়ে পড়িছি !) হায়; বিপদ যে বিপদের অমুগামী, এত দিনে হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র তা সূচাকরূপে জা'ন্তে পাল্লো !—পথের কাঙাল—নিতান্তই পথের কাঙাল—যথার্থই ভিকারীর ভিকারী হ'য়েছি; এক মুষ্টি অন্নের জন্ত জ্বী পুত্র সঙ্গে ক'রে চিকুতে চিকুতে লালায়িত হ'য়ে বেড়া'চ্ছি—হায়, অঘো-ধ্যার সেই পাটরাণী আ'জ তিন দিন অনাহারী—অম্লাভাবে অনাহারী, তত নিয়মে নয়—বাস্তবই গঙ্গাজল বৈ আর কিছুই উদরে যায় নাই ! হায় রে ! নিত্য যার অতিথি-শালায় লক্ষ জনে অন্ন পেতো—প্রত্যহ যার পশু-শালাতে পর্বত প্রমাণ শস্ত্র উড়ে যেতো—হায় রে ! সে আ'জ মুষ্টি ভিক্ষার অভাবে প্রাণের প্রাণ জ্বী পুত্রের প্রাণ হারা'তে ব'সেছে ! এতদূর হ'য়েছে, তার উপর ঋণ !—ওরে ঋণ ! তুই কোথা হ'তে এলি ? ওরে কবে হরিশ্চন্দ্র কার কাছে তোরে গ্রহণ ক'রেছে ? বল তুই অকারণে কেন এ অভাগার বুকে এসে শেল হ'য়ে ব'স'লি ? তোর আর তোর নিয়োগকর্তা সেই ভয়ানক ঋষির মূর্ত্তি যখন ধান করি, তখন আমার জ্ঞান, চৈতন্য, অবশিষ্ট বুদ্ধি বল সব রসাতলে যায় রে—সব রসাতলে যায় ! ওরে এখনি যেন তোরে আর তাঁরে সাক্ষাতে দর্শন ক'চ্ছি—ওরে সেই দীর্ঘ জটায় জটিল ; কুচক্রে কুটিল ; প্রলম্বিত বিশাল অশ্রুজালে আরো ভয়ানক ; কোপের ক্রকুটী-ক্লিষ্ট উগ্রমূর্ত্তিটা নিয়ত যেন সম্মুখেই দেখতে পা'চ্ছি—ওরে সেই রাহুরূপী ঋষি দীর্ঘ বাহু বিস্তার ক'রে যেন কর পেতে তোর পরিশোধ চা'চ্ছেন—ওরে সব যেন প্রত্যক্ষ ক'চ্ছি ! কি সর্ব্বনাশ ! (চীৎকার স্বরে) কি ভয়ানক ! কি শোণিত-শোষক ! কি বিকট ! কি প্রাণ-ঘাতক দৃশ্য ! হায় ! কে রক্ষা করে ? প্রিয়ে ! উঠ ! প্রাণ যে যায়—ঋষির কোপানলে দগ্ধ হই—জন্মের মত বিদায় দাও—ধর, ধর, ধর—

শৈব্যা । (শব্দবাস্তে উঠিয়া) . একি ? একি ? একি মহারাজ ? চীৎকার কেন ? কা'প্ছো কেন ? চক্ষু অমন রাঙা হ'য়ে ঘুচ্ছে কেন ?—

কিসে এমন হ'লো ? কিসে আঘাত লা'গলো ? অভাগিনীর কপাল
বুঝি পুড়লো (রাজাকে ধারণ পূর্বক) মহারাজ ! স্থির হও—হঠাৎ এমন
হ'লো কেন মহারাজ ? তুমি এমন হ'লে আর কার মুখ চেয়ে থাকি নাথ ?

(শৈব্যার ক্রোড়ে রাজার অর্ধশয়ন)

কি অসুখ হ'লো মহারাজ ?

রাজা । প্রিয়ে ! নূতন কিছুই না—সেই ছই পক্ষ রূপ পক্ষী আ'জ্ উড়ে
গেছে—প্রিয়ে ! আ'জ্ সেই কাল মাসের শেষ—হায় আমারও শেষ !

শৈব্যা । নাথ ! সামান্য কথায় বলে “যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ অশি !”
যিনি এক মুহূর্তে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে পথের ভিকারী ক'র্ত্তে পেরেছেন, সেই
বিধি মনে ক'ল্পেই আবার সেই ভিকারীকেও নিমেষ মধ্যে রাজা ক'রে
দিতে পারেন !

রাজা । অথবা, সেই ভিকারীর এই ভিক্ষার ঝুলি ছুটিও কেড়ে নিতে
পারেন ! (কম্প)

শৈব্যা । তিনি সবই পারেন । কিন্তু নাথ, তুমিই তো কা'ল' ব'লেছ,
বিপদ উদ্ধারে মানুষ যত চেষ্টা করুক না, তাঁর ইচ্ছার জয় হয়—কেবল
ধার্মিকের সহিষ্ণুতার কাছেই তাঁর পরাজয় !

রোহি । (উঠিয়া) ও মা ! বড় ক্ষুধা পেয়েছে—কিছু খেতে দেওনা মা !

রাজা । প্রিয়ে ! সব জানি—ধার্মিককে দুঃখ দে তিনি ধর্মের পরীক্ষা
করেন—যে ব্যক্তি অসীম দুঃখেও ধর্মকে ত্যাগ না করে, কঠব্যাকে
না ভুলে, সেই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়—তাও জানি ! ধৈর্য্য যার সেনাপতি,
শেষে তার জয় হয়ই হয়—ইটা নিশ্চয় !—তাও জানি—প্রিয়, সব জানি
কিন্তু হায় !—

রোহি । ও মা, বড় ক্ষুধা, কিছু দেওনা মা—

রাজা । হা !—সব জানি—কিন্তু প্রিয়ে ! পুত্রের এই কথা বুকে যেন
শক্তিশেল বা'জছে—তোমার এই মলিন মুখ চক্ষে যেন তপ্ত শলাকা বিধছে—
—আর সয় না রে আর সয় না—পাপ হৃদয় বিদীর্ণ হয় হয়, তবু যে হয়
না ! (উঠিয়া) তোমরা এই খানেই থাক, কোথাও যেকোনো—

শৈব্যা । আর তুমি ?

রাজা । আমি একবার ভিক্ষায় যাব ! কি ব'লে কেমন ক'রে তা ক'ঠে হয়, এখন তো প্রিয়ে, শিখে নিয়েছি—ভগবান্ আপনিই শেখাবেন— আপনিই বলাবেন—বলাবেন কি, বলিয়েছেন—তবে আর বৃথা অভিমান অভিমান ! তুই দূর হ !—লজ্জা ! কিসের লজ্জা ?—ঘৃণা ! আর কিসের ঘৃণা !—তোরা দূর হ !

[প্রস্থান ।

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী ভৈরো—তাল একতালী ।

মিছে আরো কেন, মানো অপমানো,

দূরে যারে লোকলাজ্ !

প্রাণাধিকো প্রাণো, দয়িতা নন্দনো,

দহে অনশনো দহনে আ'জ্ !

ওরে দর্প ! তব, বৃথা উচ্চ রবো,

হ'লি পরাভবো, হৃদয়ো নার !

সম্মমো গৌরবো, পূর্ন-স্মৃতি-ভাবো,

পড়ুক সে সবো, মস্তকে বাজ্ ! ১ ॥

আয়রে নিয়তি ! নীচতা সংহতি ;

কাকুতি মিনতি ! সাজ্‌রে সাজ্ !

কোথা, মা ভারতি ! রসনারে স্ততি,

শিখায়ে সম্প্রতি, সাধ মা কাজ্ ! ২ ॥

শৈব্যা । (স্বগত) হায় ! এ গান শুনে আর প্রাণ বাঁচে না—কেনই না যেতে দিলেম ?—হায় ! না দিলেও যে নয়—প্রাণের রোহিতকে কি খেতে দিই ?

[রাজার পুনঃ প্রবেশ]

রাজা । মা প্রিয়ে, হ'লো না—বৎস রোহিতান্তের খাবার আ'ন্তেও অবসর পেলেম না—যা ভেবেছি তাই ! ঐ দেখ সাক্ষাৎ কৃতান্ত বরুণ, সেই তপোধন ঐ আগমন ক'চ্ছেন—

[বিধামিত্র ও পাতঞ্জলের প্রবেশ] .

বিধা। কৈ মহারাজ, দক্ষিণার ধন কৈ ? শীঘ্র দাও—

(সপুত্র রাজা রাণী প্রণত)

দীর্ঘায়ুঃ সন্ত !—ধর্মবল শতগুণ হ'ক !—কিন্তু আমার যজ্ঞ দক্ষিণাটা না
'দলে আয়ুই কি, ধর্মই কি, ছুয়েরি ব্যাঘাত !—কৈ মহারাজ কৈ ? দাও
না ?—ও কি ? নীরব যে—হেঁট মুখ যে—এর অর্থ কি ?

রোহি। ও মা, কিছু খেতে দেওনা মা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে—

শৈব্যা। (দরদরিত-ধারা-চক্ষে শিশুকে বক্ষে লইয়া মুখ-চুষন) বাবা !
একটু থাক—দেখতে পা'চ্ছে না !

রোহি। থা'ক্কে পারিনে মা, বড় ক্ষুধা—অমন ক'রে কা'দ'চ্ছিন্ কেন মা ?

পাত। (স্বগত) আহা হা ! মধুসূদন ! এ আর দেখা যায় না ?
(গৃহস্থ হইতে ফণোন্তোলন পূর্বক) বৎস রোহিতান্ত ! খাবে দাঁদা, এই
ফল খাবে ?

রোহি। (রাণীর মুখপানে চাহিয়া) হ্যাঁ মা খাব ?

শৈব্যা। (সরোদনে) থাও !

রোহি। (ফল লইয়া) এ কি গা ?

পাত। এই ছুটি পাকা গা—আর এই কয়টা আমলকি।

রোহি। (রাণীর প্রতি) হ্যাঁ মা, এ তো আর কখনো খাইনি মা !
(ভক্ষণারম্ভ ও মুখবিকৃতি) এ যে কেমন কষা লাগে মা ?

বিধা। তবে খেওনা—দাও ! (হস্ত প্রদারণ)

রোহি। না, না, না,—দিব না—আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে—বেস-
লা'গ্ছে মহাশয়, এখন আমার বেস লা'গ্ছে !

শৈব্যা। হা বিধি ! তোব মনে এই ছিল ! আর যে সয়না—(পতন)

পাত। মহারাজ ! দেখুন, দেখুন, দ'রে হুল্লন, রাণী ঘুরে প'ড়লেন—
বুঝি অজ্ঞান হ'য়েছেন ! আনি জল আনি গে—(সোপানে অবতরণ)

রাজা। (শুক্রা পূর্বক) হা প্রিয়ে ! আগে গেলে !—অভাগকে
কেলে আগে গেলে ?—তুমি মুক্ত হ'লে, কিন্তু—

১১০৩৩১৩

শৈব্যা। (নেত্রোন্মীলন পূর্বক) না মহারাজ, অভাগিনীর সে সুদিন এখনো হয়নি!—সে সুখের দিন হবে তো ভোগ ক'র্কে কে? আপনি সে চিন্তা ক'র্কেন না, আমি বেস আছি!

পাত। (বিশ্বামিত্রের প্রতি করযোড়ে) প্রভো! দয়া ক'রে এখন চলুন—সময়ান্তরে আসা যাবে—

বিশ্বা। তুমি না দেখতে পার, চ'লে যাও; এত দয়া হ'য়ে থাকে তো বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে আমার জন্ত অপেক্ষা কর।

পাত। আজ্ঞে না, তা ব'ল্ছিনে, (মস্তক কণ্ঠয়ন) বলি—বলি—বোধ ক'চ্ছি, মহারাজ এখনো সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারেন নি—

বিশ্বা। (সরোষে) তাই বলুন না কেন চ'লে যাই—দিব না ব'লেই তো সব উৎপাত যায়!—আমি কি আপনি ও'র কাছে ভিক্ষা ক'র্ত্তে গিচ্-লেম?—উনি আপনাই তো এক প্রকার আমার মুখ দে বলিয়েছিলেন—হয়'নয় উনিই বলুন না? তুমিও কোন্ না ছিলে? ক্ষত্রিয় হ'য়ে ব্রাহ্মণের কাছে প্রতিশ্রুত পুণ্য পরিশোধ না ক'লে ইহপরকালে কি হয়, তা কি উনি জানেন না?—তাও চুলোয় যা'ক, সে ও'র আপনার ভোগাভোগের কথা; কিন্তু বিশ্বামিত্রের মুখ হ'তে প্রার্থনা-বাক্য নির্গত করিয়ে যে পামর সেই প্রার্থনার মান না রেখে অপমান করে, তার কি দশা ঘ'টে থাকে, তা আমি এই দণ্ডেই দেখিয়ে যাব! একি পরিহাস করা?—একে তো অবিদ্যার শাসনে বঞ্চিত ক'রে আমার যতদূর অনিষ্ট ক'র্ত্তে হয় তা ক'রেছেন—

পাত। আজ্ঞে, তার দণ্ড তো ছত্র দণ্ড গ্রহণেই হ'য়েছে!

বিশ্বা। ভাল, তা যা হ'ক, সে দোষ যেন সেই সামান্য প্রায়শ্চিত্তেই মার্জনা করা হ'লো—তার পর কিনা ছেলে ভূলাবার মত কঠিন যজ্ঞে আমার ব্রতী করিয়ে এখন কাষ্যকালে এককালে নিরাশ! এই কি ভদ্রের উচিত? এই কি ক্ষত্রিয় রাজার যোগ্য কাজ? এও কি সহ করা যায়? এ কি যেমন তেমন অপরাধ? এ দোষে আবার ক্ষমা!—কখনই না, কখনই না, কখনই না! এই আমি তিন সত্য ক'ল্লোম—তুমি পাতঞ্জল, তুমি তো তুমি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এসে অমরোদ ক'লেও বিশ্বামিত্রের এ প্রাতজ্ঞা অত্যাচার হ'য় নয়!—প্রত্যুত্তর!—আমার সঙ্গে প্রতারণা!

পাত। আজ্ঞে, এ অবস্থায় অর্থ বিষয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতারণা করা কি সম্ভবে?—রাজা যদি শক্তি সম্বন্ধে না দিতেন, তবে এঁর দাসই দণ্ডের জন্য অপরাধ কর্ত্তা!

বিশ্বা। শক্তি সম্বন্ধে না দিতেন! তবে যেন শক্তি নাই! তোমার যেমন স্বপ্ন বৃদ্ধ, সেইরূপই বুঝেছ!—ওরে নিরোধ! যার ইচ্ছা আছে, তার শক্তি নাই এমনো কি হইবে থাকে?—শক্তি আবার নাই! অবশ্যই শক্তি আছে, কেবল ইচ্ছাই নাই!

পাত। প্রভু কেমন আজ্ঞা ক'চ্ছেন? স্বচক্ষেই তো শক্তি টক্টি সব দ্রব্যে পা'চ্ছেন—প্রভুর কাছে অসংখ্য পুরাণেতিহাস পড়িছি—প্রভুর সঙ্গে অসংখ্য রাজাও ভ্রমণ করিছি—তা ছাড়া বাণ্যাবধি অসংখ্য গল্প উপ-
ভাসও শুনিছি, কৈ? রাজা হরিশ্চন্দ্রের যে দশা দেখিছি, এমন হীন অবস্থা মনুষ্যের যে কখনো হইয়েছে, এ তো প্রভু দেখিনি, শুনিনি, পড়িনি, বলনোতেও ভাবিনি!

বিশ্বা। তোমার দেখা শুনা এখনো কিছুই হয় নাই! যে মানুষ সাধ্য বৃত্তেও উপায় না ক'রে—প্রাকৃতিক ঋণজালে জড়িত হইয়ে থাক'বে, তার আর উষধ কি?

পাত। প্রভুর বাক্য দ্বিতীয় বেদ—কিন্তু অদ্যকার এই কথায় বিশ্বাস-
যোগ্যের মত হ'চ্ছে—স্বপ্ন আসি নই, এঁরও মত হ'চ্ছেন! যদি দয়া ক'রে দাসের সঙ্গে এত কথা কৈলেন, তবে সেই উপায়টী হোপাতে একটু ব'লে দিন।

বিশ্বা। কেন? আম ব'লে দিয়ে দোষা হব কেন? উনি মহারাজা; ওঁর রাজ-বুদ্ধি; উনি আপনাই কেন উপায় ভেবে দেখুন'না? স্ত্রী পুত্র কি কেবল সম্পদের স্তম্ভ-ভাগী—বিপদের কি কেউ নয়?—বিপদহস্তারের নিমিত্ত কে না কি করে? মনুষ্যের দন আর জন, দ্বিবিধ সম্পত্তি; মনুষ্যের দোর বিপদ প'ড়লে প্রথম সম্পত্তি দিয়ে কেটে গেল তো ভালই, নচেৎ শেষের সম্পত্তিরও ত্যাগস্বীকার কি কর্ত্তব্য নয়? স্বামিত্ব অধিকার তবে কি জন্ম? যদি আত্মাত্মক বিপদ কালে সেই স্বত্ব কাজে না লাগে, তার স্বামিত্ব পারণ করাই বৃথা! জানি, সহজে তা কেউ পারে না; কেননা দয়া, দায়, স্নেহ, আনন্দনিপ্পা প্রভৃতি কতকগুলি মিষ্ট প্রকৃতির কৃহকে

প'ড়ে ক্ষীণচেতা লোক সহজে তাতে সম্মত হ'তে চায় না, কিন্তু যখন ইহপরকাল যেতে বসে—যাদের উপর ঐ দয়া মায়া, যখন তাদের সর্বস্বত্ব অধঃপাতের সম্ভাবনা ঘটে, তখন যে অবোধ লোক বিচ্ছেদ-বাথার ভয় পায়, “আহা! কার কাছে গৈ কি কষ্টেই থাকবে” এম্মি এম্মি বিফল চিন্তায় কাতর হয়, শক্তি নষ্টেও শক্তিহীনের ছায় কাণ্য করে, সেই লক্ষ্যচেতা নিকোঁধ ব্যক্তি আপনার কর্ম-ফল অবশ্যই ভোগ ক'রবে—অপরে দয়া ক'রে তারে-কদাচই রাখতে পারে না!

রাজা। (স্বগত) হা দক্ষ হৃদয়! (বক্ষে করাঘাত) কি শুনছো! বিদীর্ণ হ'তে আর বিলম্ব কি?

বিশ্বা। সে যা হ'ক, রাজন্! আর আমি অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারি না—কল্যই সময় গিয়েছে, কল্য সায়াংকালে যে আসি নাই, সেই যথেষ্ট! এখনি দিবে কিনা, পরিস্কার ক'রে বল—অধিক বাক্য ব্যয় নিম্প্রয়োজন!

শৈব্যা। (সকাতরে রাজার করগ্রহণ-পূর্বক) মহারাজ! আর কেন? অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডা'তে পারে? ঋষি যা ব'লেন, তাই কর—মহারাজ, তাই কর—আর তোমার এ যন্ত্রণা দেখতে পারিনে—আর উপায় নেই, মহারাজ, আর এখন কোনো উপায় নেই!

রাজা। হা প্রিয়ে! এ কি কথা! হা বিধি! হা হৃদয়!—হায়! আমি কি শুনছি! স্ত্রী পুত্র বিক্রয়! হায়! আমার মস্তকে অগ্নি জ্বলে উঠলো—অন্তকাল বুঝি নিকট হ'লো! (মস্তকে হস্তদান) উঃ! অ'লে গেল—জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল!

বিশ্বা। মহারাজ! ঋণ রেখে গেলে যে অনন্তকাল এর চেয়েও অনন্ত-জ্বলে বেশী যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ত্তে হবে!

রাজা। তা সত্য, কিন্তু তবু যেন বর্ত্তমান যাতনাই যাতনা!

বিশ্বা। তা নয়, মহারাজ, তা নয়!—তার কাছে এ কিছুই নয়!—সে যাই হ'ক, আমি এ সব রক্তভূমির অভিনয় দেখতে এখানে আসিনি—দিবে কি না দিবে, এক কথায় ব'লে দাও—

রাজা। প্রভো! আর কিছু দিন সময় দিন; আমার মন্ত্রী আর মন্ত্রীপুত্রকে সংবাদ দিয়ে আপনার অর্থ আনিয়ে দিই!

পাত । হ্যা তাই কর—সেই উত্তম উপায় !

শৈব্যা । (বিস্ময়িতের চরণ ধারণ পূর্বক) প্রভু, এ দাসীর আর এই অপোগণ্ডীর মুখ চেয়ে এই ভিক্ষাটা দান করুন ।

বিশ্বা । (সহাস্তে) মহারাজ ! এখনো কি চল 'কৌশল ছা'ড়তে চাওনা ? তুমি কি জাননা, ভিক্ষালব্ধ ধনে 'ক্রিয়া' ক'ল্লো যার ধন তারই ফল, ভিক্ষকের কিছুই নয় ! এই কি তুমি ধর্মপরায়ণ হরিশ্চন্দ্র ? এইরূপে তোমার ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ? এ হ'লে তো অনেক দিন এ শ্লথ শোধ যেতে পা'ঠো ! নিজের শ্রমলব্ধ ধন বাতীত দান সিন্ধু হয় না, তা কি জাননা ? তুমি না জান, আমি জেনে শুনে অপরের ধন তোমার কাছে লব কেন ?—দিক্ আমার যজ্ঞে !—দিক্ তোমার দানে !—দিক্ তোমার ধর্ম্যভিমান !

বাজা । প্রভো ! তবে অহুমতি করুন—আর কিছু দিন সময় দিন—আমি সবল, সমর্থ, কন্মঠ : আমি অহুসঙ্কান ক'রে কোন ধনীর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে উপার্জন করি !

বিশ্বা । আর না—যথেষ্ট হ'য়েছে—মহারাজ ! আগে জা'ন্তেমন, তুমি ধর্ম্মিকের চূড়ামনি, এত দিনে জা'ন্লেমন, তুমি ধৃষ্ট শিরোমণি !—আর না—যথেষ্ট—আর তুমি ক্ষমার নও—তোমার প্রতিজ্ঞা কি ছিল ? এক ন্যাস অশ্রু দিবে ব'লে কি স্বীকার কর নি ? সেই সত্য পালন কি এই ? তুমি কি ইতর উত্তমর্গ পেয়েছ ? তুমি কি ধর্ম্ম-শ্লথ সম্বন্ধে ইতর অধমর্গের শ্রায় আ'জ্ নয় কাল, কাল' নয় পরশু ক'রে টা'লতে চাও ? আমি তোমার কথায় যজ্ঞের সংকল্প করিছি—ঋষিগণ মধ্যে যজ্ঞে দীক্ষিত হ'য়েছি ; আ'জ্ আমি অর্থ চাই—এই মুহূর্ত্তই চাই—এখনি দাও ভালই, না দাও, যেমন আমার যজ্ঞ পণ্ড ক'ল্লো, তার প্রতিক্রম স্বরূপ নিদারুণ অভিসম্পাতে বংশলোপ, ধর্ম্মলোপ, কন্মলোপ, তোমার স্বর্গরোধ পর্য্যন্ত ক'রে দিব—আর একটুও বাক্য শুনবো না—পাতঞ্জল ! এখানে ব'সো, আমি এলেম ব'লে—এইবার এসে ধন না পাই তো তর্কওই প্রতিকূল দিব !

[প্রস্থান ।

শৈব্যা। (সরোদনে) মহারাজ ! আর কেন ? দাসীকে বিক্রয় দ্বারা ধন সংগ্রহ কর—আমাদের কপালে পর-প্রেমাতা লেখা আছে, তাতে কাতর হ'লে কি হবে ? এখন তো এই উপায়ে উপস্থিত বিপদ হ'তে মুক্ত হও ; তার পর চেষ্টা ক'রে যদি ভাগ্য-গুণে কোনো মহতের আশ্রয়ে থেকে মানপূর্বক অর্থ উপার্জন ক'র্তে পার, সেই অর্থে দাসীকে তখন মুক্ত ক'ল্লেই হবে !

পাত। মা ! যদি একান্তই তা কর্তব্য হয়, তবে যাতে ব্রাহ্মণের ঘরে থাকতে পারেন, তার উপায় দেখাই উচিত—

শৈব্যা। আ ! তারির বা সময় কৈ ? মহারাজের মনের যে অবস্থা দেখছি, আমাকেই লজ্জা তাগ ক'র্তে হ'লো !—কিছু করিই বা কি ? ঘাই বা কোথা ? কি বলতে হয়, কি ক'র্তে হয়, কিছুই জানি না !—কমল রে ! কোথায় বৈলি ? এসময় তোর বুদ্ধ-বল পেলে সব ক'র্তে পাব'তেন !—(ক্রমোড়ে উর্দ্ধদৃষ্টি) হে বিপদভারণ মধুসূদন ! দাসীকে মুক্তি দেও, বল দেও, সাহস দেও !—

১১. ৩ মীত

[জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ]

আ ! এই যে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাক্কমানে আসছেন—উনি গোচীন—এঁরে শ্রীমানের মতই দেখা'চ্ছে—ভগবান কি দাসীর আপনায় এঁর হ পাঠিয়েছেন ? দেখিই না কেন ! (কৃতাজলি প্রণতি পূর্বক) ঠাকুর ! আপনার কি দাসীর প্রয়োজন নাই ?

ব্রাহ্ম। দাসী ? ক্রীতা দাসী ?

শৈব্যা। আজ্ঞে হাঁ, ক্রীতা দাসী—

ব্রাহ্ম। কি জা'ত ? (থক থক)

শৈব্যা। আজ্ঞে ভাল জা'ত—জগ-আ'চরণ—

ব্রাহ্ম। বয়স কত ? বুড়ী কি নিতান্ত ছুঁড়ী তো নয় ? (থক থক)

শৈব্যা। আজ্ঞে, না—বলিষ্ঠা—কন্দিষ্ঠা—

ব্রাহ্ম। সম্মা ভব্যা তো ? হৃদলোকের বাড়ীর যোগ্য তো ?

শৈব্যা। আজ্ঞে, আপনিই তা বিচার ক'র্তে পারেন—

৪র্থ অঙ্ক] . হরিশ্চন্দ্র নাটক ।

৭৭

ব্রাহ্ম । কৈ ? (চতুর্দিকে নিরীক্ষণ) কোথায় ? (থক্ থক্)

শৈব্যা । (বাম্পরসাদ স্বরে) আছে, এই আপনার সাক্ষাতেই—

ব্রাহ্ম । তুমি ? (থক্ থক্) অঃ ! এই কাশীই আমার বিপদ !

শৈব্যা । আছে, এই দাশীই বটে !

ব্রাহ্ম । তুমি ? তুমি নিজে ? (থক্ থক্)

শৈব্যা । আছে হ্যাঁ, আমি—

ব্রাহ্ম । কেন বাতা, বন্ধ ব্রাহ্মণ দেখে পরিচাস কর ? তোমার কি অভিসম্পাতেরও ভয় নাই ? (থক্ থক্)

শৈব্যা । আছে, না প্রভু—পরিচাস নয়—দাশী কি প্রভু'র সঙ্গে ব্রাহ্ম ক'রে পারে ? আপনি পরিচাস ভাববেন না, আমার ঐ শূল প্রভু বড় বিপদে পড়েছেন, দয়া ক'রে আমার ক্রয় ক'রে তাঁরে ক্ষণদায়ে মুক্ত করুন !

ব্রাহ্ম । (সগত) হুঁ ! মন্দ নয় ! তাই তো, কি করি ? (থক্ থক্)

শৈব্যা । তবে কি আপনার প্রয়োজন নাই ?

ব্রাহ্ম । প্রয়োজন যে নাই, তাও নয়, ব্রাহ্মণী এখন অপর্যাপ্ত হয়েছেন ; রান্না বান্না এক ব্যক্তির ল'য়ে লওভগুন । (থক্ থক্) এক মাগী দাশী যে আছে, সে আমার তাঁর চেয়ে দশ পনের বছরের বড় ; মাগী মরেও না—বেচতে গেলেও কেউ লয় না—সেটা (থক্ থক্) অবিক্রয় হ'লে ক্ষতির তলেই পড়েছে !—(থক্ থক্)

শৈব্যা । তবে কেন আমার ক্রয় করুন না ?

ব্রাহ্ম । কি তা জান, (থক্ থক্) আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, যেমন তেমন একটা মেরে বোঝা জলভ মূল্যে পেলোই (থক্ থক্) আমাদের উত্তম হয়—ভাল ! তোমার মূল্যটাই শুনি । কৈ ? তোমার প্রভু যে কোনো কথা কন না ? (থক্ থক্)

পাত । প্রভু আবার কথা করেন কি ? ওঁর উপরেই ভার আছে—

ব্রাহ্ম । ভাল, তবে তোমার মূল্যটাই কি শুনি ? (থক্ থক্)

শৈব্যা । আছে, এ দাশী যে সব কিছুই জানে না—আপনি দয়া ক'রে বা দিবেন, তাই আমার স্বীকার !

পাত । (অনাস্তিকে) বিলক্ষণ! তবেই হ'য়েছে! একে বামুন, তার বুড়ো, তার কেশো!

রোহি । কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছি মা? তোরে ক্রয় ক'র্কেন কি মা?

ব্রাহ্ম । এইটা বুঝি তোমার পুত্র? (রোহিতাশ্বের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ পূর্বক স্বগত) একি? শাস্ত্রে রাজচক্রবর্তীদের যে যে লক্ষণ লিখেছেন, (থক্ থক্) এই বালকে যে তার সবই দেখছি! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা, ইটী কি তোমার, না তোমার প্রভুর, না আর কোনো বড় লোকের সম্বান?

শৈব্যা । আজ্ঞে, যদি দয়া ক'রে ইটীকে স্নদ্ধ ক্রয় করেন, তবে আর অধিক কি বলবো, দাসী জন্মের মত ঠাকুরের চরণে বাঁধা থাকে! তা হ'লে দেখবেন, শত দাস দাসীতেও যত সেবা ক'র্ত্তে না পারে, একা এই দাসী হ'তেই তা হবে—তা হ'লে মাঠা'করণকে আর কোনো কাজে কষ্ট পেতে হবে না—আমরা মায় পোয় প্রাণপণে তাঁর চরণে সেবা ক'র্কো!

ব্রাহ্ম । বালকটী বিলক্ষণ সবল আর সূচতুর বটে—শাস্ত্র শাস্ত্রও বোধ হ'চ্ছে। (থক্ থক্) আমার একটা ছোঁড়া ছিল, তার আলায় ব্রাহ্মণীর কোনো দ্রব্য আর শিকের রাখবার যো ছিল না—দেখো বাছা, তেমন ক'রে তো আলাতন ক'র্কো না? (থক্ থক্)

শৈব্যা । (সরোদনে) আজ্ঞে না, তেমন বংশে—

পাত । (স্বগত) তা মধুসূদন! এতও এঁদের কপালে ছিল! (প্রকাশ্যে) আঃ! আলাও কেন ঠাকুর—নিয়ে যাওনা, তোমার বড় অদৃষ্ট, তাই সাক্ষাৎ ভগবতী আর কার্ত্তিককে ঘরে নে যেতে পা'চ্ছে!।

শৈব্যা । আপনি যা বলবেন, ও তাই ক'র্কো—ও অবশ ছেলে নয়!

ব্রাহ্ম । না, ওরে আর কি ক'র্ত্তে বলবো? আমার পুথি টুপি গুলো ব'য়ে নে যাওয়া; বজমানের বাড়ী থেকে নৈবেদ্য, জলপানি, ছদ্ম টুপি গুলো ল'য়ে আসা; আর হাটটা বাজারটা করা—এই হ'লেই হ'লো! (থক্ থক্)

শৈব্যা । আজ্ঞে ঐ শেষেরটী নয়, আর সব পা'র্কো—আর দয়া ক'রে যদি কিছু পড়া'ন, তবে আপনার চরণে দাস আর শিষ্য ছই হ'য়ে থা'ক্বে!

ব্রাহ্ম । ভাল, ভাল, তা দেখা যাবে—এখন মূল্যের বিষয়টা কি?

শৈব্যা । প্রভুর যেমন আদেশ হয়।

ব্রাহ্ম । তোমাকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী দেখছি—তুমি আপনি না বলে আমার উপর যে (খক্ খক্) ভার দিচ্ছ, ইহঁতেই জানীলগ, তুমি মাথায় চিহ্নে (খক্ খক্) পার—যা হ'ক্, তায়তঃ তোমার মূল্য স্থির করার জন্য আগে তোমার বয়সটা জানা চাই ! (খক্ খক্)

শৈব্যা । (স্বগত) মা দুর্গা ! আর যে সময় না ! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, চাক্ষুশ বছর—

ব্রাহ্ম । আর তোমার ছেলের ? (খক্ খক্)

শৈব্যা । আজ্ঞে, ষষ্ঠ উদ্বীণ—

ব্রাহ্ম । (স্বগত) দেখতে তো দশ বছরের—তা ভালই হ'য়েছে—এ জ্ঞানোক্তি ব্যবসায় বড় চতুশ নয়—ছেলের বয়স বেশী ব'লতে পারিতো, তাতে মূল্যও বেশী পেতো ! (প্রকাশ্যে) তবে তো গণনা সহজ—এর সংকত জান তো ?

বর্ষে দেড়া ঘোলর ন্যূন—

তার উর্দ্ধে তারি দ্বিগুণ !

যদি হয় পঞ্চাশ পার ;

যত বর্ষ, অর্দ্ধ তার !

তবেই দেখ না কেন, তোমার ছেলের বয়স হ'চ্ছে গে সাত বৎসর, তার দেড়া সাড়ে দশ ; আর তোমার বয়স চাক্ষুশ বৎসর, তার দ্বিগুণ আটচালিশ ; তা আটচালিশ আর সাড়ে দশ কত হয় ? (অঙ্গুলির পক্ষে গণনা) হ'লো গে সাড়ে আটাল্লি—এই আর কি, সাড়ে আটাল্লিটা স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারি—

শৈব্যা । যে আজ্ঞে—

পাত । রও গো রও, খপ্ ক'রে যে আজ্ঞে ব'লো না ! আমরা কি গণনা জানিনে ? বাঃ ! কি গণনাই হ'লো ! কৈ শ্রোতৃটার দ্বিতীয় চরণ আর একবার বলুন দেখি ?

ব্রাহ্ম । (স্বগত) আ ম'লো, এ উৎপাতটা আবার কোথেকে ছুটলো ? (প্রকাশ্যে) কেন বাপু ? (খক্ খক্) ভুলবো কেন ? “বর্ষে দেড়া, ঘোলর ন্যূন”—তবেই সাড়ে দশ হ'লো না ?

পাতন । তা তো হ'লো—তার পর ?

ব্রাহ্ম । তার পর আর কি ? তার উর্দ্ধে তারির দ্বিগুণ ; তবেই চব্বিশের দ্বিগুণ আটচল্লিশ হ'লো না ? কেমন কথা কও ? (থক্ থক্)

পাতন । বুড়ো হয়েছ ঠাকুর—তিন কাল গেছে—তিন কাল কেন, যাড়ে তিন কি পোণে চার কেটে গেছে—আ'জ্ বৈ কাল্ চিত্রগুপ্তর কাছে গে কাজের তর তন্ন তালিকা দিতে হবে, এতেও ঠাকুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস-কারণী একটি ভুংখনী অবদাকে ঠকিয়ে পাবার লোভটা ছা'ড়তে পারনা ! তায় অল্প স্থান নয়, কাশী—আবার গঙ্গার ঘাট—ছি, তোমাকে ছি—বেশী আর ব'ল্বে কি !

ব্রাহ্ম । (সেকোপে) তুমি কে হ্যা বাপু ? যদুর মুখ তদুর কথা ! (থক্ থক্) যদি গণনায় ভুল থাকে, সহজে ব'লে দাও ; ভুল কি মানুষের হয় না ? (থক্ থক্ আঃ উঃ) অত চট কেন ?

পাতন । কি ব'ল্বে বড় ছুসময়, নৈনে তোমার দামা কেনাটা দেখিয়ে দিইতাম !

শৈব্যা । (করষোড়ে) প্রভু ! সময় যায়—

পাতন । তা বটে মা, তা বটে—হায় ! সেটা যে মনেই ছিল না—এত অগ্রায় যে গায় সময় না—

শৈব্যা । ক্ষান্ত হ'ন, আর না, যা দেন তাই ভাল !

পাতন । আচ্ছা ঠাকুর মাটিয়ে ফেল !—

ব্রাহ্ম । আমার আর মাটানো কি ? তোমরা স্বীকার পেলেই হ'লো ।

পাতন । তবে ধন্যতঃ যা ঠিক, তাই ব'লে দেও না—পণাপণের কথায় আমরা ক' কথা ক'য়েছি ? তুমি একটা শ্লোক বা ব'লে তাই আমরা স্বীকার ক'ল্লোম—হাতেও আরো কষকাটা !—তোমার শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ ব'ল্ছে “তারর দ্বিগুণ”—কিসের দ্বিগুণ ? অম্বয় কর দেখ ? ব্যাকরণ বোধ থাকে তো বম্বের দ্বিগুণ কি সংখ্যাবাচক বিশেষ্য যে দেড়া শব্দ, তারর দ্বিগুণ হয় বল দেখি ? দেড়ার দ্বিগুণ কত ? তিন গুণাক নয় ? আমরা ধান দে লেখা পড়া শিখেছি বটে ?

ব্রাহ্ম । ভাল, ভাল, ও একই কথা ! আটচল্লিশ হ'চ্ছিল, না হয়

আর চক্ৰবর্তী তাকে যোগ হ'লো!—ও একই কথা—তা আটচল্লিশের সঙ্গে চক্ৰবর্তীর দেও ছই—হ'লো পঞ্চাশ—থাকৈ গে বাইশ—বাইশ থেকে কুড়ি নিয়ে পঞ্চাশে দেও—হ'লো গে সত্তর—থাকৈ গে ছই—সত্তর আর ছই বাহাত্তর—এই তো (থক্ থক্) হ'লো এক; তার সঙ্গে ছেলের সাড়ে দশ; তা বাহাত্তর আর দশ, বিরানী—বিরানী সাড়ে! এই তো আমি দিতে পারি—তুলে গো বাছা তুলে? (থক্ থক্ আ: উ:)

শৈব্যা। 'যে আজ্ঞা, আপনার যেমন অভিকৃতি।

ব্রাহ্ম। তবে আর কি? আর কোনো আপত্তি টাপত্তি তো নেই? কেমন গো ব্রাহ্মণঠাকুর, তুমি সাক্ষী রৈলে!—তোমার নাম কি মশাই?

পাত। আমার নাম মাই হ'ক্, আপনার সাক্ষী টাক্ষী রা'খুতে হবে না; ইনি তেমন মেয়ে নন—সাক্ষাৎ কমলা—দেখবেন, আপনার ঘরে গেলে এঁর আয় পয়তে লক্ষ্মা উথলে উঠেন কিনা! আপনি পণ্ডিত হ'য়ে লক্ষণ দেখেও চিন্তে পারেন না?

ব্রাহ্ম। তা তো দেখছি, কিন্তু (থক্ থক্) ঐ পূর্ব প্রভুর দশা দেখে যে ভয় করে! যদি এত জলক্ষণা, তবে ঐ পুরুষটার এমন অবস্থা হ'লো কেন? যাক্ সে কথায় আর কাজ নাই—এস গো বাছা এস—এই লও টাকা—আয়রে বালক আয়—

রাজা। (উঠিয়া) সে কি? কোথায়? (রাণীর হস্ত ধরিয়া) প্রিয়-তমে! মহিষি! একি? কোথায় যাও? আগে জলে কাঁপ দিই দেখ, তার পর যাও!

শৈব্যা। (অধোমুখে সরোদনে স্বগত) হা বিধি! রাজাকে এই অবস্থায় রেখে কোন্ প্রাণে কোথায়ই বা যাই! এদিগেও সর্বনাশ—যেতেই হবে—এ শক্তিশেল সৈতেই হবে—আপনার বুক পাষণ দে বেঁধে মহারাজের ধর্মবুদ্ধিকে সম্বোধন ক'রে প্রবোধ দিতেই হবে! (প্রকাশ্যে) নাথ! তোমার যদি বিপদে দৈর্ঘ্য না হয়, তবে পৃথিবীতে সামান্য লোকেরা কি ক'রে? হায় নাথ! তুমি আপনিই তো কাল আমাকে বুঝিয়েছ, ধার্মিকের সন্তোষতাই বল—তিতিস্কাই ঐশ্বর্য্য—দৈর্ঘ্যই বিপদের বন্ধ! তবে এখন কার্য্য-কালে সে সব জ্ঞানের কথা কেন জুলে যাও?

যদি কোনো ক্ষত্রিয়-শত্রু বল ক'রে তোমার রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র কেড়ে নিতো, তবে বটে তোমার হৃদয়ে ঘৃণা হ'তো—তবে বটে তুমি লজ্জায় আর শোকে অধৈর্য হ'তে পার্তে ! যখন সত্য-ধর্ম রূপ শত্রুর হাতে আপনি ইচ্ছা ক'রে সে সব অর্পণ ক'রেছ, তখন অকাতরে সে সকল দান না ক'লে তোমার গৌরবের যে অত্যন্ত লাঘব, তাও কি নাথ, অদৃষ্ট-দোষে ভুলে গেলে ? ধার্মিককে ধর্মই রক্ষা করেন, এ কথা যে তোমার জপমালা ছিল, আ'জ্ এই বিপদের সময় তা যদি মনে না কর, তবে ইহলোকে কলঙ্ক আর পরকালে ঘোর অধোগতি ঘটে কি সর্বনাশ হবে, একবার ভেবে দেখ দেখি !—হায় ! তোমার শ্রীচরণ সেবা না ক'রে আমি যে কি হ'য়ে থাকবো, তা কি নাথ, তোমার অগোচর আছে ? কিন্তু কি করি ? সকল হুঃখ, সকল শোক, সকল যন্ত্রণা, সকল নানতা সৈতে পারি, কিন্তু নাথ, তোমার ধর্ম আর যশের লাঘব কদাচ সহ্য ক'র্তে পারি না !

রাজা । ধর্ম আর যশের লাঘব ! তা কি হ'য়েছে ?

শৈব্যা । না, প্রাণবল্লভ ! এখনো তা হয়নি, কিন্তু বিয়োগ দুঃখে আমরা যদি এমন ক'রে কাতর হই, তবে তো নাথ, তোমার সত্য পালন হয় না—

রাজা । সত্য পালন ! তা ব'লে তুমি কোথায় যাও ? আমায় ছেড়ে তুমি যাবে ?

শৈব্যা । প্রাণনাথ ! ধৈর্য ধর—এ সময় তুমি অধীর হ'লে সব বৃষ্ট হয়—ব্রহ্মশাপে সর্বনাশ ঘটে—আর সময়ও নাই, ঋষি এলেন ব'লে—এই অর্থ তাঁরে দিয়ে সকল দিক রক্ষা কর—

রাজা । উঃ ! বটে ! স্মরণ হ'লো !—আ ! আমি যে স্ত্রী পুত্র বিক্রয় ক'রে ঋণ শোধ ক'চ্ছি ! এই বুঝ তার মূল্য ? হা ! এই অর্থের নিমিত্ত স্ত্রী পুত্র বিক্রয় !—উঃ ! (বন্ধে করাঘাত) পাপিষ্ঠ প্রাণ ! এখনো তুই এই নিলজ্জ দেহে আছিস্ ?—এখনো যা'মনি ?

পাত । (স্বগত) মধুহৃদন হরি ! কি ভয়ানক ! (প্রকাশ্যে) মহারা—(স্বগত) 'না, লোকের কাছে পরিচয় দেওয়াও হবে না ! (প্রকাশ্যে) মহাশয় ! ক্ষান্ত হ'নু—কোনো চিন্তা নাই—আপনার স্ত্রী পুত্র ভাল স্থানে যা'ছেন—আমি নয় সর্বদা গে দেখে আ'সবো !

রাজা। কেন? কেন? তা কেন? আমিও কেন ঐ সঙ্গে বিক্রীত হই না? (বেগে বুদ্ধ ব্রাহ্মণের পদ ধারণ পূর্বক) মুকুর! দয়া ক'রে আমাকেও ক্রয় করুন—আমিও দাস হ'য়ে—

ব্রাহ্ম। না, না, বাবা! আমি পাগল টাগল ক্রয় ক'রে নে যাব না—(থক থক) না বাবা, ব্রাহ্মণী আমাকে ইহাতেই কি বলেন, তার ঠিক নেই! (রাণীর প্রতি) ওগো ভাল মানুষের মেয়ে, যাবে তো এস, নৈলে আমার টাকা নে আমি চ'লে ঘাই—(থক থক) একি রে বাবা! ভাল দাসী কেনা বটে!

শৈব্যা। (রাজার হস্তাকর্ষণ পূর্বক) প্রাণবল্লভ! হির হও—ধৈর্য্য ধর—যে ধর্ম্মের জন্ত সব ত্যাগ ক'রেছ, সেই ধর্ম্মকেই কেবল ধ্যান কর, অবশ্যই আমাদের হুঃখ দূর হবে!

রাজা। কিছ প্রিয়ে, তুমি দাস্ত্র কর্ম্ম নিষূক্তা হবে, এও কি আমার পাবাণ-হৃদয় সহ্য ক'র্ত্তে পারে? এতে কি আমার বশোধর্ম্মের স্রীবৃদ্ধি হবে?

শৈব্যা। নাথ! হিরচিত্তে ভেবে দেখ, ধর্ম্মরক্ষার জন্ত—সত্যপালনের জন্ত তোমার স্ত্রী পুত্র ব্রাহ্মণের দাস্ত্র-কর্ম্ম গেল ব'লে তোমার কিছু মাত্র অযশ হবে না। বরং এতে তোমার সন্মান, স্মৃতি আর ধর্ম্মের সহস্র গুণ বৃদ্ধিই হবে—সেই ধর্ম্ম-বলে শীঘ্র হ'ক, বিলম্ব হ'ক, অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হবে—অবশ্যই আবার দাসী ঐ চরণ দর্শন ক'র্ত্তে পাক'র্কো—অবশ্যই তুমি বেমন ছিলে, ঠিক তেয়িই হবে! ইটা যেন দৈববাণীরূপে আমার কাণে কাণে কে অভয় দিয়ে ব'লে দিচ্ছে! তাই বলি নাথ, কিছু ভেবো না—কিছুমাত্র কাতর হ'য়ো না—এক মনে ভগবানকে ডাক, ধর্ম্মকে ডাক, ধর্ম্মপথে থাক, কখনই এ কুদিন রবে না!

রাজা। প্রিয়ে! একি আমার সেই শৈব্যা তুমি? আমার বোধ হ'চ্ছে, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম যেন তোমার হৃদয়ে আর দেবী সরস্বতী তোমার রসনার ব'সে কথা ক'চ্ছেন!—ইতিপূর্বে আমার যে মোহ হ'য়েছিল, তা প্রিয়ে, তোমার অমৃত-মাখা নীতি-বাক্যে দূর হ'লো—এখন আবার প্রকৃতিস্থ হ'য়েছি—আবার সমুদয়ই জ্ঞান-চক্রে দেখতে পাচ্ছি—যাও প্রিয়ে যাও, আর আমি নিবেদন ক'র্কো না—তুমি সামান্য নও—তোমার উপদেশে আমার দিবা জ্ঞান হ'লো! কিছ প্রিয়ে, তথাপি—

শৈব্যা । আর না, নাথ, আর না ! আমি কাতরে বিনয় করি, ক্ষান্ত হও, আর না—সব জাদি, কি ক'র্কে ? ধর্ম্মের জন্ত সব সৈতে হবে !

ব্রাহ্ম । ওগো কি কর গো ? এ সব তো ভাল লা'গছে না—টাকা ও গেল, মাহুষও যায় নাকি ?—লওনা, টাকা তুলে লওনা—ওগো পুরুষটি ! গ'ণে দেখ না—তোমরা এসনা গো—(থক্ থক্)

রাজা । (দ্রুত পদে পুনর্বার ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়া) ঠাকুর ! একটা ভিক্ষা ! একটা ভিক্ষা দিতে হবে ।

ব্রাহ্ম । কি ? কি ? এ পাগল নাকি ?

রাজা । আমি পাগল—পাগলকে একটা ভিক্ষা দিতে হবে—এই অনাথিনী অনাথকে যত্ন পূর্ব্বক পালন ক'র্কেন—এই অভাগিনীকে কোনো প্রকাশ্য স্থানে কি কোনো পুরুষের কাছে যেতে ব'লবেন না—এদের মান হরণ ক'র্কেন না—এই বালকটাকে লেখা পড়া শিখাবেন—একের পিতা, অন্নের মাতামহের মত উভয়কে পালন ক'র্কেন—এই স্বীকার করুন, তবে চরণ ছা'ড়বো !

ব্রাহ্ম । ভাল জালা বটে—পা ছাড়, পা ছাড়—আরে বাপু, হাত দুটো যেন বজ্র ; উঃ ! কি লেগেছে !—(থক্ থক্)

রাজা । না ঠাকুর, লাগিনি—আপনার পায় বা কি লা'গছে—(বক্ষে করাঘাত) এই বুকে যা বা'জছে, যদি দেখতে পেতেন, তবে পাষণ-হৃদয় হ'লেও গ'লে যেতো—দয়া করুন ! এই ভিক্ষাটি দিন—যা ব'ল্লেম, স্বীকার করুন, তবে পা ছা'ড়বো !

ব্রাহ্ম । আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে—তাই হবে—এসগো বাছা এস—আর না—ভাল জালা বটে ! ঐ লও, মুদ্রা লও ! ও কি ? এখানেই প'ড়ে রৈলো যে ! একবার গ'ণে লওনা ! (থক্ থক্)

পাত । আপনি যা'ন, ঠিক আছে, আর শুভে হবে না !

ব্রাহ্ম । তবে তুমি সাক্ষী ।

[শৈব্যা ও রোহিতাস্বের সহিত প্রস্থান ।

পাত । মহারাজ ! গা তুলুন, স্নানালিক করুন, মা যা ব'লে গেলেন

তাই শুভ্রন! আহা! রাজমহিষীর কি মহাপ্রাণ! কি ধর্মজ্ঞান! কি অসামান্য বুদ্ধি! স্ত্রীলোকের মুখে এমন জ্ঞানের কথা কখনো শুনিনি—এমন সতী সাধবী পতিব্রতা কখনো দেখিনি—এমন ধর্মনিষ্ঠা, এত মহত্ব, এত হিতাঙ্কিত বিবেক, এত বড় বিপদে এত বড় চিত্তিকা, একি আর কোনো সতী কসিন্ কালে দেখা'তে পেরেছেন? মহারাজ! এমন গুণবতী সতীর কথা অবহেলা ক'রেন না—আপনার অবশ্যই মঙ্গল হবে!

রাজা। ভূদেব! যার এমন পত্নী বিরহিত হ'লো, তারে আবার স্নান ভোজন ক'র্ত্তে ব'ল্ছেন! তার আবার দেহের যত্ন!—ঠাকুর গো! এ ছুর্ভাগার মত হতভাগ্য কি আর কোথাও দেখেছেন?

পাত। তাই তো! শাস্ত্রমতে এমন স্থলক্ষণ সতী যার, তার সর্বত্র জয়—অনাময় নাই! তবে কেন এমন হ'লো? ক দিন ধ'রে এইটে তোলা পাড়া ক'রে আমার উদরে যেন গুদ্র হ'য়ে উঠেছে! তবে কি শিবের উক্তিও বিফল? তবে কি মহর্ষিরাও মিথ্যাবাদী?

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী খট্—তাল চিমাতেতাল।

ভায় কিবা হেরি, যায় কার্ নারী,
এ কি রূপ মাধুরী!
দুখি কালীখরী, ভ্রমে ছল করি,
এ নয় সামান্য নারী!
পলকে পলকে, লাবণ্য ঝলকে,
দামিনী নম্রকে যেন;
জিনিয়ে সুবর্ণ, দেহের সুবর্ণ,
কেন আ'জ্জ বিবর্ণ মরি! ১ ॥
সুধাংশু বদন; মুকুতা দশন;
কমল নয়ন ছটা;
আহা কি কারণে, সে যুগ নয়নে,
সুরিছে বিষাদ বারি! ২ ॥

মগিন বসন, বিহীন ভূষণ,
 তবু কি রূপের ছটা!
 এ হেন যুবতী, এ দ্বিজ সংহতি,
 কেন-রে'বুঝিতে নারি! ৩॥
 সন্ধ্যা বসতি, দাসী ছিল রতি;
 তেমনি কি ভাবে, এ নারী,
 দুখে ভাসি ভাসি, পুত্র সহ আসি,
 হইল দ্বিজ কিঙ্করী! ৪॥
 রূপে গুণে রমা, শৈব্যা রাণী সমা,
 নিকরুপমা রামা হেরি!
 হা বিধি কঠোর! এ কি কৰ্ম তোর!
 দাসীত্ব ঘটালি তারি! ৫॥

[বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বা। কি পাতঞ্জল, হা ক'রে কি শুনছে?
 পাত। আহা! কি মিষ্ট গান! এ দেখছি আমার মায়ের অবস্থারি
 গান—কাশীবাসীরা মায়ের গমন দেখে গান ক'চ্ছে!
 বিশ্বা। এখন গান শোনা রাখ—এদিকে কি পর্য্যন্ত? কৈ অর্থ কৈ?
 পাত। আজ্ঞে, এই যে—(মুদ্রা প্রদর্শন)
 বিশ্বা। কত?
 পাত। (চক্ষু টিপিয়া) আজ্ঞে, তা প্রচুর!
 বিশ্বা। কত?
 পাত। আজ্ঞে, এ সব অকৃত্রিম স্বর্ণ মুদ্রা;—(কয়েকটা হস্তে তুলিয়া)
 আহা! কি চাকচিক্য! কেমন সুন্দর খোদকারী! কি স্নিগ্ধ গঠন! কি
 মধুর হুঁ হুঁ শব্দ! রূপ দেখলে আর রব শুনলে বোধ হয় না, যে, ব্যয়
 কর্তার জ্ঞান এদের সৃষ্টি হ'য়েছে! আচ্ছা প্রভু, বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা
 হিরির হার গাঁথে কেন পরে না? আহা! এমন গঠনকেও আবার ভেঙে
 চুরে অলঙ্কার করা কেমন কঠোর কৰ্ম ব'লতে পারিনে!

বিষা। (সকোপে) আরে বর্ষর, কত ?

পাত। আজে (মুহুরে) প্রচুর! অশীতি আর সার্ব্ব ছট! সাথে কি প্রভু স্পষ্ট ব'ল'ছিনে, বার বার এত মুদ্রার নাম শুনে রাজা যদি দিতে না চান, তাই প্রভু পাঁচ কথায় উড়িয়ে দিচ্ছেলেন।

বিষা। হা নির্যোধ! এই তোমার প্রচুর! সে কি? এত অল্পসংখ্যক মুদ্রায় কি হবে? অভাবত: আরো এত গুলি না হ'লে তো কিছুই হবেনা—বড় যদি নমঃ নমঃ ক'রেও সারা যায়, তবু আর পঞ্চাশটাও তো চাই!

পাত। আরো পঞ্চাশ! হায় গুরুদেব! আর উনি পাবেন কোথায়?—হায় হায়! স্ত্রী পুত্র বিক্রয় হ'লো—আর কি উপায়?

বিষা। কেন? উপায় নাই কেন? ইচ্ছা থা'কলেই উপায় হয়!

রাজা। প্রভু! এ দাসের এই দেহ আর দুর্ভাগ্য জীবন বৈ আর কিছুই নাই—অনুমতি হয় তো শ্রীচরণে সেই দুর্ভার-বহ জীবন ত্যাগ ক'রে গিয়ে মুক্ত হই! অথবা আজ্ঞা করুন, তপোবনে গিয়ে প্রভুর সেবায় এই অকিঞ্চিৎকর দেহকে নিযুক্ত রেখে ধৃত হই!

বিষা। মহারাজ! এ উপহাসের কথা নয়—ছোটো স্তব স্ততিরও কষ্ট নয়! আমি যজ্ঞে দীক্ষিত—যেক্ষেপে হ'ক অর্থ দিতেই হবে! তোমার জীবন নিয়ে আমার শ্রীচরণ কি স্বর্গে যাবে? না, তাতে যজ্ঞ সমাধা হবে? আর রাজা রাজ্জা সেবক নিয়েই বা ছুঁখী বনবাদীদের কি কাজ? বরঞ্চ এই সেবা অতুল অর্পণ ক'রে তার বিনিময়ে অনায়াসে ধন সংগ্রহ ক'রতে পার! মহারাজ! এই বড় আশ্চর্য্য, আমার প্রয়োজন নাই, অথচ আমার সেবায় শরীর সমর্পণ ক'রতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যারা অর্থ দিয়ে তোমার সেবা ক্রয় ক'রতে পারে, তাদের কথা ঘূণাগ্রস্ত তোমার মুখে আ'মছে না!

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ) যে আজ্ঞা, অদ্যই সেবক-ক্রেতার অনুসন্ধানে লমণ ক'রো!

বিষা। অদ্য নয় মহারাজ, এখনি—করো নয়, কর—এখনি যে উপায়ে পায় অর্থ দাও—এই মুহূর্ত্তে এই স্থানেই অবশিষ্ট অর্থ চাই!

রাজা। (উত্তিয়া বাহ উদ্ভোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) হে কালীবাসী ব্রাহ্মণগণ! হে ভূদেব মণ্ডলি! আপনাদের কাহারো কি ক্রীত দাসের

প্রয়োজন আছে? কোনো ব্রাহ্মণ কি সেবক ক্রয় ক'র্লেন? পঞ্চাশৎ স্বর্ণ-মুদ্রার বিনিময়ে একটা যুবা ভৃত্য—

পাত। (উঠেঃসরে) সে ভৃত্য আবার ধর্ম্মেরদে আর শাম, দান, ভেদ, দণ্ডে অস্থিতীয়—মহা যোদ্ধা, মহা দাতা—

বিশ্বা। তবেই হ'য়েছে—দাতা ভৃত্যকে তো লোকে আগে লবে! অঃ পাগল! ভৃত্য যত কষা হয়, প্রভু ততই ভাল বাসে, এও কি জ্ঞাননা? রাজা। হে মহাত্মা বিপ্রগণ! দয়া ক'রে এ দাসকে ক্রয় করুন।

পাত। পঞ্চাশৎ মুদ্রায় অতি চমৎকার পুরুষ বিক্রয় হয়—বড় সুলভ—বড় সুলভ—এমন সুলভ আর পাবে না! (বিশ্বামিত্রের প্রাতি) কৈ? বার বার তো আমরা চীৎকার ক'র্লেম, দুই পার্শ্বের ঘাটে লোকও তো বিস্তর; কৈ কেউ উত্তরও দেয় না!

বিশ্বা। (সকোপে) সুধু ব্রাহ্মণকে আহ্বান কর্লে কি হবে? ব্রাহ্মণের মধ্যে কে কয়টা দাস রাখতে পারে?

রাজা। (উঠেঃসরে) কাশীবাসী ক্ষত্রিয়গণ! আপনারা কেউ কি দাস ক্রয় ক'র্লেন?

পাত। হয়! কেউ যে সাড়া শব্দটাও দেয় না—তেজীয়ান্ ক্ষত্রিয়েরা যখন অগ্নির হ'লো না, তখন তো বড় গোলই দেখছি!

বিশ্বা। যে সেবা বিক্রয় ক'র্লে, তার আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের বাছনি কি? মহারাজ! বুঝিছি, তোমার সকাল কপটতা—সকলি পরিহাস মাত্র! ধর্ম্ম-ঋণের পরিশোধ জন্য যদি তোমার যথার্থ আগ্রহ থাকে, তবে কদাচ এই বৃথা অভিমান আর গর্ব্বের বশীভূত হ'তে না! কিন্তু আগি আর সহ্য ক'র্তে পারি না—হারো এক দণ্ড কাল তোমার সময় দিলেম—সেই দণ্ডও কাল এই স্থানেই ব'সে রৈলেম, তন্মধ্যে না পাই, তোমার অধোগতি নিশ্চয়—এই আমার শেষ বক্তব্য।

রাজা। হে কাশীবাসী মানবগণ! যে জাতি হও—যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, চারণ, যে কেউ হও—তোমাদের প্রয়োজন থাক না থাক, দয়া ক'রে এ অধমকে ক্রয় কর—হায়! পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে একজন বিপন্ন যুবাকে কেউ কি লবে না? কাশী কি এত নির্ধন আর নির্দয় হ'য়ে উঠেছে?

(নেপথ্যে—হাঁ রে, হাঁ রে, কেন্‌বো রে, আমিতি
কেন্‌বো—র, র, যা'চ্ছি)

পাত । মহারাজ ! আপনার ভাবী প্রভুর যে সুমধুর কণ্ঠস্বর আর যে ভদ্র
বাক্য শুন্‌ছি, তাতেই তো শরীর জুড়িয়ে গেল—ও বাবা ! যিনি ঐ আ'স-
ছেন, উনিই নাকি ? ইনি কে গো ? ইনি সাক্ষাৎ যমদূত, না, ভূতনাথের
কিঙ্কর ? ও বাবা ! ওর গলায় যে অস্থিমালা ঠক ঠক ক'রে বা'জছে !—মাথার
ঝুঁটিতেও যে হাড় গোঁজা ! গায়ে আর বসনে বসার মত কি যে লেগে র'য়েছে ?
ও বাবা, একি মুর্ত্তি ? একি চলন ? ঘাড়ে ওটা কি ? মড়া পোড়ানোর বাঁশ না ?
গলায় ঝুলছে ওটা কি ? ও বাবা ! ও যে মড়ার মাথার থলি ! সেই থলি আবার
জলপানের পাত্রও হ'য়েছে—তা থেকে চা'ল্‌ কড়াই ভাজা নিয়ে বা হাতেই
খাওয়া হ'চ্ছে ! সর্বনাশ ! ইনিই মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে কিন্তে আ'সছেন !

বিশ্বা । বর্ষর ! তুমি মানুষকে ঘৃণা কর—এই তোমার তত্ত্বজ্ঞান ?

পাত । আস্তে না, ও তো মানুষ নয়—ও যে সাক্ষাৎ পিশাচ !

[ভ'দো চণ্ডালের প্রবেশ]

ভ'দো । কৈ দাস কৈ ? আমিতি কেন্‌বো—

বিশ্বা । কৈ মহাবাজ ! নীরব রৈলে যে ? এই তো ক্রেতা উপস্থিত !

রাজা । (সকাতরে) প্রভু, এই ক্রেতার দাস হব ? এই কি বিচার ?

বিশ্বা । (সকোপে) সে তোমার ইচ্ছা ! কিন্তু আমার নির্ণীত কাল
পূর্ণ হয় ; সাবধান ! এখনো তোমার শুভ জন্ত সতর্ক ক'রে দিচ্ছি ! ক্রেতা
উপস্থিত ; আত্ম-বিক্রয় দ্বারা ধন সংগ্রহ না কর, যেক্রমে পার আমায়
দিলেই হ'লো ! দণ্ড অতীত হ'লেই এমন ভীষণ দণ্ডে পতিত হবে, যে,
এর চেয়ে সহস্রগুণে ভীষণ পিশাচের অধীন হ'য়ে অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা
ভোগ ক'রে অন্ততাপে আত্মা কেবল দন্ধ হ'তে থাক'বে !—আমি আর
ব'ল্‌বো না—এর বিনিময়ে সেই অবস্থা ভাল বোধ হয় তাই হ'ক্—

ভ'দো । কৈ ? কৈ ? দাস কে ? (পাতঞ্জলের প্রতি) তুই ? তোরে
বোচবে কে ? (রাজাকে নির্দেশ) ঐ নাকি ? তবে এই নে, টাকা নে !—

পাত । নারকী বেটা ! ভ্রষ্ট পাপাচারী নর-পিশাচ বেটা ! এত বড়
স্পর্দ্ধা—জানিস্‌ না, অভিসম্পাতে দন্ধ ক'রে ফেল্‌বো !

ভ'দো। হা! হা! হা! তবে এটা নয়—এটা যে বামুন—আ ম'লো দন্দাতে চায়! ওঠাকুর, চটিস্ কেন? আ'জ্ হ'ক্, কা'ল্ হ'ক্, দুদিন পরকে হ'ক্, ভ'দোর হাতকে এসে প'ড়'তেই হবে! ত্যাকন্ এই গালা-গালায় শোধ নেব বাবা—শ'ল'পোড়া ক'রে খুঁচে খুঁচে মা'কোঁ—দেখবি বাবা, তোর মাথার ঘি বার' ক'রে কুকুরকে দে খাওয়াই কিনা বাবা!

পাত। পাপিষ্ঠ বেটা! তবে আমি কখনই কাশীতে ম'কোঁনা—

ভ'দো। হা! হা! ম'কোঁনা! ম'কোঁনা তো কোন্ চুলোয় গে ম'কোঁ? বিশ্বা। মহারাজ! দণ্ড পূর্ণ হ'লো—

ভ'দো। ওঃ! তবে এদের মস্কামি করা? মনে কল্লাম, ছোটো ঘাট, একলা পামাল্ দে উট্টি পারিনে, মরার কাপর চোপর গুণো কে কনে টেনে লে যায়; বলি এটো ডাগরা মতন ছোঁরা ফোঁরা পাই তো পোরানো ঝোরানো কুরোনো কারানোর সুবিস্তে হয়—দূর হ'ক্গে ছাই, ভালমা'ন্-যিদের আর তো কাম নেই, এই এটো মস্কামি জুড়ে দেছে! (গমনোদ্যত)

বিশ্বা। মহারাজ! মুঁদা দাও! অমন ক'রে রৈগে কি হবে? আবার বলি দাও—(ক্রোধে কম্পিত)

পাত। মহারাজ! দেখেন কি সর্কনাশ হয়—যা আছে কপালে হবে, কিস্ত মহর্ষির মূর্তি দেখে ভয় ক'চ্ছে, আর বিলম্ব ক'রেন না—

রাজা। ওহে চণ্ডাল! যেওনা—যেওনা—এই হুঁভাগ্য নরাদমই তোমার দাস হবে! কৈ? অর্থ কৈ? দাও—শীঘ্র দাও—

ভ'দো। ঘাটের কাম ঝা ক'র্ত্তি হবে, সম্মিচ্ছিস্ তো?

রাজা। সব বুঝিছ—সব ক'কোঁ! যদি বিধির ইচ্ছা হ'লো—যদি ধর্ম্মপালক ঋষিরও ইচ্ছা হ'লো—যদি অদৃষ্টের এই লিপিই ধায্য হ'লো—যদি প্রাণের প্রাণ অমন স্ত্রী পুত্র বিচ্ছিন্ন হ'লো—যদি সব বিসর্জন দিয়ে এই পাপ প্রাণ রা'খ'তেই হ'লো—তবে কেনই বা না ক'কোঁ?—চণ্ডাল হে! তুমি জাহতে চণ্ডাল, তুমি যা কর, তোমার জাতীয় ধর্ম্ম; তুমি সাধু!—উচ্চজাতীয় কোনো নরাদম যদি স্বজাতীয় ধর্ম্মপালনে সক্ষম না হয়; যদি তাহে স্ত্রী পুত্র বিক্রয় ক'রে জীবন যাপন ক'র্ত্তে হয়, তবে তো সে চণ্ডাল হ'তেও অধম! তার চণ্ডালের দাস হওয়াই বিদী!—হা চণ্ডাল!

আমি সেই জুই এখন চণ্ডালধর্ম হ'য়েছি। আর আমার বৃণা, লজ্জা ; মান, অপমান ; স্বত্বান, কুত্বান ; খাদ্যাখাদ্য ; শুভি, অশুভি বোধ কি ? আর আমি আর্ঘ্য সমাজের সামাজিক ভাগে বৃণা বেড়াই কেন ? যদি দক্ষ উদরের পোষণ ক'র্কেই হয়, তবে আশানের শ্বেত-লোকের সমাজে— অট্টহাসের সহিত, সড়ার মাথার খুলি হ'তে বীভৎস রসের খাদ্য দ্বারা এই এ পাপ উদর পূরণ করাই কষ্টসাধ্য ! যা'ক—সব যা'ক—রাজা, পদ, ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, যে পথে ; মান, অভিমান, জাতি, লজ্জা, বৃণা, কীর্তি, শশ, আচার, ব্যবহার সব সেই পথে যা—সব অধঃপাতে যা—সব যা—সব যা—সব যা— (দম্বক ডুমড়ি ও বক্ষে মৃদ্যাদাত) যা, যা, যা, সব যা—সব যা—এ পাপ হৃদয় থেকে সব চ'লে য'—কিছুই কাজ নাই ! চল চণ্ডাল চল !—চল ভাই, তোর সঙ্গেই যাই ! চল ভাই, তোর আজীবন হই—চল, তুই যা খাস, যা করিস, যেখানে থাকিস, যে আমোদে আমোদী হ'স, চল ভাই চণ্ডাল, আমিও তাই করি গে !—তুইই এখন সখা, তুইই এখন বন্ধু, তুইই মিতা, তুইই সহায়, তুইই পত্ন ! তুই ভদ্রাভিমানী লোকদিগের অপেক্ষাও ভদ্র—তোর নাম শুন্লেম ভদ্রো, তার অর্থ কিনা ভদ্র—জগতে আ'ছ অবধি জান্লেম তোরাই ভদ্র—তোদের জা'তুই ভদ্র ! কোনো ভদ্র লোক আমায় নিলে না—তুনি নিলে ; কেউ শ্বশু-দায়ে মুক্ত ক'র্লে না—তুমি ক'র্লে—চণ্ডাল তোমার দয়া আছে, তুমিই ভদ্র—চণ্ডাল জাতি যে এমন ভদ্র, আগে তা জান্লেম না। চণ্ডাল বে ! হয় তুই কি ভদ্র ! আয় চণ্ডাল ! আয় ভাই, একবার প্রেম ভরে কোলাকুলি করি। আর ভাই আয়, তোর এই বসারঞ্জিত মোহন হস্তে চুখন ক'রে অবাধিশূন্য অকপট আশানপালের পবিত্র কার্য্য দীক্ষিত হই !

[চণ্ডালের হস্ত ধরিয়া বেগে প্রস্থান ।

পাত । প্রভু গা কা'পছে—রাজা হরিশ্চন্দ্র বুঝি উন্মাদ হ'লেন !

বিশ্বা । হ'লেন তা আমার দোষ কি ? এমন প্রতিজ্ঞা করেন কেন ? ও'র কপালে তুখে থা'কলে আমি কি ক'র্লো ? চল আমরা যাই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক ।



আশ্রম-সম্বিহিত তরুতল ।

[বেদিকায় বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট, অদূরে পাতঞ্জল উপস্থিত]

বিশ্বা । একি ? কোলাহল যে ক্রমেই বা'ড়ছে—যেন লক্ষ লক্ষ মানুষ বন আক্রমণ ক'রেছে ! যুগয়ার সমাবেশ বোধ হয় না ; হরিশ্চন্দ্রের দুর্দশার পর এ ত্রিসীমায় যুগয়ার আ'সুতে কে সাহসী হবে ? অরণ্যে এ লোকারণ্যের অল্প কোনো হেতু থাকবে । পাতঞ্জল, অগ্রসর হ'য়ে দেখতো কি ?

পাত । কেউ কিছু বলবে না তো ?

বিশ্বা । বলে, আমার নাম ক'রো ; যারা হ'ক, কিছুমাত্র ভয় পেয়ো না—সম্পূর্ণ সাহসে গে পরিচয় চাও ; অনুগত হয়তো প্রধানকে ল'য়ে এস—যেন অধিক লোক এসে আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ না করে ।

[পাতঞ্জলের প্রস্থান ।

(স্বগত) ধ্যান ক'রেই কেন দেখিনা ? (ক্রিয়ংক্ষণ ধ্যানাস্তে) ওঃ ! ধরণীপৃষ্ঠে কি কাণ্ডই হ'চ্ছে ! স্বমিমাণ্ডলে, রাজমণ্ডলে, প্রজামণ্ডলে আমার কি নিন্দাই কল্পিত জল্পিত হ'চ্ছে ! নাগেশ্বরের শাসনে বসুমতী টলটলায়-মানা ! বিশ্বামিত্রই দায়ী—তজ্জ্ঞ রাগ আর ঘৃণার সহিত বিশ্বামিত্রের নাম উচ্চারণ না ক'চ্ছে, এমন মানবই নাই ! স'ক্, কিছু দিন আমাতেই স'ক্ ! আর অল্পকাল বৈ তো না—এইতো এরা আ'সুছে, কি বলে শোনাই যা'ক্ ।

[পাতঞ্জল ও মন্ত্রী প্রবেশ]

মন্ত্রী । (প্রণতি পূর্বক) প্রভো ! আপনার আর তপোবনের কুশল তো ? তপশ্চরণে তো কোনো বিঘ্ন বাধা নাই ?

বিষ্ণা । তোমাদের কল্যাণে সমস্ত কুশল । তোমাদের তো মঙ্গল ?

মন্ত্রী । ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ত্রিকালজ্ঞ প্রভুর নিকট অগোচর কি ?

বিষ্ণা । (সহাস্তে) তা হ'লে আর তপোবনে আসা কেন ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে, এ দাস তা জেনেও আ'সতে বাধ্য হ'য়েছে !—কি করি ? প্রকৃতিবর্গ কিছুতেই শুনে না ; এত ক'রে বুঝা'লেম, যে, প্রভুকে কোন কথা কি আবেদন-পত্র দ্বারা জানা'তে হয় ?—তিনি সকলি জানেন ! তথাপি তাদের মনে প্রবেশ জন্মে না—তারা আমাকেও ছাড়ে না । পুরুষানুক্রমে এ দাস তাদের প্রতিনিধি, আ'জ্জ কি ব'লে তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করি ? ক'ল্লেরি বা তারা ছাড়ে কৈ ? সুতরাং প্রভুর চরণ দর্শন, আর তাদের হৃৎখজাপন, দুই অভীষ্ট সাধন জতাই শরণাপন্ন—একনে প্রভুর যেমন আদেশ হয় ।

পাত । (স্বগত) ভেলা ছেঁদো কথা কয় । প্রভুরও ক্রটি নাই ! ও বাবা, যদি রাজা হ'তে পার'তেন, তবে এই সব ছেঁদো কেঁদো লোক নে তো রাজত্ব চালা'তে হ'তো—নমস্কার বাবা ! রাজত্ব হয় নি যে সেই ভাল—আমি তো এর কিছুই বুঝ'লেম না ; অথচ ঐ কটা কণার মধ্যে সংবাদ দেওয়া, প্রার্থনা জানানো, সব হ'লো—নৈলে প্রভুর আদেশ চাবে কেন ? (প্রকাশ্যে) কৈ মন্ত্রী, প্রভুর চরণে কি অপরাধ জাপন ক'ল্লেরি, যে প্রভু আদেশ ক'রেন ?

বিষ্ণা । (সহাস্তে) সত্য, মন্ত্রী ! তুমি যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্রের মন্ত্রী ছিলে, পাতঞ্জলও আমার তেমনি মন্ত্রী ; রাজার নিকট কেউ কিছু প্রার্থনা ক'র্ত্তে গেলে তোমাকে না জানিয়ে—না বুঝিয়ে কি পার'তো ? তেমনি আমার পাতঞ্জলকে তোমার অভিপ্রায় স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া কি আবশ্যক নয় ?

মন্ত্রী । প্রভু, তবে দাসের মুখে সবিশেষ শুন্তে ইচ্ছা করেন ?

পাত । শুন্তে হবে না ? না শুনেই কি তোমরা বিচার ক'র্ত্তে পার ? আগে তো বল, ঐ যে সমুদ্র-কল্লোলের ত্রায় ভীষণ কোলাহল হ'চ্ছে, ও কিসের ? ওরা কারা ? ওরা কি তোমার সঙ্গী ?

মন্ত্রী । হাঁ ঠাকুর, কোশল-বাসী প্রজাগণ উৎপীড়নে বাতিবাস্ত হ'য়ে প্রভুর চরণে শরণাগত হ'তে এসেছে । তাদের সংকল্প, যদি এর প্রতীকার ক'রে না দেন, তবে তারা স্ত্রী পুত্র সহিত এই যে আপনার বনে এসেছে, এই বনেই থেকে যাবে—আপান যদি তাদের ক্রোধায়িতে ভয় করেন, তাদের তাও স্বীকার !

পাত । তবে নাগেশ্বর বিষ উদ্দীর্ণ ক'চ্ছে ? আমি তখনই জানি, তখনই জানি—অতি সরল, অথল, সত্যবাদী খগা পাগ্লার মুখে যখন ঐ গাছ থেকে দৈববাণীর মত তাদের বাপ বেটার গুণের পরিচয় নির্গত হয়, আমি সেই অবধিই তারে যথার্থই নাগেশ্বর ব'লে জানি !—কিন্তু দৃশ্যবল না থাকলেও এক এক পাপিষ্ঠের কেমন অদৃষ্টবল, দেবতা ব্রাহ্মণেরা (বিশ্বামিত্রের প্রতি বক্রদৃষ্টি) যেন তারেই দয়া ক'রে বসেন ! আর যারা ঠিক পথে চলে, যথার্থ ভক্ত, তাদের পোড়া কপালে তাঁরা পায়ের ক'ড়ে আঙুলও ছোঁয়ান না !

বিশ্বা । (সহাস্র) আচ্ছা মন্ত্রিরাজ ! নাগেশ্বরের পরিবর্তে যদি পাত-জলকে সিংহাসন দেওয়া যায়, তবে প্রজারা সন্তুষ্ট হয় কিনা ?

পাত । শুভ্রন আগে, কি ক'রেছে ?

বিশ্বা । ভাল, ভাল, তাই ভাল—একবার অভিযোগটাই শুনা যাক—বল দেখি, কি প্রণালীতে কিরূপ শাসন ক'চ্ছে ? সংক্ষেপে—

মন্ত্রী । আজ্ঞে সংক্ষেপেই নিবেদন ক'রোঁ ; প্রভুর প্রতিনিধি সিংহাসন গ্রহণ কালে পূর্ব ব্যবস্থানুসারে কার্য্য ক'রেন্ত ব'লেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ ক'ছেন—

বিশ্বা । দৃষ্টান্ত ?

মন্ত্রী । দৃষ্টান্ত অধিক কি দিব ? হু একটা প্রধান পরিবর্তনের নাম ক'লেই প্রভু জা'ন্তে পা'র্কেন । তিনি আজ্ঞা দিলেন, সমাজ মধ্যে যত অদীন রাজা রাজড়া আছেন, তাঁরা দত্তক পুত্র ল'তে পা'র্কেন না । অনেকের সাক্ষর প্রতিবাদে যাদও এখন স্থল বিশেষে তা হ'তে দিচ্ছেন, কিন্তু এক্ষণ প্রত্যেক ঘটনাতেই তাঁকে জানা'তে হ'চ্ছে ! সুধু জানিয়েই কি নিস্তার ? বহু সাধ্য সাধনা বাধ্যতায় যদি তাঁর মন যোগা'তে পারে,

তবেই অমূল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ! দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, যত্নাকালীন দানপত্র দ্বারা যারে ইচ্ছা আপনার ত্যক্ত বিষয় দান করে যার অধিকারটী যে বিষয়াদিকারী ছিল, ইনি তাতেও বাধা দিচ্ছেন ! তৃতীয় দৃষ্টান্ত বলতে আমার লোমাক হ'চ্ছে—তাতে প্রভু, অর্ঘ্য-সমাজের, চিরগৌরবের ধন যে সতীত্ব-নিধি, সে রত্ন ইতিমধ্যেই কলুষিত হয়ে পড়েছে !

বিশ্বা। কিসে ?

মন্ত্রী। বিষয়াদিকারিণী স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হ'লেও স্বামীর বিষয়ে বঞ্চিত হবেন না ! ইনিই এই এক নূতন মায়াংসা করে ভদ্র পরিবারের মান মর্যাদা আর লজ্জার মাপায় এককালে নিদারুণ আঘাত করেছেন ! প্রভু, অধিক কি বলবো, বাড়ীর একপাশে নিকলক-চরিত্র ভদ্র দারাদেবী ; অপরাংশে কুলকলঙ্কিণী বিধবা ভ্রাতৃভায়া কি ভ্রাতৃপুত্র-বধূ অনায়াসে প্রকাশ্যরূপে গণিকাচারে কাল কাটাচ্ছে—নাগেশ্বরের নূতন ব্যবহার জ্ঞাত হতে কিছু বলবার যো নাই ! সে আবার জারজ সম্ভানের অন্নপ্রাশনে কি বিবাহোৎসবে ঘোর ঘটা ক'চ্ছে, এক বাড়ীতে থেকে কোন্ ভদ্রলোক তা সৈতে পারে ? নিজে সহ ক'ল্লেও সমাজের লোক তার বাড়ীতে আর অ'স্বে চান না !

পাত। কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! শুন্লে কাণে আড়ুল দিতে হয় !

• বিশ্বা। তার পর আর কি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, এই তো নিয়মের কথা ; তার পর নিয়ম-প্রচারক শাসনকর্তাদের কথা শুনুন ;—পূর্বে অধীন দেশ-সমূহে সেই সেই দেশের লোকেরাই শাসনকর্তৃপদে ও অস্তিত্ব রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত হ'তেন, তাঁর আপন আপন দেশের আচার, ব্যবহার, ভাব, অভাব, ভাষা প্রভৃতি এবং প্রকৃতিপুঞ্জের গতি মতি সমাক্ প্রকারেই জ্ঞাত থাকেন—তারা যথাযথ অপত্যনির্দেশে প্রজাপালন ক'তেন ।

পাত। এখন ? এখন ? এখন কি হ'য়েছে ?

মন্ত্রী। এখন সেই সব শাসনকর্তাদের দিনা দোষে পদচ্যুত করে বিদেশীয় শাসন-কর্তার হাতে লক্ষ লক্ষ প্রজার ধন, মান, প্রাণ সমর্পিত হ'চ্ছে ! উচ্চ কক্ষ মাজেই তুঙ্গদ্বীপের লোক নিযুক্ত । তারা এ দেশের

কিছুই জানে না, আপনাদের খেয়ালে যিটো ভাল বোধ হয় তাই করে—
দেশীয় বিজ্ঞ লোকেরা পরামর্শ দিতে গেলে উপহাসে উড়িয়ে দেয়!
ফলতঃ, তারা দেশাচারে যেমন অনভিজ্ঞ, আত্মগরিমা আর স্বেচ্ছাচারে
তেমনি মত্ত! অধিক কি, অধীন জাতিকে মানুষ ব'লেই গ্রাহ্য করে না!

পাত। বল কি? এতদূর হ'য়ে উঠেছে?

মন্ত্রী। ব'ল্বো আর কি? মদমত্ত হস্তীর নলবন দলন তুল্য, সময় ও
বিষয় বিশেষে তারা প্রজাগণকে পদতলে দলন করে! তবে সকলে এরূপ
নয়, ভাল লোকও আছে, কিন্তু সংখ্যায় অল্প!

বিশ্বা। তোমরা কি নাগেশ্বরকে বুঝাও নি?

মন্ত্রী। প্রভু! বিস্তর বুঝিয়েছি—প্রজারাও বার বার জানিয়েছে, কিন্তু
জানা'লে কি হবে, তাঁর দৃষ্টিতে এদেশবাসী কেউ যোগ্য নয়—কেউ
মানুষই নয়—তিনি তাদের কারোকেই বিশ্বাস করেন না! বিশেষ, তাঁর স্বদে-
শের লোককে প্রতিপালন করাই যেন তাঁর সিংহাসন গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য!

পাত। হঁ! নৈগে নামে কাজে মিলবে কেন?

মন্ত্রী। প্রভু! এ তো গেল শাসন-বিভাগের কথা, এতে বরং নিম্ন-
শ্রেণীতেও দেশীয় লোক নিযুক্ত হয়, কিন্তু সৈনিক বিভাগে অতি সামান্য
কর্মচারীর পদেও এদেশের লোক প্রবেশ ক'র্ত্তে পায়না! এর ফল কি
হ'চ্ছে? সোণার ভারতবর্ষের তেজীয়ান্ অধিবাসীরা নিতান্ত নিস্তেজ
হ'য়ে প'ড়ছেন—তাঁরা পশুর ছায় কেবল আহার, নিদ্রা আর গোরবহীন
সামান্য উপায়ে জীবিলা উপার্জন ক'রে কাল কাটা'চ্ছেন! তাঁরা উচ্চ
রাজকাৰ্য্যে, কি জাতীয় উচ্চ ভাবপালনে নিতান্ত অনভ্যস্ত, নিশ্চেষ্ট; সূতরাং
অকক্ষ্মণ্য হ'য়ে প'ড়ছেন! অধিক কি, এ ভাবে আর কিছুকাল রাজত্ব
ক'রে যদি নাগেশ্বর তাঁর স্বদেশের সকল লোক সঙ্গে এদেশ ছেড়ে যান্,
তার পর যথাযোগ্যরূপে রাজকাৰ্য্য চালায়, কি শত্রুহন্তে রাজ্য রক্ষা করে,
এমন যোগ্য লোক রাজ্যে আর থাকে কিনা সন্দেহ!

পাত। নারায়ণ! নারায়ণ! মধুহৃদন হরি!

বিশ্বা। ধর্ম্মাধিকরণের অবস্থা কিরূপ?

মন্ত্রী। পুঙ্গবকার কিছুই নাই—পঞ্চায়তের বিচারে গ্রাম্য লোক সন্তুষ্ট

হ'তো, তাদের ব্যয় বাঁচতো, এখন তারা বাধ্য হ'ত। এখন আত্মজটিল, অতি কুটিল, অতি কঠিন, অসংখ্য ব্যবস্থা সকল বিধবদ্ধ হ'য়েছে; সরল প্রজা লোক তার কিছুই বুঝতে পারে না; সুতরাং ব্যবহারাজীবী নামে এক প্রকার ভয়ানক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হ'য়েছে; তারা প্রকৃতিবর্গের গায়েব রাজ্য শোষণ ক'চ্ছে! এখন আর বিচার বিতর্কিত নয়, বিক্রীত হয়! "যতো ধন্যন্ততো জয়ঃ" সে কাল আর নাই—কারা অধিক পৃষ্ঠ, অধিক ব্যয়ক্ষম, অধিক উৎকোচদাতা, তাদের জয়, ধন্যের জয় প্রাণ ঘটে না! আরার, রাজার বাদশীর ঘোষে ঘোর অহম্মতার ক'ল্লো ও স্বজাতীয় বিচার-পাতকের পক্ষপাতে অন্যায়ের মুক্তি পায়, কাজেই তাদের সেই দৌরাষ্ট্র্য অদমনীয় রূপে নিত্যই বৃদ্ধি হ'চ্ছে!—প্রভুকে আর অধিক কৈথার বিবদ্ধ ক'ল্লো না—সংক্ষেপে আর তটী প্রদান বিষয়ে কিছু নিবেদন ক'ল্লোই হয়। সে তটী আর কিছু না—রাজস্ব আর শিল্প বানিজ্য।

বিশ্বা । রাজ্যের স্বত্ব জুগ্ম সেই তটীর উপরেই অধিকতর নির্ভর করে পড়ে—সে তটীর হ'য়েছে কি?

মন্ত্রী । প্রভু অগোচর নাই, রাজস্ব বিভাগ মিতাচারে ও নিত্যব্যয়িতায় চালাইতে না পারিলে রাজ্য কখনই সুপালক হ'তে পারেন না; কিন্তু নাগেশ্বরের রাজ্যে সেরূপ অমিতব্যয়িতা, অসুর জাতির রাজস্ব কালেও তেমন ঘটে নাই; কাজেই ভারতের লোক এমন হুঃস্থ করভারে আর কখনই প্রপীড়িত হয় নাই! নাগেশ্বরের যে কতবিদগুরু, তাই সংখ্যা করা ভার—প্রজারা কোনো প্রকারে সে সকলের নাম পর্যাখ্য ও শ্রুণ্ব করেন! নাগেশ্বরের সচিব-গণ কর-গ্রহণে যেন সহস্র-কর—তাদের নিরস্ত্রিত করের দায় ভারতে অতীকার প'ড়েছে—যারো অসহ্য বলে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দশাই ঘ'টেছে! ঐ শুভ্রন, প্রজারা গীতচ্ছলে, বোধ হয়, সেই হুঃখই জ্ঞাপন ক'চ্ছে!

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী বিভাস—তাল একতাল।

নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর!

দে কর, দে কর, রব নিরস্তর, করের দায় অঙ্গ জর জর!

সিন্ধুবারি যথা শুষে দিনকর,
 শৌণিত শৌষণ করে শত কর ;
 করদাহে নর নিকর কাতর,
 রাজা নয়, যেন বৈখানয় ! ১ ॥

ভূমি-কর মাত্র ছিল দেশে কর,
 কে জানিত এত কর দুখাকর ?
 কর বিনা রাজা করে না বিচার,
 ধর্ম্যে নয়, ধনে জয়ী নয় ! ২ ॥

বাড়ী-ঘর-আলো-শাস্তি-জল-কর—
 স্থল-পথে আর সেতুর উপর,
 জলে গেলে তরী ধরে রাজচর—
 শূন্য বই গতি নাহি আরো ! ৩ ॥

গো-অশ্ব-শকট-কর বহুতর—
 পশু, নর, কারো নাহিক নিস্তার !
 নীচ কর্ম্মে খাটে তাদের ধরে কর—
 নীচাশয় এলি রাজ্যেশ্বর ! ৪ ॥

আয়-কর শুনে, গায় আসে জ্বর !
 অস্থি-ভেদী রথ্যা কর কি দুষ্কর !
 লবণ টুকু খাব, তাতেও লাগে কর !
 কঁত আর কব মুনিবর ! ৫ ॥

মাদকতা-কর ছলে দেশময় ;
 মদ্যের বিপণি, নিত্য বৃদ্ধি হয় ;
 সে গরলে দধু ভারত নিশ্চয় !
 হাহাকার রব নিরন্তর ! ৬ ॥

পাত। উঃ! কি অসহ্য ব্যাপার!

বিধা। কিছ মস্ত্রি, এর মধ্যে অনেক প্রকার করু প্রজার উপকার জন্যই আবশ্যক—

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, তা স্বীকার করি—অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকে অত নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝে না, সুতরাং কর মাত্রকেই ভয়ঙ্কর আর পীড়াকর জ্ঞান করে। কিছ প্রভু, ইটী সত্য যে, যদি অমিতব্যয়িতা আর বিদেশীয় কর্ম-চারী নিয়োগ জন্য অতিরিক্ত ব্যয় না হ'তো, তবে প্রজাগণকে এত অস-ম্ভব করভার বহন ক'র্ত্তে হ'তো না। বিশেষতঃ, সংগৃহীত কর যদি এ দেশেই সব ব্যয়িত হ'তো, তবু এত অসহনীয় হ'য়ে উঠতো না—তা হ'লে যেমন সরোবরের এক ঘাটের জল অন্য ঘাটে ঢেলে দিলে জলরাশির হ্রাসতা হয় না, তেমনি প্রজাদের নিকট এক স্থানে ল'য়ে অন্য স্থানে তাদের ধন তা'দিগকেই প্রত্যাৰ্পণ করা হ'তো! আশ্চর্য্য যখন অল্পর জাতির অধীন ছিল, তখন তারা একরূপ ব্যবহার ক'ন্তো ব'লেই তাদের ঘেচ্ছাচরের লুণ্-নেও লোকে এত অতুষ্টি আর দেশ এত নির্ধন ছিল না! তাদের অনেক দোষ সত্ত্বেও তারা তবু এই দেশেই বাস ক'র্ত্তো, কাজেই এদেশীয়ের সহিত সর্ব-বিষয়ে সমবেদনাশীল থা'কতো—দেশের লোকের ভাব-গতিক বুঝতো—অধীন জাতিকে শাসন-কারণে অংশ দিত!

বিধা। শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, তাতেও আমাদের ভয়ানক দুরবস্থা। প্রভু জানেন, ভারতের তত্ত্বজাত কোষেয় আর স্বত্ব-বসনেই সমস্ত সভ্যজাতি সম্ভ্রিত হ'তো; কিছ হয়! আজ্ কাল্ ভারতের সেই অসংখ্য তত্ত্ব নিহত—সে সব কেবল ইক্কন-কাষ্ঠ হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে! প্রভু, ব'লতে লজ্জা করে, এখন তুঙ্গদ্বীপ হ'তে বস্ত্র এসে ভারতের সজ্জাক্রমে লজ্জা নিবারণ ক'চ্ছে! আজ্ যদি সেই বস্ত্র আসা বন্ধ হয়, কাল্ পরিধার বসনের জন্ত দেশে হাচকার প'ড়ে যায়। আমাদের কর্মকার শ্রেণী কেবল মানিত্য কুদাল, নিড়ান, হাত, বেড়ী, লাঙ্গলের কাল প্রভৃতি গোটাকতক স্থল'কর্ম্মেই যা কিছু নিযুক্ত আছে, নচেৎ যত স্বল্প'কার তুঙ্গদ্বীপ হ'য়েই এখানে আনীত হ'চ্ছে! আর বাবহারিক বিজ্ঞান, কি উচ্চ অঙ্গের বড় বড় শিল্পাভিধান,

দেশে বা প্রবর্তিত হ'চ্ছে, তাতে এ দেশের লোক অতি নিম্নস্তরেই যা কিছু সহকারিতা ক'র্ত্তে পার, নতুবা তুঙ্গদীপের লোকই সব ! সুতরাং প্রভু, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বা হ'চ্ছে, তার ফলভোগে এদেশের লোক সম্পূর্ণই বঞ্চিত—এদেশের লোকের মধ্যে প্রকৃত বণিক আর নাই ব'ল্লেই হয়—সমুদ্র এখন তুঙ্গদীপের পোতেই পরিপূর্ণ, আর্গ্যপোত অদৃশ্য হ'য়েছে ; বৎসর বৎসর এদেশের কোটি কোটি মুদ্রা লভাস্বরূপ নানান কোশলে তুঙ্গদীপে চ'লে যা'চ্ছে, তাতে দেশ ক্রমে নিতান্ত নির্ধন হ'য়ে পা'ড়ছে !

বিশ্বা । লেখা পড়ার শিক্ষার বিধান কিরূপ ?

মন্ত্রী । তাতে মন্দ ব'ল্লে পারি না ; কিন্তু সাহিত্য ইতিহাসে যেমন উচ্চ ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়, গণিত আর বিজ্ঞানে যদি তেমন হ'তো, কি তার সঙ্গে ঐ শিল্প আর সমর-বিদ্যার অধ্যাপনা চ'লতো, তবেই বৃহত্তম নির্যমল পজাবাসলা প্রকাশ পা'চ্ছে ! ফল কথা, যে সব বিদ্যার প্রভাবে উচ্চ অঙ্গের শিল্প, বাণিজ্য, বণকোশলাদির শিক্ষা পেয়ে প্রজারা যথার্থ উন্নত হবে, কি জাতীয় গৌরবের গদে আরোহণ ক'র্ত্তে পা'র্কে, নাগেশ্বর সে দিগেও যান্ না !

বিশ্বা । তার কারণ কি ?

মন্ত্রী । তার কারণ, তাঁর স্বদেশস্থ লোকের হিতৈচ্ছা !

পাত । ঐ শুভ্রন, আবার গান আরম্ভ করে—

মন্ত্রী । (সত্যাগ্রে) উহাই ওদের আবেদন-পত্র !

পাত । চুপ কর—

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতাল্য ।

দিনের দিন্, সবে দীন্, হ'য়ে পরাদীন্ ।

অন্নভাবে শীর্ণ, চিন্তা জরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ্ !

সে সাহস বীৰ্য্য নাহি আর্গ্য-ভ্রমে,

পূর্ব গর্ব সর্ব গর্ব হ'লো ক্রমে,

চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,

লজ্জা-রাহ মুখে লীন্ ! ১ ॥

অতুণিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
 বাছকর ভাতি মনে, উড়াইল,
 কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
 এম্মি কৈল দৃষ্টিহীন! ২ ॥

ভূঙ্গদ্বীপ, হ'তে পঙ্গপাল এসে,
 মার শত্রু গ্রাসে, যিত ছিল দেশে,
 দেশের লোকের ভাগ্যে থোমা ভূষী শেষে,
 হায় গো রাজা কি কঠিন! ৩ ॥

ভাতি, কর্মকার করে ভাষাকার,
 সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
 দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকো আর,
 হ'লো দেশের কি ছদ্দিন! ৪ ॥

আজ যদি এ রাজা ছাড়ে ভূঙ্গরাজ,
 কলের বসন বিনা, কিমে হবে লাজ?
 ধ'লে কি লোক হবে নিগমের মাজ—
 বাকল, টেনা, ডোর, কপীন! ৫ ॥

ছুট, সূতা পর্যায় আসে ভূঙ্গ হ'তে,
 দীর্ঘশেলি কাটা, তাও আসে পোতে—
 প্রদীপটি জালিতে যেতে, সূতে, যেতে,
 কিছুতেই লোক নব স্বাধীন! ৬ ॥

বিধা । মন্ত্রী! তুমি অতি পার্থক্য—অতি বিশ্বাস-পার, তোনার একটা
 কথাও অবহেলা করা উচিত নয়! আমি নিজেও নাগেশ্বরের ছ' একটা
 অত্যাচার দেখেছি—সে রাজা না হ'তে হ'তেই কনপূর্বক কনপাকে হরণ
 ক'রে এনেছিল—তার পর কনলার কি হ'য়েছে, তাও আর শুনিনি—

মন্ত্রী । প্রভু, এতক্ষণ সাধারণ-তত্ত্বের আবেদনেই বাস্তব ছিলেম ; সে

প্রকার ব্যক্তিগত অত্যাচার অথবা আমার নিজের উপরেই যে ভয়ানক পীড়ন হ'য়েছে, তা প্রভুর চরণে এখনো বলা হয়নি—

বিষা । তোমার উপরেও ?

পাত । জুর নাগ, তার আবার এ আর ও !

মন্ত্রী । প্রভু যে অপহরণের কথা ব'লেন, তা সত্য ; কমলাকে এনে রাজপুরীতে বন্দী ক'রে রাখে ; তার কৌমার ধর্ম আক্রমণেও ক্রটি হয় নাই ; যে দিন সেই ভয়ানক ব্যাপার হওনের কল্পনা ছিল, সে দিন আমার পুত্র বসন্ত আর কমলার ভ্রাতা খগেন্দ্র সংগোপনে কোনো কৌশলে কমলাকে মুক্ত ক'রে আমার নিজের দশ জন গ্রহরী সঙ্গে পলায়ন করে ।

পাত । তবে তো উত্তমই হ'য়েছে !

মন্ত্রী । আজে না, উত্তম হয় নি—

পাত । কেন ? পথ থেকে তাদের ধ'রে এনেছে নাকি ?

মন্ত্রী । পরদিন নাগেশ্বর তাদের ধ'রে আ'ন্তে এক শত অশ্বরোহী পাঠান ; বসন্ত আর খগেন্দ্র উভয়েই বীরপুরুষ ; তাদের সহচরগণও তদ্রূপ ; সংখ্যায় তারা দ্বাদশজন মাত্র হ'লেও ঐ শত জনকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে ! এমন কি, তাদের অধিকাংশই সেই ক্ষুদ্র যুদ্ধে বিনষ্ট হয় ।

পাত । বাঃ ! বাঃ ! বাঃ ! ভেলা বীর ! আমরা যারে খগা পাগ্লা ব'লে জেনেছিলাম, সে এমন বীর ?

মন্ত্রী । ভাগ্যক্রমে, সে এখন আর খগা পাগ্লা নাই—সহোদরার প্রতি নাগেশ্বরের ঘোর অত্যাচারের আশঙ্কা জ'ন্মে অবধি ঈশ্বরেচ্ছায় তার চিত্ত-রোগ আরোগ্য হ'য়েছে—এখন আবার যে খগেন্দ্র সেই খগেন্দ্রই হ'য়েছে !

পাত । আ ! বাঁচা গেল !

মন্ত্রী । তার পর প্রভু, নাগেশ্বর এক সহস্র বাছা বাছা তুঙ্গদ্বীপবাসী অশ্বরোহী পাঠান । আমার পুত্র সদলে কাশীর নিকটবর্তী কোনো স্থানে রাত্রিকালে নিদ্রিত ছিলেন, ঐ অশ্বরোহীরা কৌশলে সেই সুপ্ত সিংহ-গণকে ধ'রে এনে রাজ-সমীপে দিয়েছে । আমি গিয়ে এত বিনয়ে তাদের মুক্তি প্রার্থনা ক'লেম—রাজধানীর পূর্ব অধিবাসী তাবৎ প্রধান ব্যক্তি বিস্তর অনুনয় ক'রেছেন, কারো অমরোধ না শুনে সকলকেই কারাবদ্ধ

ক'রেছেন—কমলা কেবল অসাব্যারণ সাহস আর ধর্মবলেই অদ্যাপি আপ-
নার কৌমার-ধর্ম রা'ব্ধে পেরেছেন—মল্লিকা, মিনি আমার পুত্রবধূ হবেন,
তিনি পর্যন্ত সকলেই চোরের ছায় কঠোর কারা-যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্ছেন !

বিশ্বা । এত দূর ?

পাত । (অমুচ্চ স্বরে) ছুখী লোকের কথা বাসি হ'লেই খাটে !
লোকের কাছে আমাকে মন্ত্রী ব'লে মিছে আমার কলঙ্ক রটানো বৈ তো
না—আমার মন্ত্রণা শুনে কি পৃথিবী এই পাপ বহন ক'তেন ?

মন্ত্রী । প্রভু, এই অত্যাচারে আর এম্মি এম্মি কাজে দেশে আগুন
জ'লে উঠেছে ! এ দাসকে রাজ্যের ছোট বড় সকলেই স্নেহান্ত্রগ্রস্ত ক'রে
থাকে ; সকলেই এই সংবাদে ক্ষেপে উঠেছিল ; সকলেই বিদ্রোহানল
প্রজ্বলনে প্রস্তুত ; কেবল এ দাসই তাদের বিধিমতে নিরস্ত রেখে প্রভুর
চরণে শরণ ল'তে এসেছে—এখন প্রভুর যেমন ইচ্ছা !

বিশ্বা । (অগচিহ্নতার পর) যাও, মন্ত্রী ! যাও, সেই পামর নাগেশ্বরের
নিকট নিজে কিছা কোনো বিশ্বস্ত বিজ্ঞ লোক দ্বারা আমার নাম ক'রে বল
গে যে, মুহূর্ত্ত বিলম্ব ব্যতীত মল্লিকা, কমলা, বসন্ত আর খগেন্দ্রকে ছেড়ে
দেয়—এ আদেশ যদি গ্রাহ্য না করে, তবে তোমাদের প্রতি—সমস্ত আখ্যা-
বত্তের প্রতি মুক্তকণ্ঠে বাক্ত ক'ছি, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করগে—
তোমরা যেকপে পার, হরায়াকে শাসন করগে—আমি তাতে কিছুমাত্র
ক্ষুব্ধ হব না ! তার পর তোমাদের শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করার বিষয়, আমি
শীঘ্র তার উপায় ক'ছি !

পাত । (স্বগত) চোর পালালে-বুদ্ধি বাড়়ে !

মন্ত্রী । (স্বেচ্ছা স্বেচ্ছা প্রাণপাত পূর্বক) প্রভু অনাথনাথ, পরম দয়াবান
—এমন প্রভু হ'তে রাজা হরিশ্চন্দ্রের এমন দশা কেন হ'লো, মানব-বুদ্ধির
অগোচর ! অবশ্যই মহারাজার পূর্ব জন্মার্জিত কোনো পাপ কি রাজর্ষির
কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন থাকবে ! বাই হ'ক প্রভু ! এ সংবাদে বন্যগত
সমস্ত প্রজামণ্ডলী যে কি স্তম্ভী হবে, তা আর প্রভুকে ব'লে উঠতে পারিনে !
আমার বৃদ্ধ হৃদয় যখন এমন নৃত্য ক'চ্ছে, তখন না জানি, যুবরাজদে
আজ্জ্বলি আনন্দই ক্রীড়া ক'র্ষে !

বিশ্বা। মন্ত্রী! যাও, আর কালক্ষেপণ বৈধ নয়, আনিও শীঘ্র যা'চ্ছি।

মন্ত্রী। প্রভুকে একটি সংবাদ দিতে ভুলেছি; নাগেশ্বরের প্রেরিত উক্ত সহস্র সৈনিক কাশী রাজার অধিকার মধ্যে ঘোরতর অত্যাচার ক'রে এসেছে—তার দুঃখী 'প্রজাদের জাতি কুলের বিষ পয়স্তু ক'রেছে, এই জন্ত কাশীরাজ অত্যাচারী রাজগণকে আমন্ত্রণ পূর্বক বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছেন; নাগেশ্বর তা শুনে মসৈন্ত কাশী যাত্রা ক'চ্ছেন; প্রভুর এই আদেশ শুনেই রাজগণ পুলকে নৃত্য ক'রে থা'কবেন—এদিকে প্রজারা অদ্যই হয়তো নাগেশ্বরের প্রহরীগণকে রাজপুরী ও দুর্গ হ'তে দূর ক'রে দে আমার পূজ প্রভাতকে মুক্ত ক'রবে। কেবল রাজর্ষির কোপের আশঙ্কাতোই এতাদন তা করে নাই—মুদ্র সেই জন্তই নাগেশ্বর এতকাল সদলে নিন্দ্রতি পেয়ে আ'মছে—আ'জু আর পাবে না!

বিশ্বা। উত্তম! তাতে আর আমার কোন আপত্তি নাই!—বরং আশীর্বাদ করি, তোমাদের উদ্যম সফল হ'ক!

[প্রণাম পূর্বক মন্ত্রীর প্রস্থান।

পাত। প্রভু, দেখে আসি প্রজারা কি করে?

বিশ্বা। না, তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হও, আমি কাশী যাব।

(পটক্ষেপণ)

[নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে—জয় রাজর্ষির জয়—জয় বিশ্বা-
মিত্রের জয়—জয় রাজমন্ত্রীর জয়—জয়
মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের জয়!]

বষ্ঠ অঙ্ক ।

কাশী—আশান-ঘাট ।

[চণ্ডালবেশী রাজা হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত] ..

রাজা । (অগত) আজ হর্যতো ভাদো আবার ব'কবে এখন । ব'কে
র'য়েছে আর ব'কবে কি ? তাহিতো, ডঃখী দেখে দয়া করা রোগটা আ'জো
আমার গেল না ! আর কেন ভদ্রতা রেখে বেড়াই ? সেপথে তারা—
হায় ! মনে ক'র্ত্তেও বুক ফাটে রে !—(অদোমুখ) উঃ ! এত সব কোথায়
গেল ? কি হ'লো ? হায় ! সেট সঙ্গ অরণও কেন গেল না ? অর-
ণের জুই তো সাতনা—নৈলে চণ্ডালগুচ্চেও সুখে থাকে পা'র্জেন !—
সুখ ডঃখ কি ? কিছুই না—আপেক্ষিক তুলনার বস্তু বৈ আর কি ?
পৃন্দাপর আর পরস্পরের তুলনা বৈতো না ! এই স্মৃতি যদি জালা না দিত,
তবে চণ্ডাল-প্রভু যা যা ক'র্ন্তে বলে যাতে তুই থাকে, তাই ক'রে পরম
সুখেই থাকেন ! তা দক্ষ স্মৃতি ! তুই কে ? তুই কি যথার্থই পৃন্দাপর
স্মৃতি, না যথার্থতার অরণ ? স্বপ্নের স্মৃতিই হ'ল, নৈলে সত্য সত্যই কি
আমি রাজা ছিলেম ? সত্যই কি আমার অসমুদ্র সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য,
তেমন সব সচিব, সেনাপতি, অগ্নায় জন ছিল ? সত্যই কি লক্ষ্মীকাপণী
রাণী—তেমন দেবকুমার তুল্য পুত্র আমার ছিল ? কখনই না ! এও কি
হয় ? তেমন উচ্চ আশানের চণ্ডাল, এও কি সম্ভবে ? কখনই না !—অব-
শুই সে সব মনের বিকার—স্বপ্নের সংস্কার !—বাস্তবই আমি মুখো চণ্ডাল,
চিরকাল চণ্ডাল বৃত্তিই ক'রে আ'মুছি—হয় তো এক দিন অপারমিত
ভাং কি সুরাপান ক'বে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেম ; তাই একটা অদুত স্বপ্ন

দেখেছি—স্বপ্নেই। সেন স্বর্গ্যবংশে জন্মেছি, রাজা হ'য়েছি, রাণী পেয়েছি, রাজপুত্রের পিতা হ'য়েছি—আবার স্বপ্নেই যেন মৃগয়ার গিয়েছি, বিধা-মিত্রকে রাজ্য ধন দান ক'রেছি—স্বপ্নেই যেন স্বপ্নের রাণী আর রাজপুত্রকে বেচে ফেলেছি—ফেলে স্বপ্নের রাজা স্বপ্নেই আবার “পুনর্মুখিকঃ” অর্থাৎ যে মুষো সেই মুষো চণ্ডালই হ'য়েছি!—তার পর এখন যে এই জেগে উঠেছি, এখনো যেন সেই অদ্ভুত স্বপ্নকেই স্বপ্ন দেখছি—বাঃ! কি কুহক! কি চমৎকার স্বপ্ন! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন তো কখনো ঘটে না—জেগে উঠেও তার মোহিনী শক্তি যায় না—ঠিক ছবু—যেন সেই সব কাণ্ড সত্যি সত্যি আমার জীবনে ঘটেছিল! এক চ'ক্ রগড়াছি—এত আড়ামোড়া খাচ্ছি—শরীরকে এত ক'রে দোলাচ্ছি, তবু ধাঁধা যাচ্ছে না—তবু যেন সত্যি আমার রাজত্ব, রাণী, রাজপুত্র ছিল, এমনিটা ঠিক মনে প্রাণে লাগছে! ভাগ্যস্বপ্নের ঘোর স্বজাতীয় চণ্ডালদের কাছে গে রাজা ছিলাম, ব'লে গল্প করিনি, তা হ'লে হয় তারা পাগল ব'লে টিটকারী দিত; নয়তো বৈদ্য ডেকে চতুর্মুখ বিষ্ণু তেলের জন্য বাস্ত হ'তো!—বা! হ'কগে আর না, আর ও সব ভাববো না—দূর হ—স্বপ্নের কুহক দূর হ—তুই দূর হ!—ও সব খেয়াল ছেড়ে যাতে এখন চণ্ডাল প্রভুর লাভ আর সন্তোষ হয়, একান্ত মনে তাই করি—আবার প্রভুই বা বলি কেন? দাসত্ব-ভাব যে ছাই স্বপ্নের ভাব—আমি যে ভ'দো চাঁড়ালের ভাই—সুতরাং তার কথামত জাতীয় কর্ম তো ক'র্ত্তেই হবে! সে হো ভালই ব'লে—সে বলে, ছাঃগী! হ'ক্, বড় মাতুষ হ'ক্, মড়া আনলেই কড়া হবি—দক্ষিণে নিয়ে তবে কথা কাঁব; নিদেন ষোল কাঠন কড়ি নৈলে ছা'ড়'বিনে—আর যো পেলো জিনিষটা পত্তরটা সাবাড় দিতেও ভুল'মনে! কিন্তু সেটা আমি পা'ক্কো না—কখনই পা'ক্কো না—চণ্ডাল ব'লে কি চোরও হব? তাতে আমার প্রবৃত্তি যায় না, তা কি ক'ক্কো? তবে কড়া হওয়া—তা উচিত বটে; কেননা “যার খাই, তার গাই!” সে হ'লো আমার কঠা, সে যা ক'র্ত্তে ব'লে, তা ক'র্ত্তে হয়—তার ক্ষতিই বা কেন করি?—দয়া!—উঃ! কিসের দয়া? চণ্ডালের আবার দয়া কিসের? তবে চণ্ডাল নামই বা কেন? চণ্ডালের ছায়া কেউ মারায় না—চণ্ডালকে কেউ

দয়া করে না—সবাই ঘৃণা করে, তবে কেন চণ্ডাল হয়ে অপরকে দয়া
করি? তবে কেন দয়ার জন্ত কষ্টের ক্ষতি করি? সভাই কি আমি নির্দয়
হ'তে পারিনে? কেন পা'লো না? ওয়া পারে—কগ'তে এত লোক পারে,
আমিই বা না পা'লো? কেন?—না পা'লেই বা চ'লে কেন? আ'জ
আমি পরক দেখবো! এখন যদি ছা'খী লোক কেউ আসে, কখনই আর তার
কাতরাণি শুন'বো না—তার মুখ পানে চেয়েও দেখ'বো না! এই যে তার
অবিদ্যাপ্ত হ'চ্ছে—জোৎস্না ছিল, তাও গেল—মেঘ ঝড়ও এলো—দিক্
আমার স্বপ্নের অবস্থার মত দেখতে দেখতে ঘোর আঁধার হয়ে এলো—
বেস হ'গেছে—প্রথম অভ্যাসের সময় কারো মুখ দেখতে হ'বে না। উঃ
কি বজ্রাঘাত! কি ঝড়! ঐ যে কে আ'সছে না? হ্যাঁ তো—এই দিগেই
যে আ'সছে। এ সময় এখানে আর কে আ'সবে? অপরক কার কপাল
পুড়ছে। দেখ'ছি জীলোক—একাকিনী—দেখে আপনার জন কেউ নেই—
যেন ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে পা'কেলছে—যেন সাহস করে আ'সতে
পা'চ্ছে না—অবশ্যই কোনো অনাখিনী হবে—হয়তো নবনতাবা কোলের
বন্দ-তারাই হ'য়ে থাক'বে—হয়তো অভাগিনীর একমাত্র হৃদয়মনি নির্দয়
যম কেড়ে নিয়েছে—হয়তো কোন অনাথার একমাত্র আঁধারের দীপটী
আ'জ জন্মের মত নিবে গিয়েছে! (চক্ষু মুছিয়া) দূর! দূর! আবার
তাই! আবার হৃদয় পরের জন্ত অমন করে নরিস! কখনই না—
কখনই আর দয়া মায়া'র কপা শুন'বো না—কখনই “আগা উজ” এ হৃদয়ে
আর স্থান পাবে না! দূর হ, তোরা দূর হ—ভ'দোর আজ্ঞায় দূর হ—
ভ'দোর আজ্ঞায় মূবোর বুক থেকে চ'লে যা! যেই হ'ক—মোল কখন
কড়ি! (গলা কাঁকিয়া) আবার কণ্ঠবরেও কেমন একটা দোষ আছে—
আমার স্বর আর ভাষা শুনেই লোকে হয়তো বুঝে ফেলবে যে, এরে
ছোটো কথা ব'লেই এ দয়া ক'র্বে! তাই হয়তো, অত কাকুতি মিনতি
ক'রে ছা'খের পরিচয় দিয়ে আমার মন গলায়! আ'জ অবধি গলার সুর
আর কথাগুলোকে ভ'দোর মত কর্কশ আর কঠোর ক'রে যতদূর পারি
চণ্ডালে গলা, চণ্ডালে ধরণ আর চণ্ডালে অশিষ্টোচারণ দেখা'তে হবে—
এরে দিয়েই হুত্বপাত করি! (প্রকাশে কক্ষ মরে) আগো তুই কে গো?

[মৃতপুত্র কোলে মলিনবেশা রোরুদ্যমানা

এক যুবতীর প্রবেশ]

এই আঁধার রোতে মেঘ ঝড়ে তুই কে বটম্ গো কে বটম্ ? (গলা কাকিয়া স্বগত) উহু, ঠিক হ'লো না—আরো মোটা—আরো ককশ—আরো কড়া গলা চাই ! (প্রকাশে) বলি হ্যাঁগা—বলি তোর মুখে কি বাক্য—বচ—কথ—বুলি—আরে তুহার মুখে—তুহার মুখে কি বুলি নেই ? তুই কে বটম্ গো ? এই বাদলে আঁধার রোতে শ্মশানভূমে তুই কেনে গো কেনে ? তুই কে গো ?

যুবতী। (সরোদনে) ওগো আমি বড় অভাগিনী !

মুষা। অভাগিনী উভাগিনী আর খাটবে না—সে বিকেল বেলা হ'লেও হ'তো—সে কাল গেছে—

যুবতী। ওগো, এ ছুথিনীর কেউ নেই !

মুষা। ছুথিনী ছুথিনীর কাহিনী মুষা টাড়াল আর শোনে না—সন্ধ্যার পর এলেও যা হয় হ'তো—

যুবতী। কি হ'তো গা ?

মুষা। কি হ'তো—যাতে তাতে পোড়ানো হ'তো—ছপণ চা'রপণ দিলেও হ'তো—এখন যোল কাহনের এক কড়া এদিগে নয় !

যুবতী। হা বৎস ! (মৃতপুত্রের মুখচুষন পূর্বক) কি শুনি ? (অব-সন্নভাবে বসিয়া) বাপরে ! কি শুনি ! ও বাপ ! তোরে কি পোড়াতে এসেছি ? বাপরে আমার ! সোণার চাঁদ আমার ! তোর সোণার অঙ্গ কেমন ক'রে—হায় এ কি কথা !—হায় ! তোর অভাগিনী মার কপালে কি শেষে এই ছিলরে বাপ ! তা তো কখনই হবে না—কখনই হবে না—কখনই হবে না ! না বাবা আমি তোরে ছাড়বো না—তোরে গলায় বেঁধে—তোরে কণ্ঠস্থার ক'রে গঙ্গার জলে ভেসে ভেসে বেড়াব ব'লেই এসেছি ! ও বাবা, আমি কি তোরে কোলছাড়া ক'র্ত্তে পারিরে বাবা ! বাপ একবার কথা কও—বাপু আর একটী বার তেয়ি ক'রে ছুথিনীর গলা জড়িয়ে চন্দ্রবদনে মা ব'লে ডাক—কেন বাবা মৌনে বৈলে ? কেন বাবা

অভিমান ক'লে? আমি কি ওদের কথা শুনি? আমি কি তোমায় ছেড়ে যেতে পারি? না বাবা, তা যাব'না—কখনই ত্যাগাব'না—তোমা ধন বিসর্জন দিয়ে কি সুখে আর এ পাপ প্রাণ রাখবো? বাপরে! কি নিয়ে আর থাকবো? আর কার জন্তে দাশবৃত্তি ক'লো? বাপ! একটা কথা কও—একটীবার মাথা নাড়া দেও—প্রাণ যে যায় দে বাপ! বাবা তুমি কোলে ছিলে ব'লেই এত দূর এসেছ—কার মাথা আমার কোল থেকে তোমাকে নামিয়ে নেবে? চল বাবা, তুমি যদি একান্ত আর কথা না কও, তবে চল, তোমার কোলে ক'রে মা জাহ্নবীর কোলে জীবন জুড়াইগে—আর আমার ভাবতভূমে কাজ কি? **১৫ নৃত্যদ্বয়**

মূষা। (স্বগত) জ্বালালে, নিতান্তই জ্বালালে! কিছুই হ'লো না—কিছুতেই দেখছি সংকল্প বক্ষা পেল না!—হায়! প্রাণ যে কেনন করে! হায় কি করি? কি বলি? কর্তব্য! তুমি দূর হও! প্রভু! কিসের প্রভু? চণ্ডাল-প্রভু! চণ্ডালের ক্রীত হ'য়েছ ব'লেই কি চণ্ডাল হ'তে হবে? ধম্ম! তুমি সার্কী! আমি প্রকৃত চণ্ডাল হব ব'লে অকপটে সংকল্প ক'রেছিলাম—পা'লোঁম না!—বিপাতা আমার যে পদার্থে সৃষ্টি ক'রেছেন, সম্পূর্ণ চেষ্টাতেও তা চণ্ডালের ভাবে পরিবর্তিত হ'লো না! এ বিপাতার দোষ, আমার নয়—আমি জানি না, আমার প্রাণ কেন এমন ক'ছে? হা প্রিয়ে শৈব্যে! প্রাণের রেহিতাকে নিয়ে হরতো তুমি এই অনাথার মত কেঁদে কেঁদে বেড়া'ছো! হায়! প্রাণ তো দবার সমান! এ যদি অপরিচিতা যুবতী না হ'লে আমার প্রাণের প্রাণ সেই ছটা প্রাণই হ'তো, তবে উঃ!—কল্লনা ক'র্ত্তেও জ্বংকল্প—শরীর অবশ হ'ল!—হা ভগবন্! রক্ষা কর—অভাগ্যকে অবশেষে সে অশ্রুিমুখের আর ফেলো না!—আহা! এই যুবতীর অবস্থা কি নিদারুণ—কি জঘন-ভেদী! কেউ নাট—এই বিশাল জগতে এর এমন জন কেউ নাই যে, এমন দিনে এমন কাজেও সাহায্য করে—এমন সর্ব্বনেশে স্থানেও সঙ্গে আসে!—হা! তা থাকলে কি এই হতভাগিনী, অনাথিনী, জমিনী হ'য়ে বুকের এমন পনকে আপনি বুক ক'রে স্থানে আনে? কেউ থাকলে কি তারা এমন ক'রে আস্তে দেয়?—আহা! আর এমন দিনে আত্ম বলবার নেই

এমন সর্ব্বনাশে পুত্রশোকে এখনি হয়তো আত্মঘাতিনী কি (তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ভোগ) উন্মাদিনী হবার সম্ভাবনা—আহা ! এমন অনাপার ভঃখে ছাপা অহা না ব'লে—যেকপ সাধ্য যেকপ সাধ্য না ক'রে যে ক্ষান্ত থাক'বো, নরাদম হরিশ্চন্দ্র আনন্দে ততদূর নরাদম—ততদূর নরপিশাচ হ'য়ে উঠেনি ! আমি অশ্রুট এর বাথার বাথী হব ! ভঃপের অশী পেলে—আহা বলবার লোক গেলে অশ্রুই তাপিনীর তাপ কিছু খাট হবে !—ছোটো জিজ্ঞাসাই কেন করি না ? ছোটো ভাল কথাই কেন কই না ? তাতে তো আমার প্রভুর কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না—(প্রকাশে) হ্যাঁ গা, তোমার বাজার কি রোগ হ'য়েছিল ?

যুবতী । (সরোদনে) ওগো, রোগ না—হায় সোণার চাঁদ আমার পাঁচ ছেগের সঙ্গে না'চতে না'চতে পাঠশালা থেকে অভাগিনীর কোলে আ'স'ছিল—হায় অভাগিনী সন্ধ্যাবেলা রাজপথে আগিয়ে আ'স্বে সিঁড়লো । হা—আমি মন্দভাগিনী ! যদি আর কিছু দূর আগয়ে যাই, তবে আর এ সর্ব্বনাশ হয় না !—আহা ! বাড়ি আমার আফ্লাদে ছুটে আ'স'ছিল—অগ্নি চেষ্টিয়ে ব'লে “মা আমার কিসে কাম্ভা'লে !” তখন অভাগিনী ছুটে গিয়ে দেখে, কাল ভুজঙ্গ বাছাকে দংশন ক'রে গন্ধের ভিতর যা'চ্ছে—ওগো, আমার সোণার চাঁদ দেখতে দেখতে কেমন হ'লো—অগ্নি কোলে ক'রে ছুটে বাড়ী আ'স্বে না আ'স্বে বাছা আমার “ওমা জ'লে গেল—ওমা জ'লে গেল—ওমা আর চ'কে দেখতে পাইনে—ওমা এই বেলা একবার তোরে ভাল ক'রে দেখে নেই মা—ওমা জন্মের শোণ তোরে মা ব'লে ডেকে নেই মা—ওমা বড় ভঃপ, এ সময় বাবাকে একবার দেখতে পেলেম না !” এই ব'ল'তে ব'ল'তে অভাগিনীর কোলে অগ্নি চ'লে প'ড়'লো গো চ'লে প'ড়'লো !—হায় ! কাল ভুজঙ্গ এ পাপিনীকে দংশন ক'রে না, পাপিনীকে দেখে এই ব'লে বুঝা ক'রে যেন চ'লে গেল “থাক্ পাপিয়সি ! থাক্—আর জন্মে তুই পাপিনী ছিলি, আমার বাছাকে খেয়েছিলি, এজন্মে তার পোষ দিলেম—থাক্ সেই কৰ্ম্মফল ভোগ ক'র্ত্তে থাক্ ! !”

মুখো । (সরোদনে) হ্যাঁগা, ওমা টোকা দেখানো কি হ'লো না ?

যুবতী । ওগো, মণিহারী ভুজঙ্গিনীর মত অভাগিনী ছট্‌কট্‌ ক'রে কত

ষষ্ঠ অঙ্ক] হরিশচন্দ্র নাটক ।

১১১

চৌচালে—কত লোককে ডাকলে—কত লোকে দেখলে; ওগো তীরা
কি ক'রে গো কি ক'রে? পাপীয়সীর কৰ্ম্মাত্মক, কারু সাধা খণ্ডাতে
পারে?

মুষো। হ্যাগা তোমার কি কেউ নাই?

যুবতী। হা! আর কথা আছে না গো—বুক ফেটে যায়—তবুতো
পোড়া বুক ফাটে না—

মুষো। হ্যাগা! তবে এই যে বলে, তোমার সোণারচাঁদ তার পিতার
সঙ্গে দেখা হ'লো না বলে অক্ষেপ ক'রেছিল?

যুবতী। (পুল্লের মুখচূষনপূর্বক) হা বন্দ! তোমার সেই অক্ষেপ
অভাগিনীর বুকে শেল হয়ে গৈলো! ওরে বাপ? তো অভাবে এখনে
এ পাপপ্রাণ যে কেন আছে, (বক্ষে করাঘাত) এই পায়াল প্রাণই তা
বাল্তে পারে! ওরে দারুণ হৃদয়! কেন তুই এখনো বিদীর্ণ হ'চ্ছিস না?
তোমার কি এখনো আশা আছে, পতির পদারবিন্দ আর দেহে পায়?
ওরে! তোমার যদি সে ভাগ্য হ'তো, তবে এমন ক'রো কি তোমার
নড়ি ছরপু কাল কেড়ে নেয়? হা মহারাজ! কোথা গৈলে? এ সময় এক-
বার এসে দেখলে না! তোমার পট্টমন্দির শৈব্যা তোমার প্রাণের
রোহিতকে কোলে করে শ্মশানে—

মুষো। (বার্ছাবস্তার পূর্বক) প্রিয়ে! প্রিয়ে! একি? একি ভূম? তা
রোহিত! হা পুল্ল! হা প্রাণাধক! (পুল্লের শবোপরি অজ্ঞানে পাতত)

যুবতী। ভগবন্! কি ক'রে? এ কার স্বর শুনি?—উঃ! একি? আম-
ক জাগ্রত?—উঃ! উঃ! আঃ!—এ কি? প্রাণ যায় যে! আর
দয় না যে! মহারাজ এখানে! শ্মশানে! মহারাজ হরিশচন্দ্র শ্মশান-চণ্ডাল
বিধি! ও বিধি! ওরে দারুণ বিধি! তোমার মনো কি এত ছিল?—(বক্ষে
করাঘাত) হৃদয়! বিদীর্ণ হ!—ফেটে যা—যা প্রাণ এই বেলা যা—হ্যা-
কেন? দেখাছিস্‌নে, যার অশেষ এতক্ষণ ছিলি, তিনিও চলে গেলেন—
ঐ যে তোমার দাক্ষতে—তোমার কোলে—এমন দিন আর পাবনে—যাবা
এমন শুভক্ষণ আর কখন?—মহারাজ! দাঁড়াও! দাঁড়াও! যেয়ো না
যেয়ো না; আগে যেয়ো না; দাসীকে ফেলে একা যেয়ো না; আগে

রোহিতকে নিয়ে একা যেয়ো না ; দাসীও যা'চ্ছে—এই যে যায় ! (পুনঃ পুনঃ বক্ষে করাঘাত)—যা না—যা না পাপ প্রাণ বেরো না !—

রাজা । (উত্থান পূর্বক) ভ'দো ! ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—আমার শৈব্যাকে আমি পেয়েছি—এই মুহূর্তে দেখেছি—ছেড়ে দে, দেখি, দেখি, কোথায় গেল ?—এই যে—এই যে—ওকি ? প্রিয়ে ! (যুবতীর হস্ত ধরিয়া) ওকি ? ওকি প্রিয়ে ? তোমার নিষ্পাপ নিম্মল হৃদয়ের দোষ কি ? দেবের ছল্লভ এ কোমল হৃদয়ে আঘাত কেন ? এই পাপাত্মার (স্বীয় বক্ষে সবলে করাঘাত) বক্ষই আঘাতের যোগ্য ! (মস্তকে আঘাত) এই মস্তকই বজ্রাঘাতের যোগ্য ! (রাজার বক্ষে যুবতীর পতন) ও কি ? 'মহিষি ! আর যে কথা কও না ? হায় কি হ'লো ! একবারে যে নিষ্পন্দ (নাসিকা স্পর্শ) এই যে শ্বাসরুদ্ধ ! হায় ! আমার অদৃষ্ট-তরুর বিষফল আ'জ্ পেকে উঠলো—বিশ্বামিত্র মনের সাধে এ পাপিষ্ঠকে উদর পূরে আ'জ্ সেই ফল খাইয়ে দিলেন !—তা ভালই হ'য়েছে ! ঋষি হে, তোমার মনে যা ছিল, তাই হ'লো—হরিশ্চন্দ্রকে সংবশে নিম্মল করা যদি অভি-প্রায় থাকে, তবে এখনি তা সিদ্ধ হয়—আর অপেক্ষা নাই—সতীই পাতিল সহগামী হ'য়ে থাকে, আ'জ্ সতীর সহমরণে পতি চ'ল্লো !—ভালই হ'লো—যশ্গুণ, গেল ! না, বিদাতা বুঝ তাও হ'তে দিলেন না—এই যে প্রিয়র শ্বাস আবার পা'চ্ছ—এ সময় বুক থেকে প্রিয়তমাকে নামাই কেমন ক'রে—নৈলেই বা একটু জল এনে দেয় কে ?

শৈব্যা । না মহারাজ ! জল আর আ'স্তে হবে না—তোমার চরণ স্পর্শেই এ দাসী শীতল হ'য়েছে—মহারাজ ! এ যে জ্বালা, জলে কি ক'র্কে ? মহারাজ ! এমন জ্বালা আর কিছুতে কখনো জানিনে—এ জ্বালা স্নানো যাবার নয়—তবু মহারাজ ! তোমার হৃদয়স্পর্শে জলন্ত আগুন যেন চাপা প'ড়লো ! মহারাজ ! রোহিতের জ্বালা কি কিছুতেই যাবে মহারাজ ? এ জ্বালা কি যাবার ?—রোহিত কি আর আমার মা ব'লে ডাকবে না মহারাজ ? রোহিত বিহনে এ পাপ জীবন কি রাখতে হবে মহারাজ ? হুমি ব'লেই রাখবো মহারাজ ! প্রেম-দাসীর বিচ্ছেদ-জ্বালায় তোমার পাপ কাতর হবে, এ কথা তোমার মুখ থেকে বেরলেই এ পাপিনীর প্রাণ

বাবে না মহারাজ! কিন্তু যদি বেচে থেকেও তোমার চরণ সেবার বক্ষিত
পা'ড়ে হবে এমন হয়, তবে মহারাজ! কাছাকাছ? তবে আর এ পাণ
তাপের শরীর ব'য়ে বেড়িয়ে ফলাক? তবে দামোকে দাটকা'র বদল
করুন—দামীর জন্তে দিয়া স্বর্ণক কান্তের চুল্লী একটা এখনি দালা'ন মহা-
রাজ! অশানে চণ্ডাল হওয়া যথাক হ'ক—মনের সাধে মনের মত একটা—

[রণবেশী মুকুটধারী এক যুবাব সবেগে প্রবেশ]

যুবা। (সকাতরে) ও বাবা! ও মা! কে তোমরা?

রাজা। (শব্দব্যস্তে উঠিয়া) আমরা যে হই, তুমি কে?

যুবা। বাবা! আমি বিপন্ন—আমি শরণাপন্ন—তুমি যেহেতু, তুমি
আমার ধর্ম বাপু—আমার রক্ষা কর!

রাজা। যখন শরণাপন্ন ব'লেছ, তুমি যে হও, আর তোমার ভয় নাই—
তোমার কি ক'রুই হবে বল? কিসে রক্ষা? কি উপায়ে রক্ষা?

যুবা। ও বাবা! অদিক বলবার সময় নেই—একো—পাঁচিষ্টের
একো—দুই—তিন—চার—পাঁচ—এই শুদ্ধি—এখন একে কোথায় যাউ? ক'র
করি?

রাজা। চিন্তা কি? তোমার আমি ভয় আমায় দাও দেখ—তুমি
এখানেই থাক; আসুক না, শত জনে আসুক না তুমি, আমি কি?

যুবা। এই নেও বাবা—(এসি চণ্ডাল) কিন্তু এখানে না—এখানে
এখানে না—এখানে থাকিবো না—কোথায় যাউ? বাবা! কোথায় যাউ?

রাজা। (মহাত্মে) দেখছি রক্ষা বরণ করি এক ভয়?

যুবা। তা হ'ক বাবা, কোথায় যাউ? বল না কোথায় যাউ? তোমার
বড়নাতিষ ক'রে দেব—আজ আমার বাপুলে তোমার এই দাঁকে—তুমি
আমার ধর্ম—আমার এই দাঁকে সেবার মুড়ি দেব! ঐ শব্দ—ঐ গোলো—

রাজা। তবে যাও, ঐ কুটার দেবা মু'ড়ে—ঐ আলো জ'লছে—

যুবা। না বাবা, ও অনেক দূর—যেহেতু যেহেতু ব'লে—

রাজা। তবে যাও, ঐ মড়া'র কাঁপা খানা মুড়ি দে গল্প জেব আড়ালে
প'ড়ে থাক গে—কিছু ভয় নেই—অনি তোমার রক্ষা ক'ন্দো!

[যুবাব প্রস্থান]

শৈব্যা। মহারাজ! কি ক'রেন? চিনেছেন? ও যে সেই পাপাত্মা নাগেশ্বর—

রাজা। প্রিয়ে! যেই হ'ক্, যখন শরণাগত ব'লেছে, তখন ঘোর আততায়ী হ'লেও হরিশ্চন্দ্র অবশ্যই তার রক্ষক!

[রণবেশী যুবাদ্বয়ের প্রবেশ]

প্র, যুবা। সখে! এই দিগেই এসেছে—নিশ্চিত এসেছে—পাপিষ্ঠ নরপদম শূণ্ডালের আয় ছুটে ছুটে এক একবার পশ্চাতে দেখেছিল; আমি আঁধারেও তার পাপার্জিত মুকুটের উজ্জ্বল হীরক দেখেছি—

দ্বি, যুবা। (চতুর্দিক নিরীক্ষণ পূর্বক) তবে এই খানেই আছে—ঐ যে কে? (রাজারাজীকে নির্দেশ)

রাজা। (রুদ্ধ স্বরে) কে তোমরা?

প্র, যুবা। তোমার কাছে আর কে? (নিকটে গমনোদ্ভূত)

রাজা। স্বীলোক—সাবধান!

দ্বি, যুবা। তবে হয় ঐ ভাঙ্গা গম্বুজের আড়ালে, নয় জলে, নৈলে আর কোথায় বাবে? (উচ্চৈঃস্বরে) রে পাপাধম! রে নরপিশাচ! রে অকৃতজ্ঞ! শূণ্ডালের মত পালিয়ে এলি যে—আ'জ্ তোরা কাল পূর্ণ হ'য়েছে—তোরা পাপলীলার অবসান হ'য়েছে—আর কেন পাপজীবনের ভারে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত রাখিস্—বেরো না।

(যুবাদ্বয়ের গম্বুজাভিমুখে গমন)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া) তা হবেনা; ওদিগে তোমরা যেতে পাবে না—

প্র, যুবা। কে তুই? এত বড় স্পর্দ্ধা—

দ্বি, যুবা। সখে, ওর হাতে সেই পাপিষ্ঠের সেই মণিখচিত অসিচর্ম!—ও তারির লোক, তারির লোক, তবে এখানেই আছে—মার ওরে—

(উভয়ের রাজার প্রতি আক্রমণ)

শৈব্যা। (চীৎকার পূর্বক) হা নাথ! এ কি কাণ্ড?—ওরা যে আপ-নার জন—হায় কি সর্বনাশ!

(যুবাদ্বয়ের সহিত রাজার ঘোরতর অসিযুদ্ধ)

রাজা। (যুদ্ধ করিতে করিতে) ঐ হ'য়েছে—যথেষ্ট হ'য়েছে—প্রাণে

মা'রো না—এক জনের অবি ভঙ্গ হ'য়েছে! এই নে—এই বাটের আঁধা—
তেই মুচ্ছাগত হ'য়ে শুয়ে থাক'—অয়-তোরেও শেখোই—ক্ষমতা নাই,
যুদ্ধ ক'র্ত্তে সাধ—এখনো ক্ষান্ত হ—ভাল চা'ম্ তো, ক্ষান্ত হ—না? তবু
সাধ মিটলো না? তবে এই তোমারো হ'লো—কেনন? আর যুদ্ধে সাধ
আছে? (ঝটিতি নিরস্ত যুবদ্বয়ের হস্ত ধরিতা) এখন বল, কে তোমরা?

প্র, যুবা। আমরা যেই হ'ল, কিন্তু তুমি কে? তুমি কখনই সামান্য
পুরুষ নও—মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আর সৌবীর ভিন্ন এ দুজনকে যে নিরস্ত
ক'র্ত্তে পারে, ভারতে এমন বীরের তো নাম শুনিনি—

শৈব্যা। হা মহারাজ! কি ক'ল্লো? রণে মত্ত হ'য়ে দামীর কথা শুনলে
না—এ যে তোমার বসন্ত আর খগেন্দ্র!

দ্বি, যুবা। সখে, এ স্বপ্ন নাকি? মহারাজীব কষ্টস্বপ্ন না?

শৈব্যা। খগেন্দ্র রে! সর্বনাশ হ'য়েছে—অভাগিনী আ'জ সোণার
রোহিতকে কালের মুখে ডালি দিয়েছে রে খগেন্দ্র—

উভয় যুবা। (রাজা রাণীকে প্রণাম পূর্বক) অ'্যা! সে কি? সে কি?
(রোহিতাত্মকে বেঁধে পুঙ্ক অ'হত্যাশ্রয়!)

বস। না! কিসে এ সর্বনাশ ঘ'নো না?

শৈব্যা। ও বাবা! কালসাপ হ'য়ে কাল আমার বাছাকে দংশন—

খগে। কতক্ষণ দৌব—কতক্ষণ? (বসন্তের প্রতি) সখে! ধব, ধব, ঐ
পাণিষ্ঠ পলায়—ঐ জলেক ধার দে—কোপায় বাবু?

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।]

রাজা। কেবল ধ'রে আন, কিছু ব'লো না—শরণাগত হ'য়েছে!

[অদৃশ্যভাবে বিশ্বামিত্র ও পাতঞ্জলের প্রবেশ।]

শৈব্যা। আর তোমার শরণাগত কৈ মহারাজ? ওর জন্তে তুমি, যার
বাড়া নাই খগেন্দ্র আর বসন্তের সঙ্গে যুদ্ধ ক'ল্লো—ওরে বাচাবার জন্তে
তোমার এমন অবস্থাতেও আপনার প্রাণ দিতে গেলো—ও কিন্নর তোমায়
এসে একবার একটা নমস্কারও ক'ল্লো না—একবার ব'লেও গেল না!

রাজা। সত্য, প্রিয়ে, কিন্তু সহস্র কুন্তর হ'ক, যখন বিপন্ন হ'য়ে শরণাপন্ন
ব'লে জানিয়েছে, তখন আমার ধর্ম আমার বা'খতেই হবে!

পাত। সাধু! সাধু! সাধু! ধত্ত মহারাজ! ধত্ত মহারাজ! ধত্ত, ধত্ত, ধত্ত! হায়! এমন মহাত্মারও এমন হয়!

বিশ্বা। মহারাজ! জয়োক্ত! আমিও বলি ধত্ত—এ জগতে তুমিই ধত্ত—তোমরা উভয়েই ধত্ত!

(রাজা রাণী প্রণত)

পাত। তোমরা কখনই মর্ত্য লোকের নও—তোমরা স্বর্গেরও নও—তোমরা তার চেয়েও উচ্চ লোকের লোক—দেবতারাও যে এমন পারেন না, তা আমি বড় গন্য করে ব'লছি! আজন্ম দেবি, কোন্ দেবতা তোমার মহত্বের এক কথা দেখিয়ে যেতে পারেন? আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা—এতে দেবতারি বাগ করেন, ঘরের ভাত বেশী করে খাবেন!

বিশ্বা। মহারাজ! এ কি? এ কার মৃত পুত্র?

শৈব্যা। (সর্বোদনে) প্রভু, আর যত্বনা নয় না—দয়া করে আমার দর্শন দিলেন তো আশ্চর্য্যতার পাণটি না হয়, অথচ আপনার চরণে এ পাণ প্রাণ ত্যাগ করেছি পারি, এমন উপায় করে দিন। (উন্মাদিনীর ছায়া স্বধির চরণ ধারণ পূর্ব্বক) প্রভু! এ দাসী কখনই ছাড়বে না—এই পান-পুড়েই আজ এ দেহ ত্যাগ কর্কে—এ দেহের আর মায়া কি? এতে আর কাজ কি? কেবল এক আশ্চর্য্যতার ভয়; কিন্তু এই অভয় চরণে সে ভয় থাকবে না—এই পায় এখন প্রাণ ত্যাগ কর্কে! কেবল দয়া করে মর্য্যার উপায় ব'লে দিন; মহাবোগ শিথিয়ে দিন; কি পদাঘাতে মেরে ফেলুন! কি এই (রাজার হস্ত চতুর্থে সহসা অসি কাড়িয়া লইয়া) অসিখান এই পাষাণ বুকে বাসিয়ে দিন—হায়! আপনাকেই বা বলি কেন? আপনি হয় তো স্ত্রী-হত্যার ভয় কর্ছেন! অসি পেয়েছি, আর কেন? এই তো সময়—মহারাজ বিদায় (অসি উত্তোলন) এ দাসী জন্মের মত—

বিশ্বা। হাঁ তা (অসিধারণ) রাজি! এ কি? এ কি তুমি? তেমন শৈব্যা এমন হয়েছ?

পাত। প্রভুর এ আজ্ঞাটি মন্দ নয়—একজনকে মদ খাইয়ে মাতাল করে দে, তার পর তার মত্ততার জন্ত তারে তিরস্কার করা যদি উচিত হয়, তবে প্রভু, রাণীকেও আপনি হতসনা করে পারেন! আমার কাছে বাপু

ষষ্ঠ অঙ্ক]

হরিশ্চন্দ্র নাটক ।

১১৭

স্পষ্ট কথা—বাপ কেন হ'ল না ! এতে রাগ করেন, না হয় ভয় হবে, তবু এ সব কাণ্ড তো আর সহ্য হয় না !

বিশ্বা । না পাতঞ্জল, আমি রাগ ক'রো না ; তুমি অত্যাশ্রয় বলনি, সত্যটি যা করা হ'য়েছে, তা অস্থিম সীমায় উঠেছে—মানব সঙ্কীর্ণতার উচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত দেখা হ'লো, আর না !

পাত । তবু দেখুন প্রভু, এতেও এঁরা প্রভুর প্রতি এক দিনের ক্ষমতাও কি একটু অভক্তি—একটুও রাগের কথা ফুটেছেন ? আর কেউ হ'লে কি এত সহ্য ? কার বাবার বা মাধা ?

বিশ্বা । স্বীকার করি পাতঞ্জল, এতদিনের পর তুমি আজ সত্যবাদের মত কথা ক'চ্ছো—

পাত । (করযোড়ে) তবে আর কেন প্রভু ? আর কেন যমুনা দেন—এত বড় রাজা চণ্ডালের দাস ! দেখছেন না, এত বড় বীর যেন জেঁদের মত খাড়াই ভাবে অবাক হ'য়ে প'য়েছেন ! দেখছেন না, প্রভু, রাজী যেন জড়-ফের কাটাঘিনীর মত একটু উদ্যম ক'রেই নির্জীব হ'য়ে আপননার পদতলে প'ড়ে প'য়েছেন ! আর কখন দেন কেন ? আর যে এ দৃশ্য দেখা যায় না ! আমার কান্নাট ভাঙি রেখিতামকে বাঁচিয়ে দিন—চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে সেই যে একটা গন্ধর্বের মধ্যে অমৃতকুণ্ডের জল রেখেছেন—সেই যে প্রভু ব'নেছিলেন এতে মরাও বাঁচে, আত্মা করুন, সেই পাত্রটী আমি আনিগে ?

বিশ্বা । বাও, তবে স্বপ্ন তা নয়—(কারণে কারণে বলিয়া প্রকাশ্যে) এ ঔষধও শিখ আন । সর্পাঘাতের রোগী—স্বর্ষোদয়ের পক্ষেই আনা চাই—স্বর্ষোদয়ের বিষময় নাহি ।

পাত । যে আত্মা, এখনি আন'বো—

[বেগে প্রস্থান ।

বিশ্বা । মহারাজ ! রাজীকে স্তম্ভা করুন, আর চিন্তা নাহি, রাজপুত্রকে এখনি বাঁচাব—কি ? ও বৃদ্ধি নাগেশ্বরকে ধ'রে আন'ড়ে ?

[পাশবন্ধ নাগেশ্বরকে প্রহার ও আকর্ষণ করিতে করিতে বসন্তের প্রবেশ]

নাগে । উঃ ! গেবু ন রে—বাবা রে—আর না রে !

রাজা। আহা, মেরো না, মেরো না—কৈ খগেন্দ্র কৈ ?

বস। আমাদের এক ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে পিতার সঙ্গে কমলা ও মল্লিকা প্রভৃতি শিবিরে এসেছেন, খগেন্দ্র তাই শুনে তাঁদের আ'ন্তে গিয়েছে—এই শৃগালের জন্ত ছুঁনের প্রয়োজন কি ? একাই যথেষ্ট !

নাগে। প্রভু, রক্ষা করুন ! দেখুন, আপনার প্রতিনিধির কি ছদ্মশা ! আপনার আজ্ঞা অগ্রাহ্য করেও আমার রাজ্যচ্যুত করেছে—এতে এ দাসের কি ? এতে যে প্রভুর অপমান হচ্ছে, সেই দুঃখই দুঃখ !

বিশ্বা। হানরাধম ! হা ভীক ! হা ধূর্ত ! তুমি আমার প্রতিনিধি !—পাপাত্মন ! তুমি মনে করেছিলে, ফল-মূল-খেগো বোকা বামুনকে ছোটো স্তবে ভুলিয়ে অমরাবতীকে অম্বররাজ্য করে সুখে কাল কাটা'বে ?

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী যোগীয়া ভৈর—তাল টিমা তেতালা ।

বল বদনে হর হর বাণী—

জয় কাশীধরী অন্নপূর্ণা ভবানী !

প্রভাতা হইল নিশি, উরিল উষা রূপসী, হেরিয়ে বিবর্ণ নিশামণি !
উঠ উঠ কাশীধারী ! শয্যা ত্যজি দেখ আসি, কিবা শোভা ধরিল ধরণী ! ১।

পূস্দিগে নব জ্যোতি ; আভাষ স্বর্ণ সঁতি, শিরে যথা ধরে সিন্ধাসুতী ;
সহস্র শিব মান্দরে, কনক দেউলোপরে, নব রবি শোভিছে তেমানি !
প্রভাতী নৈবত বাণী—সুধা-স্বরে পূর্ণ কাশী—মঙ্গল আরতি বাদ্য শুনি ! ২।

ধন্য পুণ্যভূমি কাশী, "বেষ্টিতা" বরুণা অসী, "তটিনী" প্রধানা সুরধুনী !
প্রভাতে কি শোভা জলে—মন্দ পবন হিলোলে, কুলু কুলু রবে প্রবাহিনী !
চৌষট্টি যোগিনী পাটে, মণিকর্ণিকার ঘাটে, চল চল শুনি বেদধ্বনি ! ৩।
শত গঙ্গাপুল সাথে, যাত্রী চলে যাত্রা-পথে, নানা জাতি পুরুষ-রমণী—
যতি, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, অবধূত, জটাধারী, পরমহংস, যোগীন্দ্র, যোগিনী !
চল, প্রাতঃস্নান করি, ল'য়ে পুষ্প বারি, ঝারি, বিষদলে পূজি শূলপাণ ! ৪।

বস। বোধ হয়, পতিঞ্জল ঠাকুর ঔষধ পেয়েছেন, নৈলে গান গাবার ক্ষু'তি কদাচ হ'তো না—

[পাতঞ্জলের প্রবেশ]

শৈব্যা। বাবা! এনেছেন কি?

পাত। হ্যাঁ মা—

[খগেন্দ্র, কমলা ও মল্লিকার প্রবেশ]

(রোহিতাস্ত্রের শব্দপার্শ্বে স্বাগতের রোদন)

বিশ্বা। তবে আর বিলম্ব কেন—রোদ্র হ'লে বিষ সম্ভাবনা—এই ঔষধ এই জলে শীঘ্র ঐ ঘাটের পাষাণে কেউ বেটে দাও!—

[কমলা কর্তৃক ঔষধ পেয়ণ]

রাজ্ঞি! তুমি পুত্রকে কোলে ক'রে ব'সো—মামকে! শিশুর অঙ্গের পুনি কর্দমাদি পরিষ্কার ক'রে দাও—রোহিতাস্ত্র জীবিত হ'লে গল্গল তারে কেউ শুনিও না যে, তারে সর্পাঘাত হ'য়েছিল—কমল! বাটা হ'য়েছে?—দাও ঐ পাতায় ক'রেই দাও—(ঔষধ গ্রহণ) আমি মৃত্যুঞ্জয়ের বাজ-নব্বের সাহিত এই ঔষধ লেপন করি, তোমরা সকলে একান্ত মনে বিষম্বরকে স্মরণ কর!

[রোহিতাস্ত্রের অঙ্গে ঔষধ লেপনাদি প্রকরণ]

মল্লি। (উচ্চৈঃস্বরে) নিশ্বাস—নিশ্বাস—নিশ্বাস ফেলেছে—নিশ্বাস ফেলেছে! (করতালি) চেয়েছে—চেয়েছে—ঐ রোহিতাস্ত্র চেয়েছে!

কম। কৈ? কৈ? দেখি—

শৈব্যা। বাবা! (পুনঃ পুনঃ চুখন) বাবা আমার—

বসন্ত ও খগেন্দ্র। জয়! জয়! জয়! মহারাজ হারশ্চন্দ্রের জয়!

পাত। (মৃত্যুপূর্বক) জয় মহারাজ! জয় মহারাজ! জয় মহারাজ!

জয়! জয় রাণীমায়ীক জয়! জয় পাতঞ্জলিক জয়! জয়! জয়! জয়!

বস। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ! এখন তবে শুনাও—কাশীরাজ এই পাপিষ্ঠ নাগেশ্বরের অত্যাচারে বিদ্রোহী হ'য়েছেন; এখন আমি আর প্রিয়সখা, কমলা আর মল্লিকা, আর রাণীর পারচারক কাকনা, কাকনের পাপিষ্ঠের কারাগারে বন্দী ছিলাম! পাপিষ্ঠ আর ভূস্বামীর পাপচারে সব অতুচ্চর সঙ্গে কাশীরাজের বিরুদ্ধে কাশী যাত্রা করে; এমন সময় পিতাকে ল'য়ে অযোধ্যার প্রজারা রাজার তপস্বীরে যায়; পিতার মুখে

স্বাক্ষরের ছরবহা শুনে রাজর্ষি দম্বা ক'রে এই কৃতব্রের দমনার্থে অহুমতি করেন ; পিতার সঙ্গে প্রজারা মহোন্মাদে প্রত্যাগত হ'য়ে পাপিষ্ঠের পুর-রক্ষকগণকে মেরে আনাদের উদ্ধার করে । আমি সখার সঙ্গে তাবৎ সমর্থ প্রজা ল'য়ে এই দুঃস্বপ্নের পশ্চাতে এসে অক্রমণ করি ; সমুখে কাশীর সৈন্ত, পশ্চাতে আমরা, ভীকৃ শূণ্যলোকা আর কতক্ষণ যুদ্ধ ক'রতে পারে ? পাপিষ্ঠের দলবল কতক হত, কতক আহত, কতক পলায়িত, কতক বন্দী হ'লো, আর এই ধৃত শূণ্যল ব্যাজ মুখে ক'রে এই দিগে ছুটে উলো ; আমরা তার অনুসরণে আসি ; তাহেই বিধাতা এই শুভ মিলন ঘটিয়ে দিলেন ! হাত-মধ্যে পিতাও এসে জয়ী সৈন্তদেব সঙ্গে যোগ দিয়েছেন—মহারাজার আদেশ হয় তো চলুন সকলে মিলে সেখানে যাই—

দিশা।—না বসন্ত, তা হবে না—যা কিছু আনন্দোৎসবের প্রয়োজন, এখানেই হ'ক—এ স্থানকে আ'জ্ঞ পাবিত্র ক'রে বাব, এই অশানভূমি আ'জ হ'তে প্রসিক্ত পূণ্যস্থান হবে ।

বস। তবে সখা চল, পিতাকে এই সব শুভ সংবাদ শুনাইগে—তিনি শুঙ্গে ছুটে আসবেন !

[খগেন্দ্রের সহিত প্রস্থান ।

পাত। ও দাঁদা রোহিত ! তোমার সেই বায়ুনদাদাকে কি চিন্তে পার ? রোহিত বড় ক্ষুধার সময় আপনি আমার কল দিচ্ছেন—আপনাকে প্রণাম করি । (প্রণাম)

[বুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ]

ব্রাহ্ম। (শৈব্যার প্রতি)—যাও ইয়া গা, (থক থক থক) দূর—হ'ক—গে—ছাই—এই কাশীই আমার কাশী পাওর'বে ! (থক থক থক) দূর হ'ক গে—বলি ইয়া গা ভাল মান'বের কি, তোমার আক্কেলখানা কি ? (থক থক থক) দূর ছাই—দাডময় লেগে গেল ! বলি—ছেলেই যেন গিয়েছে—আর কি কারো (থক থক থক) যায় না ? তা ব'লে কি সারা রা'ত এই অশানে পা'কে হয় ? (থক থক) এখন সকাল হ'লো, তবু কি সংকার করা হয় না ? (থক থক থক) ব্রাহ্মণী যোগক বাছুর নে ম'রে বা'চ্ছেন—(স্বীয় গলা ধরিয়া উপবেশন)

পাত। কাণ্ড আর কি ? উনি যাবেন না—

ব্রাহ্ম। যাবেন না ! সে কি ? এ ক'মণের লাজুক ? টাকা দে
কিনিছি—(থক্ থক্) অগ্নি নাক ?

কম। আপনার টাকা পেলেই বঁচা হয়—এই নুন—তার দশগুণ নেন
(অলঙ্কার দান)

ব্রাহ্ম। (হস্তে তোলি ভাবে অলঙ্কারের পরিমাণ) যদি রত্নিম না
হয় তো ক'নক হতে পারে বাট ! (সহসে) হ্যাগো, লাগমানি খা নেহো !
তবে কি এই স্থির হ'লো ? এ অলঙ্কার তোতোমার ? দেখো বাট, তোমার
উপকার ক'রে বেশ যেন রক্ত ব্রাহ্মণের হাতে দাড় পাড়ে না ! (থক্ থক্)

শৈব্যা। (গম্বস্ত প্রণাম) ঠাকুর ! আপনার আর ব্রাহ্মণী আর গুণ
জন্মেও ভুলতে পারি না ! ও অলঙ্কারের জন্তে ভাববেন না—আমি কি
আপনাকে ঠকাতে পারি ? এখন এই ল'য়ে যান—আশীষ্টাদ করুন,
ভগবান দিন দেন হো আমার প্রভু প্রণামী পাঠিয়ে দেব !

ব্রাহ্ম। তবে অনিচ্ছা দিন গবে মা, দিন কাবে। আমি তখন জানি
তোমরা সামন্ত লোক নও—(থক্ থক্) দেখি ব্রাহ্মণী দেখে কি বলেন ?

• [প্রস্থান ।

পাত। আঃ বেঁচা গেল ! না ! আপনার মন ক'র অ'তন গে।

• কম। তার বাঁসেছেন—চল, বেঁচা ক'র গুচায়ন ক'রে আনি।

[শৈব্যা, রেহিতাজ, মল্লিকা ও কমলার প্রস্থান ।

বিশ্ব। মহারাজ ! আপনিও যান, ক'রে এসে এ বেশ পরা ককন
রাজা। আজ্ঞে, কমলার গুণে রক্ত ব্রাহ্মণের কাছে আমার শৈব্যার
যেমন মুক্তি হ'লো, ভ'দোর কাছে যতক্ষণ বেশ মুক্ত না প'চ্ছি, ততক্ষণ
প্রভু বেশ পরিবর্তনে আমার যাযা কি ?

বিশ্ব। (ভ'দোর প্রাত সহাস্তে) আর কেন ?

ভ'দো। (সহাস্তে) যাও মহারাজ ! তুমি অ'ছলে যান ক'রে বেশ
পরিবর্তন করগে—আমার কাছে তোমার দানব অ'জ মোচন হ'লো !

[রাজার প্রস্থান ।

বিশ্বা। (ভাঁদোর প্রান্ত) তবে এখন সমুত্তি দাবণ করুন—

ভাঁদো। : অক্লমুত্তি দাবণ কেমন ? কার্যোদ্ধার হ'লো আমি যাই।

[প্রস্থান।

পাত। প্রভু ! এটা কি হ'লো ? ওকি তবে চণ্ডাল নয় ?—

(নেপথ্যে জয়বাদ্য)

ওকি ?—আহা ! কি মধুর বাদ্যোদ্যম ! যেন উৎসবের বাদ্য।

[বসন্ত, যোগেন্দ্র, নগরপাল, কাকনী এবং সিংহাসন-

মন্তকে জগন্নাথ প্রভৃতির প্রবেশ]

বস। কৈ ? এঁরা কোথায় গেলেন প্রভু ?

বিশ্বা।—সব স্নানে গেছেন।

বস। জগন্নাথ ! তবে সিংহাসনখানি ঐ বৃক্ষমূলে রেখে রাজার বেশ ভূষা লাগিয়ে ঘাটে যাও। কাকনি ! তুমিও রাণীর সজ্জা লাগিয়ে যাও।

[কাকনী ও জগন্নাথের প্রস্থান।

পাত। এইখানেই রাজসভা ! বাঃ ! বাঃ ! বেড়ে হবে—বেড়ে হবে !

[মন্ত্রী, রক্ষী ও ছত্রচামরধারী প্রভৃতির প্রবেশ]

• মন্ত্রী। (প্রণামার্থে) প্রভো ! দাস পূঙ্গু হ'তেই জানে, অবশ্যই এ মায়া !

বস। (বিদ্রোহের পতি) এই দিগে ত্রাফনের আর এই দিগে অগ্রা-
হোর আসন পাতে। চামরধারীরা এখানে ; ছত্রধারী এখানে—

[রাজা, রাণী প্রভৃতি সকলের প্রবেশ]

বিশ্বা। মহারাজ !—

পাত। ওহে সকলে চুপ্ কর—মহারাজকে প্রভু কি বলেন শোনো—

বিশ্বা। মহারাজ ! অসামান্য বীণাশালী ধর্মবীর একচ্ছত্রা আদিপতি
হ'য়ে সামান্য হানবেও যা নৈতে না পারে, তুমি সেই অসম্ভব ভংগে যাতনা
সংগেছ।, স্বল্প তুমি নিজে নও, নারীকুলে সাক্ষাৎ নারায়ণীকৃপাণী মা শৈব্যা
রাণীও প্রাণাধিক পুত্রের সহিত ততোদিক ভংগরাশি ভোগ ক'রেছেন ;
সবই সমস্ত রূপে গুণে অহুপমা কমলা আর মল্লিকাও সামান্য ক্লেদ পান
নাই ; আবার রাজহস্তাগ্রগণা ধীমনীশ্রুত তোমার প্রধান মন্ত্রী, তাঁর

মেধাবী বীর পুত্র বসন্ত আর তুষাজ কন্যা খণ্ডোদ্যোতকিও না। সেই স্ত্রীর তোমার ধর্মপরাধন পূজাণন বড় উৎসাহের কারণে—
প্রভুভক্ত সৈনিকগণের সহিত তারা কেবল তাহারই কণ্ঠ কটীত হইয়া
সুখা অভাব ভগ্নোৎসব দশা পছন্দ, এক ভোজের আদর্শনে ভাবনায়
পায় তরঙ্গাশ্রম—প্রকৃত বর্ণ জীবনু তরং—সামাজ্য শ্রীমন্তে হইতেছে। আর
আদর্শক, ইন্দ্রপাত্রেও স্বর্গোৎসব না হয়, অর্থাৎ বর্ত্তি হৃদয়ে কান্দে শোচনীয়
অবস্থা ঘটিতেছে।

বস। হায়! শত ইন্দ্রপাত্রেও এমন ছত্রবস্ত্র হয় না।

পাত। শত সংগ্রহ ইন্দ্রপাত্রেও এত ভয়ানক কাণ্ড ঘটে না।

বিশা। কিন্তু মহারাজ! এই মর্ত্ত্যভূমি মনুষ্যের পক্ষে একেবারেই ভূমি—
পরীক্ষাদানের স্থান বৈ আর কিছুই না। এ ভূমিতে শম, দম, ক্রোধ, অহংকার,
তিহিকার, এই সকলের আশ্রয়ে কর্ম্ম কর্ম্মের কাজই মনুষ্যের আবির্ভাব।
যথার্থ সূর্য্যোদয় বর্ণনেনা, তাই স্থান পরলোক—এখানে কেবল কল্যাণেরি।
যে হতভাগ্যের কি অবস্থা কইবে না পেরে এখানেই স্থায়ী থাকে চির—
অনন্ত স্থায়ের মন না চোখে অকিঞ্চন মন কদিক দৈত্যক স্বপ্নকেই স্থায়ের
পাকড়ি স্থান। আর বিষয়ে দাসনে উন্মাদ হয়, সেই ভাঙে মানব আপনার
পরমানন্দ পদ আশ্রয় কটী ছাত্রতার করে। যে ভাগ্যবান পুত্রবর্ত্তিগণের
ঐত্বক মনষ্যকে তুচ্ছ ভাবে উচ্চ স্থায়ের এক মাত্র নিরামল মনকেই
অনিশ্চয় করে, তার শেষ স্থায়ের শেষ নাই—তুলনা নাই! গোমার অমৃৎপদ
দুইঘটী এ ভগ্নের তার মল্লধ্বজ থাকিলে!

পাত। দ্বৈত—চূড়ান্ত বর্ণে দ্বৈত—একবার অত্যন্ত দুঃস্থ।

বিশা। মহারাজ! যে পত্নীকে কণা বাল্যে, অসংখ্য গুণ আর
অসংখ্য পুণ্যবল বাণীত তাতে পায় শান্তি—তিনি সদ্যপুত্র সেই শ্রেণীর
কঠোরতম ভাষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে, অতএব তোমাদের ভাগ্যে,
তোমাদের পুণ্যের, তোমাদের গুণের সীমা নাই। যে অসংখ্য ক্রোধ
বাণী ভোগ করিল, তাতে কিছু মনে করো না—সে কেবল সেই পরী-
ক্ষার পূত অগ্নি। সেই অগ্নিও তাই আজ তোমরা অগ্নি-শোষিত
স্বর্ণের তায় নবোদীপ্ত পবিত্র মূর্ত্তিতে উৎখিত হ'লে! অথবা মেঘমুখ

দিবাক্ষরের আয় অলৌকিক দর্শ্য তেজে ত্রিলোককে আশ্চর্য্য করে দিলে।—
মহারা এতদূর পৌঁছাশকিনা, সেইটী দৈর্ঘ্যবীর জগত্ দর্শ্যের উদ্ভজনায় আমি
তোমার এই পবিত্রা গ্রহণ করেছি—যিনি ভদ্রো চণ্ডালের রূপ ধরে এত
কাণ্ড ক'লেন, বাস্তব তিনি চণ্ডাল নন—তিনি স্বয়ং সেই দর্শ্য—তোমার
জগত্ কীর চণ্ডাল সাজা! আজ মুক্তকণ্ঠে এই অদ্বুত গুঢ় তত্ত্ব ত্রিজগৎ
সমক্ষে বাক্য করে নরসিংহরূপী রাজাদিরাজেন্দ্র মর্ত্ত্যেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রকে
অক্ষয়-কীর্ত্তি নামা সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক এই ত্রিপগণা গঞ্জাদেবীর গর্ভেই—
এস, মহারাজ! তোমার পৈতৃক ও স্বোপার্জিত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর-পদে
তোমাকে পুনরভিষিক্ত করি! আমার বস্ত্র আমি যারে ইচ্ছা দান করার
অধিকারী—যাঁর অলৌকিক দাতৃত্ব গুণে এ বস্ত্র আমার, আজ মনের স্থখে
তীরেই দান করি—(মুকুট হস্তে লইয়া) যাঁর দেব-লাঞ্ছিত মস্তক হ'তে
এই মণিমুকুট স্থানান্তরিত করে মর্শ্য-পীড়ায় দগ্ধ হ'চ্ছিলেন, আজ আমার
সেই শূন্য-শিরে তা পুনঃস্থাপন করে তাপিত প্রাণ শীতল করি—যাঁরে এত
হিরণ্য-সিংহাসন হ'তে অবতারিত করে লোকের নিকট নিয়ত নিন্দিত আর
আত্মগ্লানির নিকট নিয়ত ভৎসিত হ'য়ে মর্শ্যে মর্শ্যে কাতর ছিলেম, আজ
আবার সেই সিংহকে সেই সিংহের আসনে বসিয়ে জগতের উল্লাস, আত্মার
ভূষি, নয়নের সাংকত্যা করি—তোমরা সকলে জয়োচ্চারণ কর! (রাজা
এ বীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে সংস্থাপন)

(সকলের মুখে যুগপৎ জয় জয় ধ্বনি ও নানা বাদ্যোদ্যম)

পাত। (মূর্ত্তা কীরতে কীরতে) জয় রাজর্ষি বিশ্বামিত্রিক জয়! জয়
মহারাজ হরিশ্চন্দ্রিক জয়! জয় রাণীগায়ত্রীক জয়! জয় রাজপুত্র রোহি-
তাক্রিক জয়! জয় পাতঞ্জলিক জয়!—আহা হা কি আশ্চন্দ! কি আশ্চন্দ!
—তবু ভাল ঠাকুর আমার নিদয় নন! কেবল পরাক্ষর জন্ত এত কাণ্ড! তাই
তো বসি দয়াল ঠাকুর হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর কেন? রাজা ছেড়ে বনে এসে
আবার রাজা কেন? যা ত'ক্, আজ তুংখ দূরে গেল! কিম্ব প্রভো! ঐ
জরাস্মা নাগেশ্বরের এখন ক'দও হবে? ঐ পাষণে মুখ ঘষড়া'নো—

বিশ্বা। নাগেশ্বর অতি তুষ্ণতি—অতি দুর্জ্জন—চিরজীবন কারাগারোধই
উচিত; কিম্ব তা হ'লে সংশোধনের পথ এককালে রুদ্ধ হয়—দেখি, যদি

ওর চরিত্রকল্প মোহব্যাধির কোনো প্রতীকার হয়— কেঁহুস্বপনে গিয়ে
যাই—তোমরা ওরে বিস্মৃত হও—তোমাদের নিজের কাজে লিপ্ত হও এককালে
ভুলে যাও—তোমরা মনের সাধে উৎসবে মগ্ন হও ।

রাজা । পাতো ! আর কিস্তিকাল অপেক্ষা করুন ; আগন্তুর সময়ে
এই স্তম্ভেই দুইটি সঙ্গ-মনোরঞ্জন মাস্তুলিক কাষের সজ্জা কর ।
(সিংহাসন হইতে অবতরণ এবং বসন্ত মল্লিকার হস্ত দারণ পূরক) সকলে
জয়ধ্বনি আর চলধ্বনি দাও ! (উভয়ের পাণি সংযোগে মন্থা সমর্পণ)
মন্থা । এই তোমার সঙ্গ গুণবিত্ত পুত্র আর সঙ্গ গুণবতী বধু—যদি
কদমে গ্রহণ কর—সুখে শুভ বিবাহ দাও ।

মন্থা । যে আজ্ঞে ! এস মা এস ! (শিরশ্চন্দন)

রাজা । (খগোলের হস্ত দারণ পূরক) আজ সঙ্গ সংক্ষেপে তুমি
রাজকুল-গৌরব কুমার খগোলকে তাঁর পৈতৃক রাজ্যে অর্পিত কর ।
(দ্বিতীয় সিংহাসনে স্থাপন)

শৈব্যা । আর কমলাকামিনী কমলাকে আমার প্রণোদিতা সংবাদ
বলে সংবাদন কর । আজ অবদ এই রাজসংসারে কমলাই সঙ্গমণী কন্যা—
কমল আমার বিচার্য্য জীবন ! (আশিষন)

সকলে । জয় ! জয় ! জয় ধর্মের জয় ! জয় গুণের জয় ! জয় মহাশি
বিশ্বমাত্রের জয় ! জয় মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের জয় ! জয় মহাকামিনী শৈব্যা
দেবীর জয় ! জয় নুতন তুঙ্গভাজের জয় ! জয় নব দম্পতির জয় !

(নেপথ্যে তুঙ্গভূমি প্রভৃতি বাদ্য ও শব্দ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

বধূ । এই সকলে দেব, অমরেশ্বর অনবগত সত্যি আনন্দ আর
অকুল হয়ে পুষ্পবৃষ্টি ক'ছেন—তোমরাও উৎসব কর—তোমাদের দন,
পুত্র, ধর্ম, বশ বুদ্ধি হুক—পাতঞ্জল ! একদিন ভোগিত ছিল, এখন আমোদ
কর—আমি স্বকাণ্ডে অস্থর্দান !

[প্রস্থান ।

পাত । (নৃত্যপূরক) কি আনন্দ ! জয় ! কি আনন্দ ! দাদা রোহিত !
আম্বনা নাচি ! (রোহিতকে কোলে লইয়া নৃত্য)

[বন্দীদ্বয়ের প্রবেশ]

(গীত)

রাগিণী ললিত ভৈর—তাল চিমা তেতালা ।

হ'লো স্তম্ভলো, বল জয় জয় রে !

নিরাশারো, ভয়ঙ্করো, ঘন ঘোরো আড়ম্বরো,

অন্ধকারো, হ'লো দূরো,

আর কিবা ভয় রে ?

মেঘ-মুক্ত দীপ্ত ছবি, হরিশ্চন্দ্র আর্ধ্য-রবি ;

নামে শৈব্যা ছায়া দেবী, কিবা শোভাময় রে !

ধর্ম্য হেতু রাজা হারা ; নিজ দেহ, পজ-দারা ;

দাসদে অর্পণো করা, কার প্রাণে সম রে ? ১ ॥

আর্ধ্য-ভূম বহু আর্ধ্য, দেখায়েছে ভূজবীর্ষ্য,

কিন্তু হেন ধর্ম্যশৌর্য্য, আর দৃষ্ট নয় রে !

যদবধি চন্দ্র সূর্য্য, কে শোকেছে হেন কার্য্য ?

ধন্য এত্যাগ-স্বীকার্য্য, কান্তি পুণ্যনয় রে !

সূর্য্যবংশ যশশ্চন্দ্র, সমাগরা ধরা উল্ল,

ধন্য রাজা হরিশ্চন্দ্র নামে পাপ ক্ষয় রে ! ২ ॥

সিংহেরো আসনোপরি, শূগালেরো নৃত্য হেরি,

নিরানন্দে মর্ত্যাপুরী, ছিল মৃত প্রায় রে !

আজি ধরা হ'লো ধন্য, শূন্য সিংহাসনো পূর্ব ;

দেবগণ দেখ তূর্ব, শূন্য ঐ উদয় রে !

বাজিছে ছন্দুতি ঘন, নাচিছে অঙ্গাগণ,

সুভাষ পুষ্প বর্ষণ, শিরে ঐ হয় রে ! ৩ ॥

সমাপ্ত ।